বেদব্যাস ভাণ্ডার গ্রন্থাবলী।

কলি-মাহাত্ম্যম্।

[পুরাণাদি সংগৃহীত]

মূল ও বঙ্গানুবাদ।

শ্রীযুক্ত ভূধর চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদিত।

[illegible] নং সুকিয়া ষ্ট্রীট "বেদব্যাস কার্য্যালয়"
হইতে প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা

৭।১ নং নন্দরাম সেনের ষ্ট্রীটস্থ

মেডিক্যাল ইণ্টেলিজেন্সার প্রেসে

শ্রীঅম্বিকাচরণ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০২ সাল।

মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

কলি-মাহাত্ম্যম্।

প্রথমাংশঃ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

—:০:—

ওঁ নারায়ণং নমস্কৃত্যং নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ।

মৈত্রেয় উবাচ।

কলেঃ স্বরূপং ভগবন্ বিস্তরাদ্বক্তুমর্হসি।
ধর্ম্মশ্চতুষ্পাদ্ভগবন্ যস্মিন্ বিপ্লবমৃচ্ছতি॥ ১॥

নারায়ণ, নরোত্তম নর, দেবী সরস্বতী ও ব্যাসদেবকে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

মৈত্রেয় কহিলেন, হে ভগবন্! কলিকালের স্বরূপ আপনি বিস্তারপূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন, যে কলিকালে চতুষ্পাদ ধর্ম্ম বিলুপ্ত-প্রায় হইবে॥ ১॥

পরাশর উবাচ।

কলেঃ স্বরূপং মৈত্রেয় যদ্ভবান্ প্রষ্টুমিচ্ছতি।
তন্নিবোধ সমাসেন বর্ত্ততে যন্মহামুনে॥ ২॥
বর্ণাশ্রমাচারবতী প্রবৃত্তির্ন কলৌ নৃণাম্।
ন সামঋগ্‌যজুর্ব্বেদবিনিষ্পাদনহেতুকা॥ ৩॥
বিবাহা ন কলৌ ধর্ম্ম্যা ন শিষ্যগুরুসংস্থিতিঃ।
ন দাম্পত্যক্রমো নৈব বহ্নিদৈবাত্মকঃ ক্রমঃ॥ ৪॥
যত্র তত্র কুলে জাতো বলী সর্ব্বেশ্বরঃ কলৌ।
সর্ব্বেভ্য এব বর্ণেভ্যো যোগ্যঃ কন্যাবরোধনে॥ ৫

পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! কলিকালের স্বরূপ যাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহা সম্যক্‌রূপে শ্রবণ কর॥ ২॥ কলিকালে মনুষ্যগণের বর্ণ ও আশ্রমের আচারানুরূপ প্রবৃত্তি সকল বিলুপ্ত হইবে এবং ঐ সকল প্রবৃত্তির দ্বারা সাম, ঋক্ ও যজুর্ব্বেদ-বিহিত ক্রিয়াসমূহ নিষ্পাদিত হইবে না॥ ৩॥ কলিকালে ধর্ম্মানুরূপ বিবাহ থাকিবে না এবং গুরু ও শিষ্যের সম্বন্ধ বিলুপ্ত হইবে, স্বামী ও স্ত্রীর ব্যবহার বিভিন্নরূপে পরিণত হইবে এবং হোমাদি ক্রিয়া ও দেবতাপূজা লোপ পাইবে॥ ৪॥ কলিকালে যে-সে কুলে উৎপন্ন হইয়াও বলবান্ ব্যক্তি সকলের

যেন কেনৈব যোগেন দ্বিজাতির্দীক্ষিতঃ কলৌ ।
সৈব সৈব চ মৈত্রেয় প্রায়শ্চিত্তক্রিয়া কলৌ ॥ ৬ ॥
সর্ব্বমেব কলৌ শাস্ত্রং যস্য যদ্বচনং দ্বিজ ।
দেবতাশ্চ কলৌ সর্ব্বাঃ সর্ব্বঃ সর্ব্বস্য চাশ্রমঃ ॥ ৭ ॥
উপবাসস্তথায়াসো বিত্তোৎসর্গস্তথা কলৌ ।
ধর্ম্মো যথাভিরুচিতৈরনুষ্ঠানৈরনুষ্ঠিতঃ ॥ ৮ ॥
বিত্তেন ভবিতা পুংসাং স্বল্পেনাঢ্যমদঃ কলৌ ।

প্রভৃ এবং সকল বর্ণ হইতেই কন্যা বিবাহ করিবার উপযুক্ত পাত্র হইবে ॥ ৫ ॥ দ্বিজাতিগণ নিন্দিত-উপায়ানুষ্ঠান দ্বারাও আপনাদিগকে দীক্ষিত বলিয়া পরিচিত করিবে এবং পাপাত্মগণ কেবল লোকসমূহকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য যেমন তেমন ভাবে প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিবে ॥ ৬ ॥ হে মৈত্রেয়! কলিকালে যাহার যাহা মুখে আসিবে, সে তাহাই শাস্ত্র বলিয়া প্রকাশ করিবে এবং আপন আপন অভিপ্রায়ানুসারে সকলে সকল দেবতারই উপাসনা করিবে এবং সকলেই সকল আশ্রমে অক্লেশভাবে প্রবেশ করিবে ॥ ৭ ॥ উপবাস, ক্লেশসাধ্য ব্রত ও বিত্তোৎসর্গ প্রভৃতি ধর্ম্মের, যাহার যেরূপ অভিরুচি, সে সেইপ্রকারেই অনুষ্ঠান করিবে ॥ ৮ ॥ কলিকালে মনুষ্য-

স্ত্রীণাং রূপমদশ্চৈব কেশৈরেব ভবিষ্যতি ॥ ৯ ॥
সুবর্ণমণিরত্নাদৌ বস্ত্রে চাপি ক্ষয়ং গতে।
কলৌ স্ত্রিয়ো ভবিষ্যন্তি তদা কেশৈরলঙ্কৃতাঃ ॥১০ ॥
পরিত্যক্ষ্যন্তি ভর্ত্তার . বিত্তহীনং তথা স্ত্রিয়ঃ।
ভর্ত্তা ভবিষ্যতি কলৌ বিত্তবানেব যোষিতাম্ ॥ ১১ ॥
যো যো দদাতি বহুলং স স স্বামী তদা নৃণাম্।
স্বামিত্বহেতুঃ সম্বন্ধো ভাবী নাভিজনস্তদা ॥ ১২ ॥
গৃহান্তা দ্রব্যসংঘাতা দ্রব্যান্তা চ তথা মতিঃ।

গণ অতি অল্পমাত্র ধনের অধিকারী হইযাই অত্যন্ত গর্ব্ব প্রকাশ করিবে এবং স্ত্রীগণ কেবল কেশের দ্বারাই আপনাদিগকে সুন্দরী মনে করিবে ॥ ৯ ॥ সেই সময়ে স্ত্রীগণ সুবর্ণ, মণি, রত্ন ও বস্ত্রাদি হইতে বঞ্চিত হইয়াও কেবল কেশের পারিপাট্য দ্বারা আপনাদিগকে ভূষিত কবিবে ॥ ১০ ॥ এবং ধনহীন পতিকে পরিত্যাগ করিবে। কলিকালে যে ব্যক্তি ধনবান্, সেই স্ত্রীগণের ভর্ত্তা হইবে ॥ ১১ ॥ মনুষ্য মধ্যে যে যাহাকে বহুল পরিমাণে অর্থ প্রদান করিবে, সেই ব্যক্তিই তাহার প্রভু হইবে, প্রভুতা বিষয়ে সৎকুলোৎপন্ন বিশিষ্ট সমূহের কোন সমাদর থাকিবে না॥ ১২ ॥ মনুষ্যগণ ধর্ম্মের

অর্থাশ্চান্যোপভোগান্তা ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে ॥১৩॥
স্ত্রিয়ঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি স্বৈরিণ্যো ললিতস্পৃহাঃ।
অন্যায়াবাপ্তবিত্তেষু পুরুষাশ্চ স্পৃহালবঃ ॥ ১৪ ॥
অভ্যর্থিতোঽপি সুহৃদা স্বার্থহানিং ন মানবঃ।
পণার্দ্ধার্দ্ধার্দ্ধমাত্রেঽপি করিষ্যতি তদা দ্বিজ ॥১৫॥
সমানং পৌরুষঞ্চেতো ভাবি বিপ্রেষু বৈ কলৌ।
ক্ষীরপ্রদানসংবন্ধি ভাবি গোষু চ গৌরবম্ ॥ ১৬ ॥

জন্য ব্যয় না করিয়া কেবল গৃহাদি নির্ম্মাণেই অর্থসমূহের ক্ষয় করিবে এবং মনুষ্যের বুদ্ধি পরকালের চিন্তা না করিয়া, কেবল অর্থ উপার্জ্জনের চিন্তাতেই নিরন্তর নিমগ্ন থাকিবে এবং মনুষ্যেরা অর্থের দ্বারা অতিথি প্রভৃতির কোন উপকার না করিয়াই, কেবল আপনার ভোগের জন্য সমস্ত অর্থ অপব্যয় করিবে॥ ১৩ ॥ কলিকালে স্ত্রীগণ নানাবিধ সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া স্বেচ্ছাচারিণী হইবে এবং পুরুষগণ অন্যায় দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিতে অভিলাষী হইবে॥ ১৪॥ মনুষ্যগণ সুহৃদগণের প্রার্থনায়ও নিজের অণুমাত্র স্বার্থ পরিত্যাগ করিবে না॥ ১৫ ॥ ব্রাহ্মণের সহিত আমাদিগের কোন বিশেষই নাই, শূদ্রেরা ইহাই ভাবিবে এবং গাভিগণ,

অনাবৃষ্টিভয়প্রায়াঃ প্রজাঃ ক্ষুদ্ভয়কাতরাঃ।
ভবিষ্যন্তি তদা সর্ব্বা গগনাসক্তদৃষ্টয়ঃ ॥ ১৭ ॥
কন্দপর্ণফলাহারাস্তাপসা ইব মানবাঃ।
আত্মানং পাতয়িষ্যন্তি তদাবৃষ্ট্যাদিদুঃখিতাঃ ॥ ১৮ ॥
দুর্ভিক্ষমেব সততং তদা ক্লেশমনীশ্বরাঃ।
প্রাপ্স্যন্তি ব্যাহতসুখপ্রমোদা মানবাঃ কলৌ ॥ ১৯ ॥
অস্নানভোজিনো নাগ্নিদেবতাতিথিপূজনম্।
করিষ্যন্তি কলৌ প্রাপ্তে ন চ পিণ্ডোদকক্রিয়াম্ ॥ ২০॥

দুগ্ধ দেয় বলিয়াই আমাদের প্রতিপাল্য; সকলে এইরূপ ভাবিবে ॥ ১৬ ॥ প্রজাসমূহ অনাবৃষ্টি নিবন্ধন ক্ষুধায় কাতর হইয়া একদৃষ্টিতে আকাশ নিরীক্ষণ করিবে ॥ ১৭ ॥ সেই সময়ে মনুষ্যগণ অনাবৃষ্টিতে দুঃখিত হইয়া কন্দ, পর্ণ, ফল প্রভৃতি আহার করিয়া তাপসের ন্যায় ক্লেশ সহ্য করিবে ॥১৮ ॥ সেই সময়ে মানবগণ ধনহীন এবং সুখ ও হর্ষরহিত হইয়া নিরন্তর কেবল দুর্ভিক্ষরূপ দুঃখ ভোগ করিবে ॥ ১৯ ॥ কলিকালে মানবগণ স্নান না করিয়া ভোজন করিবে এবং অগ্নি, দেবতা ও অতিথির পূজা করিবে না এবং ভুলিয়াও তর্পণাদি দ্বারা পিতৃগণকে পরিতুষ্ট করিতে যত্ন করিবে না ॥ ২০ ॥

লোলুপা হ্রস্বদেহাশ্চ বহ্বন্নাদনতৎপরাঃ।
বহুপ্রজাল্পভাগ্যাশ্চ ভবিষ্যন্তি কলৌ স্ত্রিয়ঃ ॥ ২১ ॥
উভাভ্যামেব পাণিভ্যাং শিরঃকণ্ডূয়নং স্ত্রিয়ঃ।
কুর্ব্বন্ত্যো গুরুভর্ত্তৃণামাজ্ঞাং ভেৎস্যন্ত্যনাদৃতাঃ ॥২২॥
স্বপোষণপরাঃ ক্ষুদ্রা দেহসংস্কারবর্জ্জিতাঃ।
পরুষানৃতভাষিণ্যো ভবিষ্যন্তি কলৌ স্ত্রিয়ঃ ॥ ২৩ ॥
দুঃশীলা দুষ্টশীলেষু কুর্ব্বন্ত্যঃ সততং স্পৃহাম্।
অসদ্বৃত্তা ভবিষ্যন্তি পুরুষেষু কুলাঙ্গনাঃ ॥ ২৪ ॥
বেদাদানং করিষ্যন্তি বটবশ্চ তদাব্রতাঃ।

সকলেই নিতান্ত লোভী হইবে, দেহ সকল ক্রমশঃ হ্রস্ব হইয়া আসিবে, স্ত্রীগণ বহু ভোজনশীল হইবে এবং প্রত্যেকেরই প্রায় বহুতর সন্ততি হইবে ও সকলেই ভাগ্য-হীন হইবে ॥ ২১ ॥ স্ত্রীগণ উভয় হস্তের দ্বারা মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে করিতে অনায়াসে স্বামীর আজ্ঞা অবহেলন করিবে ॥ ২২ ॥ এবং ক্ষুদ্রাশয় হইয়া কেবল নিজের দেহ পোষণে ব্যস্ত থাকিবে, শরীরাদির বিশেষ সংস্কার করিবে না এবং নিরন্তর কঠোর ও মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিবে ॥ ২৩ ॥ কুলস্ত্রীগণ দুঃশীলা হইবে এবং অসদ্বৃত্ত পুরুষসমূহে স্পৃহাবতী হইয়া নিরন্তর অসদাচারে

গৃহস্থাশ্চ ন হোষ্যন্তি ন দাস্যন্ত্যুচিতান্যপি ॥ ২৫ ॥
বনবাসা ভবিষ্যন্তি গ্রাম্যাহারপরিগ্রহাঃ।
ভিক্ষবশ্চাপি মিত্রাদিস্নেহসম্বন্ধযন্ত্রিতাঃ ॥ ২৬ ॥
অরক্ষিতারো হর্ত্তারঃ শুল্কব্যাজেন পার্থিবাঃ।
হারিণো জনবিত্তানাং সংপ্রাপ্তে তু কলৌ যুগে ॥২৭ ॥
যো যোঽশ্বরথনাগাঢ্যঃ স স রাজা ভবিষ্যতি।
যশ্চ যশ্চাবলঃ সর্ব্বঃ স স ভৃত্যঃ কলৌ যুগে ॥ ২৮ ॥
বৈশ্যাঃ কৃষিবাণিজ্যাদি সংত্যজ্য নিজকর্ম্ম যৎ।

রত থাকিবে ॥ ২৪ ॥ আচারহীন অথচ ব্রহ্মচারীর বেশ ধারণ-পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ-তনয়গণ বেদ অধ্যয়ন করিবে এবং গৃহস্থগণ হোমাদি করিবে না ও উচিত দানসমূহও প্রদান করিবে না ॥ ২৫ ॥ বনবাসিভিক্ষুকগণ গ্রাম্য আহার ও পরিগ্রহে রত হইয়া মিত্রাদিরসহিত স্নেহ-সূত্রে আবদ্ধ হইবে ॥ ২৬ ॥ কলি-যুগে রাজগণ প্রজাপালন করিবে না, অথচ বলপূর্ব্বক প্রজার বিত্ত হরণ করিবে ॥ ২৭ ॥ যাহার যাহার অশ্ব, রথ, হস্তী থাকিবে, সেই সেই ব্যক্তিই রাজা হইবে এবং যে যে ব্যক্তি হীনবল হইবে, তাহারা দাসত্ব-ভার বহন করিবে ॥ ২৮ ॥ বৈশ্যগণ কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতি স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম পরিত্যাগ

শূদ্রবৃত্ত্যা প্রবৎস্যন্তি কারুকর্ম্মোপজীবিনঃ ॥ ২৯ ॥
ভৈক্ষ্যব্রতাস্তথা শূদ্রা প্রব্রজ্যালিঙ্গিনোঽধমাঃ।
পাষণ্ডসংশ্রয়াং বৃত্তিমাশ্রয়িষ্যন্ত্যসংস্কৃতাঃ ॥ ৩০ ॥
দুর্ভিক্ষকরপীড়াভিরতীবোপহতা জনাঃ।
গবেধুককদন্নাদ্যান্ দেশান্ যাস্যন্তি দুঃখিতাঃ ॥ ৩১ ॥
বেদমার্গে প্রলীনে চ পাষণ্ডাঢ্যে ততো জনে।
অধর্ম্মবৃদ্ধ্যা লোকানাং স্বল্পমায়ুর্ভবিষ্যতি ॥ ৩২ ॥
অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যমানেষু বৈ তপঃ।

করিয়া শূদ্রবৃত্তি, শিল্প কর্ম্ম প্রভৃতির দ্বারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিবে ॥ ২৯ ॥ এবং অধম শূদ্রজাতি তাপসের বেশ ধারণ-পূর্ব্বক ভিক্ষাব্রতে ব্রতী হইবে। দ্বিজাতিগণ সংস্কার-বর্জ্জিত হইয়া, পাষণ্ড-সংশ্রিত বৃত্তিসমূহকে অবলম্বন করিবে ॥ ৩০॥ লোকসমূহ দুর্ভিক্ষ, রাজকর এবং ব্যাধিদ্বারা নিতান্ত পীড়িত হইয়া গবেধুক, কদন্ন প্রভৃতি দেশসমূহে আশ্রয় গ্রহণ করিবে। ৩১। তাহার পর বৈদিক ক্রিয়াকলাপ বিলুপ্ত হইয়া লোকসমূহ পাষণ্ডপ্রায় হইলে ক্রমশঃ অধর্ম্মের বৃদ্ধি নিবন্ধন জীবগণের পরমায়ু অল্প হইয়া আসিবে ॥ ৩২ ॥ সেই সময়ে তাপিত মনুষ্যগণ অশাস্ত্র-বিহিত তপস্যা করিবে,

নরেষু নৃপদোষেণ বালমৃত্যুর্ভবিষ্যতি ॥ ৩৩॥
ভবিত্রী যোষিতাং সূতিঃ পঞ্চ ষট্ সপ্তবার্ষিকী ।
নবাষ্টদশবর্ষ্যাণাং মনুষ্যাণাং তথা কলৌ ॥ ৩৪ ॥
পলিতোদ্ভবশ্চ ভবিতা তদা দ্বাদশবার্ষিকঃ ।
নাতিজীবতি বৈ কশ্চিৎ কলৌ বর্ষাণি বিংশতিম্ ॥৩৫॥
অল্পপ্রজ্ঞা বৃথালিঙ্গা দুষ্টান্তঃকরণাঃ কলৌ ।
যতস্ততো বিনশ্যন্তি কালেনাল্পেন মানবাঃ ॥ ৩৬ ॥
যদা যদা হি পাষণ্ডবৃদ্ধির্মৈত্রেয় লক্ষ্যতে ।

তাহাতে ও অধার্ম্মিক রাজার দোষে লোক-মধ্যে অকাল-মৃত্যু আরম্ভ হইবে ॥ ৩৩ ॥ কলিকালে অষ্টম, নবম এবং দশম বর্ষ-বয়স্ক পুরুষ -সহবাসেই, পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্তম-বর্ষীয়া বালিকারাই সন্তান প্রসব করিবে ॥ ৩৪ ॥ সেই সময়ে দ্বাদশ বর্ষ বয়সেই মনুষ্যগণ বৃদ্ধ হইয়া পড়িবে এবং বিংশতি বৎসরের অধিক কেহই জীবিত থাকিবে না ॥ ৩৫ ॥ কলিকালে লোকসমূহের প্রজ্ঞা অতি অল্প হইবে, তাহাদের ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তি অতিশয় কুৎসিত ও অন্তঃকরণ অতি অপবিত্র হইবে এবং তাহারা অতি অল্পকালেই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে ॥ ৩৬ ॥ হে মৈত্রেয় ! যে সময়ে পাষণ্ড ব্যক্তিগণের অত্যন্ত বৃদ্ধি

তদা তদা কলের্ব্বৃদ্ধিরনুমেয়া বিচক্ষণৈঃ ॥ ৩৭ ॥
যদা যদা সতাং হানির্বেদমার্গানুসারিণাম্।
প্রারম্ভাশ্চাবসীদন্তি যদা ধর্ম্মভৃতাং নৃণাম্।
তদানুমেয়ং প্রাধান্যং কলের্ম্মৈত্রেয় পণ্ডিতৈঃ ॥ ৩৮॥
যদা যদা ন যজ্ঞানামীশ্বরঃ পুরুষোত্তমঃ।
ইজ্যতে পুরুষৈর্যজ্ঞৈস্তদা জ্ঞেয়ং কলের্ব্বলম্ ॥ ৩৯ ॥
ন প্রীতির্ব্বেদবাদেষু পাষণ্ডেষু যদা রতিঃ।
কলির্বৃদ্ধিস্তদা প্রাজ্ঞৈরনুমেয়া দ্বিজোত্তম ॥ ৪০ ॥

পরিলক্ষিত হইবে. সেই সময়ে বিচক্ষণ জনগণ কলির অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে, ইহাই অনুমান করিবেন॥ ৩৭ ॥ হে মৈত্রেয়! যখন বেদ-মার্গানুসারী সৎপুরুষগণের হানি পরিলক্ষিত হইবে ও ধার্ম্মিকগণের কর্ম্মারম্ভ সমুদয় অবসন্ন হইয়া আসিবে, সেই সময়ে পণ্ডিতগণ কলির প্রাধান্য অনুমান করিবেন ॥ ৩৮ ॥ যে সময়ে পুরুষগণ সমস্ত যজ্ঞের অধীশ্বর পুরুষোত্তম ভগবান্ নারায়ণকে আর যজ্ঞের দ্বারা পূজা করিবে না, সেই সময়ে কলি অত্যন্ত বলবান্ হইয়াছে, ইহাই জানিবে ॥ ৩৯ ॥ যে সময়ে মনুষ্যগণের বেদবাক্যে প্রীতি থাকিবে না এবং পাষণ্ডগণের উপদেশে বিশ্বাস হইবে, সেই

কলৌ জগৎপতিং বিষ্ণুং সর্ব্বস্রষ্টারমীশ্বরম্‌।
নার্চয়িষ্যন্তি মৈত্রেয় পাষণ্ডোপহতা নরাঃ ॥ ৪১ ॥
কিং বেদৈঃ কিং দ্বিজৈর্দ্দেবৈঃ কিং শৌচেনাম্বুজন্মনা।
ইত্যেবং বিপ্র বক্ষ্যন্তি পাষণ্ডোপহতা নরাঃ ॥ ৪২ ॥
স্বল্পাম্বুবৃষ্টিঃ পর্জ্জন্যঃ শস্যং স্বল্পফলং তথা।
ফলং তথাল্পসারঞ্চ বিপ্র প্রাপ্তে কলৌ যুগে ॥ ৪৩ ॥
শাণপ্রায়াণি বস্ত্রাণি শমীপ্রায়া মহীরুহাঃ।

সময়ে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ কলির বৃদ্ধি অনুমান করিবেন ॥ ৪০ ॥ হে মৈত্রেয়! কলিকালে মনুষ্যগণ পাষণ্ডগণের উপদেশে মোহিত হইয়া সকলের স্রষ্টা জগৎপতি পরমেশ্বর বিষ্ণুকে অর্চ্চনা করিবে না ॥ ৪১ ॥ পাষণ্ডের উপদেশে মুগ্ধ হইয়া মনুষ্যগণ, "বেদের দ্বারা কি হইবে, ব্রাহ্মণগণের কি ক্ষমতা আছে, দেবগণ কি করিতে পারেন, জলাদি দ্বারা শৌচ করিলে কি হয়" ইত্যাদি নানা প্রকার প্রলাপ-বাক্য বলিবে ॥ ৪২ ॥ হে দ্বিজ! কলিকালে মেঘসমূহে অতি অল্প-মাত্র জল থাকিবে, কাজেই তাহা হইতে অতি অল্প পরি-মাণেই বৃষ্টি হইবে, শস্যসমূহে অল্প ফল প্রসব হইবে এবং ফলসমূহে অতি অল্প সার থাকিবে ॥ ৪৩ ॥ কলিকালে

শূদ্রপ্রায়াস্তথা বর্ণা ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে ॥ ৪৪ ॥
অণুপ্রায়াণি ধান্যানি আজপ্রায়ং তথা পয়ঃ।
ভবিষ্যতি কলৌ প্রাপ্তে উষীরঞ্চানুলেপনম্ ॥৪৫ ॥
শ্বশ্রুশ্বশুরভূয়িষ্ঠা গুরবশ্চ নৃণাং কলৌ।
শ্যালাদ্যা হারিভার্য্যাশ্চ সুহৃদো মুনিসত্তম ॥ ৪৬ ॥
কস্য মাতা পিতা কস্য যদা কর্ম্মাত্মকঃ পুমান্।
ইতি চোদাহরিষ্যন্তি শ্বশুরানুগতা নরাঃ ॥ ৪৭ ॥
বাঙ্মনঃকায়িকৈর্দ্দোষৈরভিভূতাঃ পুনঃ পুনঃ।

সমস্ত বস্ত্রই প্রায় শণের সূত্র দ্বারা নির্ম্মিত হইবে, সকল বৃক্ষই প্রায় শমীবৃক্ষের তুল্য হইবে এবং ব্রাহ্মণাদি সমস্ত বর্ণই শূদ্রপ্রায় হইয়া আসিবে॥ ৪৪ ॥ ধান্যসমূহ ক্রমশঃ ছোট হইয়া আসিবে, গো-সকল ছাগী-পরিমাণে দুগ্ধ দিবে এবং উষীর (খস্‌খস্) ই মনুষ্যগণের অনুলেপন হইবে ॥ ৪৫ ॥ কলিকালে শ্বশুর ও শাশুড়ীই মনুষ্যগণের প্রধান গুরু হইবে এবং শ্যালক ও যাহাদের স্ত্রী অতিশয় সুন্দরী, তাহারাই-বন্ধু হইবে॥ ৪৬॥ মনুষ্যগণ শ্বশুরের অনুগত হইয়া, "কাহার মাতা, কাহার পিতা, সকলেই আপন কর্ম্মানুসারে সৃষ্ট হইয়াছে," এই কথাই বলিবে॥ ৪৭ ॥ অল্পবুদ্ধি মনুষ্যগণ

নরাঃ পাপান্যনুদিনং করিষ্যন্ত্যল্পমেধসঃ ॥ ৪৮ ॥
নিঃসত্বানামশৌচানাং নিশ্রীকাণাং তথা নৃণাম্।
যদ্যদ্‌দুঃখায় তৎ সর্ব্বং কলিকালে ভবিষ্যতি ॥ ৪৯
নিঃস্বাধ্যায়বষট্‌কারে স্বধাস্বাহাবিবর্জ্জিতে।
তথা প্রবিরলো বিপ্র কচিল্লোকো নিবৎস্যতি ॥ ৫০
তথাল্পেনৈব যত্নেন পুণ্যস্কন্ধমনুত্তমম্।
করোতি যং কৃতযুগে ক্রিয়তে তপসা হি সঃ ॥ ৫১ ।
ইতি কলিমাহাত্ম্যে প্রথমাংশে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১

বাক্য, মন এবং কায়িক দোষসমূহ দ্বারা অভিভূত হইয়া পুনঃপুনঃ পাপেরই অনুষ্ঠান করিবে ॥ ৪৮ ॥ সত্বহীন, অশুচি এবং শ্রীভ্রষ্ট মনুষ্যগণের যাহা যাহা দুঃখের, সে সমস্ত কলিকালে হইবে ॥ ৪৯ ॥ সেই সময়ে লোকসমূহ স্বাধ্যায় ও বষট্‌কাররহিত এবং স্বধা ও স্বাহাবিবর্জ্জিত কীকটাদি কোন স্থানে নিবাস করিবে ॥৫০॥ কলির এই সমস্ত মহৎ দোষ থাকিলেও একটী পরম গুণ এই যে, সত্য কালে কঠোর তপস্যা দ্বারা যে পুণ্য অর্জ্জিত হয়, কলিতে অতি অল্প পরিশ্রম করিলেই মনুষ্য তাহা অর্জ্জন করিতে পারে ॥ ৫১ ॥

প্রথমাংশে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

ব্যাসশ্চাহ মহাবুদ্ধির্যদত্রৈব হি বস্তুনি।
তৎ শ্রূয়তাং মহাভাগ গদতো মম তত্ত্বতঃ ॥ ১ ॥
কস্মিন্ কালেঽল্পকো ধর্ম্মো দদাতি সুমহৎ ফলম্।
মুনীনামিত্যভূদ্বাদঃ কৈশ্চাসৌ ক্রিয়তে সুখম্ ॥ ২ ॥
সন্দেহনির্ণয়ার্থায় বেদব্যাসং মহামুনিম্।
যযুস্তে সংশয়ং প্রষ্টুং মৈত্রেয় মুনিপুঙ্গব ॥ ৩ ॥
দদৃশুস্তে মুনিং তত্র জাহ্নবীসলিলে দ্বিজা।
বেদব্যাসং মহাভাগমর্দ্ধস্নাতং মহামতিম্ ॥ ৪ ॥

পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! মহামতি ব্যাসদেব এই বিষয়ে যে সমস্ত তত্ত্ব কহিয়াছেন, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর॥ ১ ॥ কোন সময়ে মুনিগণের পরস্পর, "কোন্ কালে ধর্ম্ম স্বল্পমাত্র অনুষ্ঠিত হইয়াও মহৎ ফল প্রদান করে" এই বিষয় লইয়া তুমুল বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। হে মুনি-শ্রেষ্ঠ মৈত্রেয়! তাঁহারা সকলেই সংশয়িত হইয়া সন্দেহ ভঞ্জনের নিমিত্ত মহামুনি ব্যাসদেবের নিকট গমন করিয়াছিলেন॥ ৩ ॥ সেই মুনিগণ তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, মুনিবর মহামতি ব্যাসদেব অর্দ্ধস্নাত-অবস্থায় পবিত্র জাহ্নবী

স্নানাবসানং ততস্য প্রতীক্ষন্তো মহর্ষয়ঃ ।
তস্থুস্তটে মহানদ্যাস্তরুষণ্ডমুপাশ্রিতাঃ ॥ ৫ ॥
মগ্নোঽথ জাহ্নবীতোয়াদুত্থায়াহ সুতো মম ।
ব্যাসঃ সাধুঃ কলিঃ সাধুরিত্যেবং শৃণ্বতা ততঃ ॥ ৬ ॥
তেষাং মুনীনাং ভূয়শ্চ মঃ স্ক্ক্জ স নদীজলে ।
উত্থায় সাধু সাধ্বিতি শূদ্র ধন্যোঽসি চাব্রবীৎ ॥ ৭ ॥
স নিমগ্নঃ সমুত্থায় পুনঃ প্রাহ মহামুনিঃ ।
যোষিতঃ সাধ ধন্যাস্তাস্তাভ্যো ধন্যতরোঽস্তি কঃ ॥৮॥

সলিলে অবস্থান করিতেছেন ॥ ৪ ॥ সুতরাং মহর্ষিগণ তাঁহার স্নান সমাপ্তি পর্য্যন্ত জাহ্নবীতীরস্থ বৃক্ষসমূহের মূলে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥ পরে আমার পুত্র ব্যাসদেব স্নানানন্তর জাহ্নবীসল হইতে উত্থান করিয়া মুনিগণকে শুনাইয়া, কলি-"কালই সাধু, কলিকালই সাধু" এই বাক্য বলিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥ পুনরায় নদীজলে অবগাহনানন্তর উত্থান করিয়া "হে শূদ্র! তুমিই সাধু এবং তুমিই ধন্য," এই বাক্য বলিয়াছিলেন ॥ ৭ ॥ পরে আবার ব্যাসদেব স্নান করিয়া উত্থানপূর্ব্বক "হে স্ত্রীগণ! তোমরাই ধন্য, তোমরাই ধন্য, তোমাদের অধিক ধন্যতর এ জগেত আর কে আছে?" এই কথা বলিয়াছিলেন ॥ ৮ ।

ততঃ স্নাত্বা যথান্যায়মায়ান্তং কৃতসৎক্রিয়ম্ ।
উপতস্থুর্ম্মহাভাগং মুনয়স্তে সুতং মম ॥ ৯ ॥
কৃতসংবন্দনাংশ্চাহ কৃতাসনপরিগ্রহান্ ।
কিমর্থমাগতা যূয়মিতি সত্যবতীসুতঃ ॥ ১০ ॥
তমূচুঃ সংশয়ং প্রষ্টুং ভবন্তং বয়মাগতাঃ ।
অলং তেনাস্তু তাবন্নঃ কথ্যতামপরং ত্বয়া ॥ ১১ ॥
কলিঃ সাধ্বিতি যৎ প্রোক্তং শূদ্রঃ সাধ্বিতি যোষিতঃ ।

তৎপরে যথাবিধি স্নানপূর্ব্বক নিত্যক্রিয়া সমাপন করিয়া, ব্যাসদেব আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, সেই মুনিগণ তাঁহার নিকট আগমন করিলেন ॥ ৯ ॥ যথাবিধি অভিবাদনের অনন্তর মুনিগণ আসন পরিগ্রহ করিলে সত্যবতীসুত ব্যাস তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহর্ষিগণ! আপনারা কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন ? ॥ ১০ ॥ মুনিগণ বলিলেন, হে মহাভাগ! আমাদের কোন বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারই নির্ণয়ের জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি। কিন্তু তাহা এখন থাকুক, আপনি অন্য বিষয় আমা-

যদাহ ভগবান্ সাধু ধন্যাশ্চেতি পুনঃ পুনঃ ॥ ১২ ॥
তৎ সর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামো ন চেদ্গুহ্যং মহামুনে।
তৎ কথ্যতাং ততো হৃৎস্থং প্রক্ষ্যামস্ত্বাং প্রয়োজনম্ ১৩।
ইত্যুক্তো মুনিভির্ব্যাসঃ প্রহস্যেদমথাব্রবীৎ।
শ্রূয়তাং ভো মুনিশ্রেষ্ঠা যদুক্তং সাধু সাধ্বিতি ॥ ১৪ ॥

দিগকে বলুন ॥ ১১ ॥ আপনি স্নান করিতে করিতে বারম্বার বলিলেন যে, কলিই সাধু, শূদ্রও সাধু, এবং স্ত্রীগণও সাধু এবং অতি ধন্য ১২ ॥ হে মহামুনে! যদি এ বিষয়ের তত্ত্ব আমাদিগের নিকট প্রকাশ করিতে কোন বাধা না থাকে, তাহা হইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন্; কারণ এই বিষয় শুনিতে আমাদের সকলেরই অভিলাষ হইয়াছে, পরে আমাদিগের প্রয়োজনীয় বিষয় আপনাকে জিজ্ঞাসা করিব ॥ ১৩ ॥ মহর্ষি বেদব্যাস মুনিগণ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া, ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, হে মুনিপ্রবরগণ! আমার মুখ হইতে যে কলি সাধু, শূদ্র সাধু ইত্যাদি বাক্য শ্রবণ করিয়াছেন, তাহার তত্ত্ব আমি আপনাদিগকে কহিতেছি, শ্রবণ করুন্ ॥ ১৪ ॥

যৎকৃতে দশভির্বর্ষৈস্ত্রেতায়াং হায়নেন যৎ।
দ্বাপরে যচ্চ মাসেন অহোরাত্রেণ তৎ কলৌ ॥ ১৫ ॥
তপসো ব্রহ্মচর্য্যস্য জপাদেশ্চ ফলং দ্বিজাঃ।
প্রাপ্নোতি পুরুষস্তেন কলিঃ সাধ্বিতি ভাষিতম্ ॥১৬॥
ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবম্ ॥১৭॥
ধর্ম্মোৎকর্ষমতীবাত্র প্রাপ্নোতি পুরুষঃ কলৌ।

সত্যযুগে দশ বৎসর পরিশ্রম করিয়া, ত্রেতাযুগে এক বৎসর পরিশ্রম করিয়া এবং দ্বাপর যুগে একমাসকাল পরিশ্রম করিয়া তপস্যা বা ব্রহ্মচর্য্য অথবা জপাদির অনুষ্ঠান দ্বারা যে ফল হইয়া থাকে, হে দ্বিজগণ! কলিকালে মনুষ্য এক দিবারাত্রের পরিশ্রমেই সেই ফল লাভ করিয়া থাকে; এই নিমিত্তই কলিকে সাধু বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছি ॥ ১৫-১৬ ॥ সত্যযুগে বহুক্লেশসাধ্য ধ্যান-যোগ করিয়া ও ত্রেতাযুগে নানা-বিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া এবং দ্বাপর যুগে বহুতর অর্চ্চনাদি দ্বারা যে ফল লাভ হয়, কলিযুগে কেবল হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিয়াই মনুষ্য সেই ফল লাভ করিতে পারে ॥ ১৭ ॥ কলি-

অল্পায়াসেন ধর্ম্মজ্ঞাস্তেন তুষ্টোঽস্ম্যহং কলেঃ॥ ১৮
ব্রতচর্য্যাপরৈর্গ্রাহ্যো বেদঃ পূর্ব্বং দ্বিজাতিভিঃ।
ততঃ স্বধর্ম্মসম্প্রাপ্তৈর্যষ্টব্যং বিধিনাধ্বরৈঃ॥ ১৯॥
বৃথা কথা বৃথা ভোজ্যং বৃথেজ্যা চ দ্বিজন্মনাম্।
পতনায় তথা ভাব্যং তৈস্তুসংযমিভিঃ সদা॥ ২০॥
অসম্যক্করণে দোষস্তেষাং সর্ব্বেষু কর্ম্মসু।

যুগে মনুষ্য অতি অল্পমাত্র আয়াস স্বীকার করিয়াই বহুতর ধর্ম্ম অর্জ্জন করিতে পারে, হে ধর্ম্মজ্ঞ মহর্ষিগণ! আমি এই নিমিত্তই অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া কলিকে সাধু কীর্ত্তন করিয়াছি॥ ১৮॥ দ্বিজাতিগণ রীতিমত ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক বেদাধ্যয়নের অধিকারী হইয়া থাকেন, তৎপরে রীতিমত বেদাধ্যয়ন করিয়া তাঁহাদিগকে স্বীয় ধর্ম্ম পরিপালনের জন্য যথাবিধি বহুবিধ যজ্ঞেরও অনুষ্ঠান করিতে হয়॥ ১৯॥ এবং তাঁহারা অসংযত হইয়া যদি বৃথা কথা কিম্বা বৃথা ভোজ্য অথবা বৃথা যজ্ঞাদিতে কালক্ষেপ করেন, তাহা হইলেই স্বধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া থাকেন॥ ২০॥ যে কোন কর্ত্তব্য কর্ম্মের কোন অংশে ত্রুটি হইলে তাঁহারা

ভোজ্যপেয়াদিকঞ্চৈষাং নেচ্ছাপ্রাপ্তিকরং দ্বিজাঃ ॥২১॥
পারতন্ত্র্যং সমস্তেষু তেষাং কার্য্যেষু বৈ ততঃ।
জয়ন্তি তে নিজান্ লোকান্ ক্লেশেন মহতা দ্বিজাঃ॥২২॥
দ্বিজশুশ্রূষয়ৈবৈষ পাকযজ্ঞাধিকারবান্।
নিজান্ জয়তি বৈ লোকান্ শূদ্রো ধন্যতরস্ততঃ ॥ ২৩॥
ভক্ষ্যাভক্ষ্যেষু নাস্যাস্তি পেয়াপেয়েষু বৈ যতঃ।
নিয়মো মুনিশার্দ্দূলাস্তেনাসৌ সাধ্বিতীরিতম্ ॥ ২৪ ॥

পাপের ভাগী হন এবং তাঁহারা ইচ্ছানুরূপ ভোজ্য অথবা পানাদি কিছুই গ্রহণ করিতে পারেন না ॥ ২১ ॥ সমস্ত কার্য্যেই তাঁহাদিগকে পরাধীনের ন্যায় শাস্ত্রের অনুগামী হইয়া চলিতে হয়, ইহাতেও বহুতর ক্লেশ স্বীকার করিয়া, বহুতর ধর্ম্ম অর্জ্জন করিতে পারিলে, তবে তাঁহারা পরকালে সদ্গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ২২ ॥ কিন্তু কেবল দ্বিজাতিগণের সেবার দ্বারাই শূদ্র, পাকযজ্ঞের ফল পাইবার অধিকারী হয় ও অন্তিমে উৎকৃষ্ট-গতি প্রাপ্ত হয়, এই জন্যই শূদ্র-জাতিকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছি ॥ ২৩ ॥ এবং হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! যে হেতুক ইহাদের ভক্ষ্য বা অভক্ষ্য, পেয় বা অপেয় বিষয়ে কোন নিয়ম নাই,

স্বধর্ম্মস্যাবিরোধেন নরৈর্লব্ধং ধনং সদা।
প্রতিপাদনীয়ং পাত্রেষু যষ্টব্যঞ্চ যথাবিধি ॥ ২৫ ॥
তস্যার্জ্জনে মহাক্লেশঃ পালনে চ দ্বিজোত্তমাঃ।
তথা সদ্বিনিয়োগায় বিজ্ঞেয়ং গহনং নৃণাম্ ॥ ২৬ ॥
এভিরন্যৈস্তথাক্লেশৈঃ পুরুষা দ্বিজসত্তমাঃ।
নিজান্ জয়ন্তি বৈ লোকান্ প্রাজাপত্যাদিকান্ ক্রমাৎ॥২৭

কাজেই ইহারা তজ্জন্য কোন প্রকার পাপেরও ভাগী হয় না। এই জন্যই ইহাকে সাধু বলিয়াও কীর্ত্তন করিয়াছি ॥ ২৪ ॥ পুরুষগণ স্বধর্ম্মের অবিরোধে সর্ব্বদা ধন উপার্জ্জন করিবে এবং তাহা সৎপাত্রে অর্পণ করিবে ও তাহার দ্বারা যথা-বিধি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে, ইহাই শাস্ত্রের নিয়ম ॥ ২৫ ॥ হে দ্বিজোত্তমগণ! সেই অর্থের উপার্জ্জন ও তাহার রক্ষা ও তাহা সৎপাত্রে অর্পণ করিতে পুরুষগণকে মহাক্লেশ পাইতে হয় ॥ ২৬ ॥ এই সমস্ত ও অন্যান্য বহুবিধ ক্লেশ সহ্য করিয়া, স্বীয় ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারিলে, তবে পুরুষগণ ক্রমে প্রাজাপত্যাদি লোকসমূহে গমন করিতে সমর্থ হইয়া

যোষিৎ শুশ্রূষণং ভর্ত্তুঃ কর্ম্মণা মনসা গিরা।
কুর্ব্বতী সমবাপ্নোতি তৎসালোক্যং যতো দ্বিজাঃ ॥২৮॥
নাতিক্লেশেন মহতা তানেব পুরুষো যথা।
তৃতীয়ং ব্যাহৃতং তেন ময়া সাধ্বিতি যোষিতঃ ॥ ২৯ ॥
এতদ্‌বঃ কথিতং বিপ্রা যন্নিমিত্তমিহাগতাঃ।
তৎ পৃচ্ছধ্বং যথাকামং সর্ব্বং বক্ষ্যামি বঃ স্ফুটম্ ॥৩০॥

পরাশর উবাচ।

ততস্তে মুনয়ঃ প্রোচুর্যৎ প্রষ্টব্যং মহামুনে।
অন্যস্মিন্নেব তৎ পৃষ্টে যথাবৎ কথিতং ত্বয়া ॥ ৩১ ॥

থাকেন ॥ ২৭ ॥ কিন্তু হে দ্বিজগণ! স্ত্রীলোকেরা কায়মনোবাক্যে স্বামীর শুশ্রূষা করিয়াই বিনা ক্লেশে সেই সকল লোকে গমন করিতে পারে, এই নিমিত্তই আপনারা আমার মুখ হইতে স্ত্রীগণ সাধু, এই কথা শুনিতে পাইয়াছেন ॥ ২৮-২৯ ॥ হে বিপ্রগণ! এই ত আপনাদের নিকট সমস্ত প্রকাশ করিলাম, এক্ষণে আপনারা যে জন্য আমার নিকট আগমন করিয়াছেন, তাহা জিজ্ঞাসা করুন, আমি বিশদরূপে সে সমস্তের উত্তর প্রদান করিতেছি ॥৩০॥

পরাশর কহিলেন, তাহার পর সেই মহর্ষিগণ কহি-

ততঃ প্রহস্য তান্ প্রাহ কৃষ্ণদ্বৈপায়নো মুনিঃ।
বিস্ময়োৎফুল্লনয়নাংস্তাপসাংস্তানুপাগতান ॥ ৩২ ॥
সয়ৈষ ভবতাং প্রশ্নো জ্ঞাতো দিব্যেন চক্ষুষা।
ততো হি বঃ প্রসঙ্গেন সাধু সাধ্বিতি ভাষিতম্ ॥ ৩৩॥
স্বল্পেনৈব প্রযত্নেন ধর্ম্মঃ সিধ্যতি বৈ কলৌ।
নরৈরাত্মগুণাম্ভোভিঃ ক্ষালিতাখিলকিল্বিষৈঃ ॥ ৩৪ ॥
শূদ্রৈশ্চ দ্বিজশুশ্রূষাতৎপরৈর্মুনিসত্তমাঃ।

লেন, হে মহামুনে! আমরা যাহা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি, আপনি অন্য বিষয়ের কথাপ্রসঙ্গে আমাদের সেই বিষয়েরই সম্যক্‌রূপে উত্তর প্রদান করিয়াছেন ॥ ৩১ ॥ তৎপরে মহর্ষি দ্বৈপায়ন কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া বিস্ময়োৎফুল্ললোচন সমাগত তাপসগণকে কহিলেন ॥ ৩২ ॥ হে মহর্ষিগণ! আমি দিব্য জ্ঞান-বলে আপনাদিগের জিজ্ঞাসিত বিষয় অবগত হইয়া আপনাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কলি সাধু, শূদ্র সাধু ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলাম ॥ ৩৩ ॥ কলিকালে মানবগণ সদ্‌বৃত্তি অবলম্বন দ্বারা নিখিল পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া অতি অল্প প্রয়াসেই বহুতর ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিতে পারে ॥ ৩৪ ॥ হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! শূদ্রগণও অক্লে-

তথা স্ত্রীভিরনায়াসাৎ পতিশুশ্রূষয়ৈব হি ॥ ৩৫ ॥
অতস্ত্রিতয়মপ্যেতন্মম ধন্যতমং মতম্‌।
ধর্ম্মসংসাধনে ক্লেশো দ্বিজাতীনাং কৃতাদিষু ॥ ৩৬ ॥
ভবদ্ভির্যদভিপ্রেতং তদেতৎ কথিতং ময়া।
অপৃষ্টেনাপি ধর্ম্মজ্ঞাঃ কিমন্যৎ কথ্যতাং দ্বিজাঃ ॥ ৩৭॥
ততঃ সংপূজ্য তে ব্যাসং প্রশস্য চ পুনঃ পুনঃ।
যথাগতং দ্বিজা জগ্মুর্ব্যাসোক্তিক্ষতসংশয়াঃ ॥ ৩৮ ॥

শেই কেবল দ্বিজকুলের সেবাদ্বারাই এবং স্ত্রীলোকেরা অনায়াসে কেবল পতি-শুশ্রূষা দ্বারাই বহুতর ধর্ম্ম অর্জ্জন করিতে সমর্থ হয় ॥ ৩৫ ॥ এই নিমিত্তই এই তিন জনকেই আমি ধন্যতম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছি। দেখুন, সত্য প্রভৃতি যুগসমূহে ধর্ম্ম অর্জ্জন করিতে হইলে, কেবল দ্বিজাতিগণকেই বিশেষ ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥ হে দ্বিজগণ! আপনারা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই অপৃষ্ট হইয়াও আমি আপনাদের অভিপ্রেত বিষয় কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে আর কি কহিব, তাহা বলুন ॥ ৩৭ ॥ তাহার পর সেই মহর্ষিগণ মহামতি ব্যাসদেবকে বারংবার যথাবিধি

ভবতোঽপি মহাভাগ রহস্যং কথিতং ময়া ।
অত্যন্তদুষ্টস্য কলেরয়মেকো মহান্ গুণঃ ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ ॥ ৩৯ ॥
ইতি কলিমাহাত্ম্যে প্রথমাংশে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

পূজা ও বহুতর প্রশংসা করিয়া, ব্যাসের বাক্যে সম্পূর্ণরূপে আপন আপন সংশয় অপনোদন করিয়া, যে স্থল হইতে আগমন করিয়াছিলেন, তথায় প্রস্থান করিলেন ॥ ৩৮ ॥

হে মৈত্রেয় ! অত্যন্ত দুষ্ট কলির এই একটী মহদ্গুণ যে, এই কালে মনুষ্যগণ কেবল হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিলেই পরম-পদকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥

প্রথমাংশ সম্পূর্ণ ।

ইতি বিষ্ণুপুরাণোক্ত কলিমাহাত্ম্য সমাপ্ত ।

দ্বিতীয়াংশঃ

প্রথমোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীশুক উবাচ ।

ততশ্চানুদিনং ধর্ম্মঃ সত্যং শৌচং ক্ষমা দয়া ।
কালেন বলিনা রাজন্ নঙ্ক্ষ্যত্যায়ুর্বলং স্মৃতিঃ ॥ ১ ॥
বিত্তমেব কলৌ নৄণাং জন্মাচারগুণোদয়ঃ ।
ধর্ম্মন্যায়ব্যবস্থায়াং কারণং বলমেব হি ॥ ২ ॥
দাম্পত্যেঽভিরুচির্হেতুর্মায়ৈব ব্যবহারিকে ।
স্ত্রীত্বে পুংস্ত্বে চ হি রতির্বিপ্রত্বে সূত্রমেব হি ॥ ৩ ॥

শুকদেব কহিলেন, রাজন্! বলবান্ কালবশে ধর্ম্ম, সত্য, পবিত্রতা, ক্ষমা, দয়া, আয়ু, বল ও স্মৃতি নষ্ট হইতে থাকিবে। ১। কলিতে ধনই মানবসমূহের জন্ম, আচার ও গুণ প্রভৃতির নির্দ্ধারণ এবং বলই ধর্ম্ম ও ন্যায় নিরূপণের মূলীভূত হেতু হইবে। ২। দাম্পত্যে কুলগোত্র-বিচার থাকিবে না;—তাহাতে কেবল মনোরথ: ক্রয়-বিক্রয় বিষয়ে ছলনা; স্ত্রী ও পুরুষে রতি, এবং ব্রাহ্মণত্বসম্বন্ধে যজ্ঞসূত্রই শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপাদক

লিঙ্গমেবাশ্রমখ্যাতাবন্যোন্যাপত্তিকারণম্‌।
অবৃত্ত্যা ন্যায়দৌর্ব্বল্যং পাণ্ডিত্যে চাপলং বচঃ ॥ ৪
অনাঢ্যতৈবাসাধুত্বে সাধুত্বে দম্ভ এব তু।
স্বীকার এব চোদ্বাহে স্নানমেব প্রসাধনম্‌ ॥ ৫ ॥
দূরে বার্য্যয়ণং তীর্থং লাবণ্যং কেশধারণম্‌।
উদরম্ভরতা স্বার্থঃ সত্যত্বে ধার্ষ্ট্যমেব হি।
দাক্ষ্যং কুটুম্বভরণং যশোঽর্থে ধর্ম্মসেবনম্‌ ॥ ৬ ॥
এবং প্রজাভির্দুষ্টাভিরাকীর্ণে ক্ষিতিমণ্ডলে।

হইবে। ৩। দণ্ড ও অজিনাদি ধারণই আশ্রমজ্ঞান এবং এক আশ্রম হইতে অন্য আশ্রম গ্রহণ সম্বন্ধে কারণ হইবে। অর্থ-হীনতায় পরাজয় হইবে। বহু-কথনই পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক হইবে। ধনহীনতা অসাধুতার লক্ষণ; গর্ব্বই সাধুতার চিহ্ন, এবং স্বীকার করাই কেবল বিবাহের হেতু; স্নানমাত্র দেহ-শুচি-সম্বন্ধে অঙ্গ পরিষ্কারের কারণ হইবে। ৪-৫। দূরবর্ত্তী জলাশয়ই তীর্থ; কেশধারণ লাবণ্য; এবং উদরম্ভিতা পুরুষার্থ হইবে। বাচালতাই সত্যতা-প্রতিপাদক হইবে। কুটুম্বভরণ দক্ষতা দেখা-ইবার জন্য, এবং ধর্ম্মকার্য্য যশোলাভের নিমিত্ত হইবে। ৬। পৃথিবী এইরূপ দুষ্ট-প্রজাকীর্ণ হইলে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, ক্ষত্রিয়

ব্রহ্মবিট্‌ক্ষত্রশূদ্রাণাং যো বলী ভবিতা নৃপঃ ॥ ৭ ॥
প্রজা হি লুব্ধৈ রাজন্যৈর্নিঘৃণৈর্দস্যুধর্ম্মভিঃ।
আচ্ছিন্নদারদ্রবিণা যাস্যন্তি গিরিকাননম্ ॥ ৮ ॥
শাকমূলামিষক্ষৌদ্রফলপুষ্পাষ্ঠিভোজনাঃ।
অনাবৃষ্ট্যা বিনঙ্ক্ষ্যন্তি দুর্ভিক্ষকরপীড়িতাঃ ॥ ৯ ॥
শীতবাতাতপপ্রাবৃড়্‌হিমৈরন্যোন্যতঃ প্রজাঃ।
ক্ষুত্তৃড়্‌ভ্যাং ব্যাধিভিশ্চৈব সন্তপ্স্যন্তে চ চিন্তয়া ॥১০॥
ত্রিংশদ্বিংশতিবর্ষাণি পরমায়ুঃ কলৌ নৃণাম্ ॥ ১১ ॥

ও শূদ্রদিগের মধ্যে যিনি বলবান্, তিনিই রাজা হইবেন। ৭। লুব্ধ, নির্দ্দয়, দস্যুর ন্যায় আচরণকারী রাজারা স্ত্রী ও ধন হরণ করিবে, সুতরাং প্রজা-সমূহকে গিরিকাননে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। ৮। তাহাদিগকে শাক, মূল, আমিষ, মধু, ফল, পুষ্প, অষ্ঠিদ্বারা প্রাণ ধারণ করিতে হইবে এবং অনাবৃষ্টি-নিবন্ধন দুর্ভিক্ষে পীড়িত হইয়া অনেকেরই নাশ হইবে। ৯। শীত, বাত, রৌদ্র, বর্ষা ও হিমে; পরস্পর বিবাদে; এবং ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ব্যাধিসমূহে, এবং চিন্তাদহনে সকলকে সাতিশয় প্রপীড়িত হইতে হইবে। ১০। মনুষ্যদিগের পরমায়ু পঞ্চাশৎ

ক্ষীয়মাণেষু দেহেষু দেহিনাং কলিদোষতঃ।
বর্ণাশ্রমবতাং ধর্ম্মে নষ্টে বেদপথে নৃণাম্॥ ১২॥
পাষণ্ডপ্রচুরে ধর্ম্মে দস্যুপ্রায়েষু রাজসু।
চৌর্য্যানৃতবৃথা হিংসানানাবৃত্তিষু বৈ নৃষু॥ ১৩॥
শূদ্রপ্রায়েষু বর্ণেষু ছাগপ্রায়াসু ধেনুষু।
গৃহপ্রায়েষ্বাশ্রমেষু যৌনপ্রায়েষু বন্ধুষু॥ ১৪॥
অণুপ্রায়াস্বোষধীষু শমী প্রায়েষু স্থাস্নুষু।
বিদ্যুৎপ্রায়েষু মেঘেষু শূন্যপ্রায়েষু সদ্মসু॥ ১৫॥
ইত্থং কলৌ গতপ্রায়ে জনেষু খরধর্ম্মিষু।
ধর্ম্মত্রাণায় সত্ত্বেনভগবানবতরিষ্যতি॥ ১৬॥

বৎসর মাত্র। ১১। যখন শরীরীর শরীর সকল ক্ষীণ হইতে আরম্ভ হইবে; মনুষ্যদিগের মধ্যে বর্ণাশ্রমশালীদিগের বেদপথ নাশ পাইবে, ধর্ম্ম পাষণ্ড বহুল হইবে ; রাজগণ দস্যুতুল্য হইবে; মনুষ্যগণের ব্যবহার চৌর্য্য, মিথ্যা, ও বৃথা হিংসা প্রভৃতি বিবিধপ্রকার হইবে; বর্ণ সকল শূদ্র সমান হইবে; ধেনু সকল ছাগসম হইবে; আশ্রম সকল গৃহের ন্যায় হইবে; বিবাহসম্বন্ধে সম্বন্ধীরাই আত্মবন্ধু হইবে; ওষধি সকল গুণহীন হইবে; মেঘসমূহ বিদ্যুৎ-ভূয়িষ্ঠ হইবে এবং গৃহসকল শূন্য

চরাচরগুরোর্বিষ্ণোরীশ্বরস্যাখিলাত্মনঃ।
ধর্ম্মত্রাণায় সাধূনাং জন্ম-কর্ম্মাপনুত্তয়ে ॥ ১৭ ॥
শম্ভলগ্রামমুখ্যস্থ ব্রাহ্মণস্য মহাত্মনঃ।
ভবনে বিষ্ণুযশসঃ কল্কিঃ প্রাদুর্ভবিষ্যতি ॥ ১৮ ॥
অশ্বমাশুগমারুহ্য দেবদত্তং জগৎপতিঃ।
অসিনাঽসাধুদমনমষ্টৈশ্বর্য্যগুণান্বিতঃ ॥ ১৯ ॥
বিচরন্নাশুনা ক্ষৌণ্যাং হয়েনাপ্রতিমদ্যুতিঃ।
নৃপলিঙ্গচ্ছদো দস্যূন্ কোটিশো নিহনিষ্যতি ॥ ২০ ॥

হইবে;—এই প্রকারে কলি প্রায় যখন শেষ হইবে; এবং লোকসমূহ গর্দ্দভের মত আচরণ করিতে আরম্ভ করিবে; তখন ধর্ম্মের উদ্ধারার্থ ভগবান্ সত্ত্বগুণ অবলম্বন করিয়া অবতীর্ণ হইবেন। ১২-১৬। অখিলাত্মা, চরাচরগুরু, ঈশ্বর বিষ্ণু জন্মগ্রহণ করিবেন। সাধুদিগের ধর্ম্ম পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত সম্ভল গ্রামে মহাত্মা বিপ্রপ্রধান বিষ্ণুযশার ভবনে কল্কি প্রাদুর্ভূত হইবেন। ১৭-১৮। অষ্ট-ঐশ্বর্য্যগুণশালী অসাধুশাসন, অতুলনীয়প্রভ জগৎপতি শীঘ্রগামী দেবদত্ত তুরঙ্গে আরোহণ করিয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিবেন এবং রাজচিহ্নধারী কোটি কোটি

অথ তেষাং ভবিষ্যন্তি মনাংসি বিশদানি বৈ।
বাসুদেবাঙ্গরাগাতিপুণ্যগন্ধানিলস্পৃশাম্।
পৌরজানপদানাং বৈ হতেষখিলদস্যুষু॥ ২১॥
তেষাং প্রজাবিসর্গশ্চ স্থবিষ্ঠঃ সংভবিষ্যতি।
বাসুদেবে ভগবতি সত্ত্বমূর্ত্তৌ হৃদি স্থিতে॥ ২২॥
যদাবতীর্ণো ভগবান্ কল্কির্ধর্ম্মপতির্হরিঃ।
কৃতং ভবিষ্যতি তদা প্রজাসূতিশ্চ সাত্ত্বিকী॥ ২৩॥
যদা চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ তথা তিষ্যবৃহস্পতী।
একরাশৌ সমেষ্যন্তি ভবিষ্যতি তদা কৃতম্॥ ২৪॥

দস্যুদিকে খড়্গাঘাতে বিনাশ করিবেন। ১৯-২০। এইরূপে দস্যু-দল নিহত হইলে পর বাসুদেবের অঙ্গরাগ-গন্ধদ্রব্যে বিপুল-সুরভিভূত অনিল স্পর্শে পুরজনপদবাসিসমূহের মন সকল পবিত্র হইবে। ২১। সত্ত্বমূর্ত্ত ভগবান্ বাসুদেব তাহাদের হৃদয়স্থ হইলে, তাহারা বহুসন্ততি লাভ করিবে। ২২। ধর্ম্মরাজ ভগবান্ কল্কি অবতীর্ণ হইলে সত্যযুগ আরম্ভ হইবে। তখন সকল প্রজা সাত্ত্বিক হইবে। ২৩। যখন সোম সূর্য্য এবং পুষ্য-বৃহস্পতি এক রাশিতে সম্মিলিত হইবেন, তখনই সত্য যুগের আরম্ভ। ২৪।

যেঽতীতা বর্ত্তমানা যে ভবিষ্যন্তি চ পার্থিবাঃ।
তে ত উদ্দেশতঃ প্রোক্তা বংশীয়াঃ সোমসূর্য্যয়োঃ॥২৫॥
আরভ্য ভবতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্বর্ষসহস্রন্তু শতং পঞ্চদশোত্তরম্॥ ২৬॥
সপ্তর্ষীণান্তু যৌ পূর্ব্বৌ দৃশ্যতে উদিতৌ দিবি।
তয়োস্তু মধ্যে নক্ষত্রং দৃশ্যতে যৎ সমং নিশি॥ ২৭॥
তেনৈব ঋষয়ো যুক্তাস্তিষ্ঠন্ত্যব্দশতং নৃণাম্।
তে ত্বদীয়ে দ্বিজাঃ কালে অধুনা চাশ্রিতা মঘাঃ॥২৮॥

চন্দ্র ও সূর্য্য-বংশী-ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ রাজাদিগের বৃত্তান্ত তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। ২৫। তোমার জন্ম অবধি নন্দের অভিষেক-কাল পর্য্যন্ত এই এক সহস্র এক শত পঞ্চ-দশ বৎসর। ২৬। সপ্তর্ষিগণের মধ্যে গগনমণ্ডলের উদয়কালে যে দুই ঋষিকে প্রথমে উঠিতে দেখা যায়, সেই দুই ঋষির মধ্যে আবার নিশাকালে অশ্বিনী প্রভৃতির মধ্যে যে নক্ষত্রকে সম-দেশে অবস্থিত দেখ, ঋষিগণ তদ্‌যুক্ত হইয়া মনুষ্যদিগের পরিমাণে এক শত বৎসর অবস্থিতি করেন। তোমার সময়ে এখন সেই ঋষিরা মঘাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন। ২৭-২৮।

বিষ্ণোর্ভগবতো ভানুঃ কৃষ্ণাখ্যোঽসৌ দিবং গতঃ।
তদাবিশৎ কলির্লোকং পাপে যদ্রমতে জনঃ ॥ ২৯ ॥
যাবৎ স পাদপদ্মাভ্যাং স্পৃশন্নাস্তে রমাপতিঃ।
তাবৎ কলির্বৈ পৃথিবীং পরাক্রন্তুং ন চাশকৎ ॥ ৩০ ॥
যদা দেবর্ষয়ঃ সপ্ত মঘাসু বিচরন্তি হি।
তদা প্রবৃত্তস্তু কলির্দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ ॥ ৩১ ॥
যদা মঘাভ্যো যাস্যন্তি পূর্ব্বাষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ।
তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলির্বৃদ্ধিং গমিষ্যতি ॥ ৩২ ॥
যস্মিন্ কৃষ্ণো দিবং যাতস্তস্মিন্নেব তদাঽহনি।

ভগবান্ বিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণের দেহ যখন স্বর্গে গিয়াছেন, তখনই কলিযুগারম্ভ হইয়াছে। ইহাতে লোক পাপরত হইয়া থাকে।২৯। যতক্ষণ রমাপতি চরণকমলদ্বয়ে পৃথিবী স্পর্শ করিয়াছিলেন, ততক্ষণ কলি পৃথিবীতে বিক্রম প্রকাশ করিতে পারে নাই।৩০। যখন সপ্ত-দেবর্ষি মঘা-আশ্রয় করেন, তখন দ্বাদশশতবর্ষাত্মক কলি প্রবেশ করেন। ৩১। যখন মহর্ষিগণ মঘা হইতে পূর্ব্বষাঢ়াতে গমন করিবেন, তখন নন্দের রাজ্যকাল অবধি কলির বিক্রম বাড়িতে থাকিবে। ৩২। যেদিনে শ্রীকৃষ্ণ স্বর্গে গিয়াছেন, সেই

প্রতিপন্নং কলিযুগমিতি প্রাহুঃ পুরাবিদঃ ॥৩৩॥
দিব্যাব্দানাং সহস্রান্তে চতুর্থে তু পুনঃ কৃতম্‌।
ভবিষ্যতি তদা নৃণাং মন আত্মপ্রকাশকম্‌ ॥৩৪॥
ইত্যেব মানবো বংশো যথা সংখ্যায়তে ভুবি।
তথা বিট্‌শূদ্রবিপ্রাণাং তাস্তা জ্ঞেয়া যুগে যুগে ॥৩৫॥
এতেষাং নামলিঙ্গানাং পুরুষাণাং মহাত্মনাম্‌।
কথামাত্রাবশিষ্টানাং কীর্ত্তিরেব স্থিতা ভুবি ॥৩৬॥
দেবাপিঃ শান্তনোর্ভ্রাতা মরুশ্চেক্ষ্বাকুবংশজঃ।

দিনেই তখনিই কলিযুগ দেখা দিয়াছে। পূর্ব্ব-পণ্ডিতেরা ইহা বলিয়া থাকেন। ৩৩। দিব্য সহস্র বৎসর পরিমাণ চতুর্থ কলি যুগ অতীত হইলে, পুনর্ব্বার সত্য যুগ আসিবে। তখন মনুষ্যদিগের মন আত্ম-প্রকাশ হইবে। ৩৪। এই সকল ক্ষত্রিয় মানব-বংশের ভূমণ্ডলে বর্ত্তমানকাল যেমন সংখ্যাত হইল, সেইরূপ যুগে যুগে পৃথিবীতে বৈশ্য, ও শূদ্র ও ব্রাহ্মণদিগের সেই সেই অবস্থাও সেইরূপ সংখ্যাত হয়। ৩৫। এক্ষণে মহাপুরুষদিগের নামই জ্ঞাপক এবং ইহাঁরা বাক্যমাত্রেই পর্য্যবসিত; ইহাঁদিগের কেবল কীর্ত্তিই পৃথিবীতে অবশিষ্ট রহিয়াছে। ৩৬। হে রাজ!

কলাপগ্রাম আসাতে মহাযোগবলান্বিতৌ ॥৩৭॥
তাবিহেত্য কলেরন্তে বাসুদেবানুশিক্ষিতৌ।
বর্ণাশ্রমযুতং ধর্ম্মং পূর্ব্ববৎ প্রথয়িষ্যতঃ ॥৩৮॥
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চেতি চতুর্যুগম্।
অনেন ক্রমযোগেন ভুবি প্রাণিষু বর্ত্ততে ॥৩৯॥
রাজন্নেতে ময়া প্রোক্তা নরদেবাস্তথাঽপরে।
ভূমৌ মমত্বং কৃত্বান্তে হিত্বেমাং নিধনং গতাঃ ॥ ৪০ ॥
কৃমিবিড়্ ভস্মসংজ্ঞান্তে রাজনাম্নোঽপি যস্য চ।
ভূতধ্রুক্ তৎকৃতে স্বার্থং কিং বেদ নিরয়ো যতঃ ॥ ৪১॥

শান্তনুর ভ্রাতা দেবাপি এবং ইক্ষ্বাকু-বংশজাত মরু মহাযোগবলে বলীয়ান্ হইয়া কলাপগ্রামে অবস্থিতি করিবেন।৩৭। ইঁহারা উভয়ে বাসুদেব কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া পূর্ব্ববৎ বর্ণাশ্রমসমন্বিত ধর্ম্ম বিস্তার করিবেন। ৩৮। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি; এই প্রকার ক্রমবিধানে প্রাণিগণে প্রবর্ত্তিত হয়।৩৯। রাজন্! আমি যে চতুর্ব্বর্ণ বংশীয়দিগের কথা বলিলাম, তাঁহারা এবং আর আর নরপতিগণ পৃথিবীতে মমতা বন্ধন করিয়া শেষে ইহা পরিত্যাগপূর্ব্বক নিধন প্রাপ্ত হইয়াছেন।৪০। যিনি রাজা, অন্তে তাঁহাকে কৃমি, বিষ্ঠা ও ভস্ম নাম লইতে হইবে। এই দেহের

কথং সেয়মখণ্ডা ভূঃ পূর্ব্বৈর্মে পুরুষৈর্ধৃতা।
মৎপুত্রস্য চ পৌত্রস্য মৎপূর্ব্বা বংশজস্য বা ॥ ৪২ ॥
তেজোঽবন্নময়ং কায়ং গৃহীত্বাত্মতয়াঽবুধাঃ।
মহীং মমতয়া চোভৌ হিত্বান্তেঽদর্শনং গতাঃ ॥ ৪৩ ॥
যে যে ভূপতয়ো রাজন্ ভুঞ্জতে ভুবমোজসা।
কালেন তে কৃতাঃ সর্ব্বে কথামাত্রাঃ কথাসু চ ॥ ৪৪ ॥

জন্য যিনি প্রাণি-হিংসক, তিনি স্বার্থ জানেন না। প্রাণিহিংসা হইতেই নরক লাভ হয়।৪১। "আমার পূর্ব্বপুরুষেরা যাহা ভোগ করিয়াছিলেন, আমি এক্ষণে তাহা ভোগ করিতেছি;—আমার সেই পূর্ব্ব-ভুক্ত বস্তু কি প্রকারে আমার পুত্রের, পৌত্রের বা বংশজাতের হইবে?" রাজগণ এইরূপে পৃথিবীতে মমতা বন্ধন করেন। ৪২। অন্ন-জল-ময় দেহকে আত্মস্বরূপ এবং পৃথিবীকে আপন বলিয়া গ্রহণ করিয়া অজ্ঞলোক অবশেষে উভয়ই পরিত্যাগপূর্ব্বক অদৃশ্য হইয়াছে।৪৩। রাজন্! যে যে নরপতি সবিক্রমে পৃথিবী ভোগ করিতেছেন, কালে তাঁহারা কেবল কথায় পর্য্যবসিত হইয়াছেন। ৪৪।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

শ্রীশুক উবাচ।

কলৌ তু ধর্ম্মপাদানাং তুর্য্যাংশোঽধর্ম্মহেতুভিঃ।
এধমানৈঃ ক্ষীয়মাণো হ্যন্তে সোঽপি বিনঙ্ক্ষ্যতি ॥ ১ ॥
তস্মিন্ লুব্ধা দুরাচারা নির্দ্দয়াঃ শুষ্কবৈরিণঃ।
দুর্ভগা ভূরিতর্ষাশ্চ শূদ্রদাশোত্তরাঃ প্রজাঃ ॥ ২ ॥
যদা মায়ানৃতং তন্দ্রা নিদ্রা হিংসা বিষাদনম্।
শোকমোহৌ ভয়ং দৈন্যং স কলিস্তামসঃ স্মৃতঃ ॥ ৩ ॥

শুক কহিলেন, কলিতে ধর্ম্মের পাদসমূহের মধ্যে একটী বাকি থাকে। অধর্ম্মহেতু বৃদ্ধি পাওয়াতে তদ্দ্বারা ক্ষীণীকৃত হইয়া অবশেষে ঐ পাদটীও নষ্ট হইয়া যায়।১। তখন শূদ্র ও কৈবর্ত্তাদি অধিক। ইহারা লুব্ধ, দুরাচার, দয়াহীন, অনর্থক বিবাদকারী, হতভাগ্য ও সাতিশয়-স্পৃহাশীল হয়।২। যখন ছল, মিথ্যা, আলস্য, নিদ্রা, হিংসা, দুঃখ, শোক, মোহ, ভয় ও দৈন্য দেখিবে, তখনই বুঝিবে তমঃপ্রধান কলি।৩। তাহার প্রভাবে,

যস্মাৎ ক্ষুদ্রদৃশো মর্ত্ত্যাঃ ক্ষুদ্রভাগ্যা মহাশনাঃ।
কামিনো বিত্তহীনাশ্চ স্বৈরিণ্যশ্চ স্ত্রিয়োঽসতীঃ॥ ৪॥
দস্যূৎকৃষ্টা জনপদা বেদাঃ পাষণ্ডদূষিতাঃ।
রাজানশ্চ প্রজাভক্ষাঃ শিশ্নোদরপরা দ্বিজাঃ॥ ৫॥
অব্রতা বটবোঽশৌচা ভিক্ষবশ্চ কুটুম্বিনঃ।
তপস্বিনো গ্রামবাসা ন্যাসিনোঽত্যর্থলোলুপাঃ॥ ৬॥
হ্রস্বকায়া মহাহারা ভূর্য্যপত্যা গতহ্রিয়ঃ।
শশ্বৎকটুকভাষিণ্যশ্চৌর্য্যমায়োরুসাহসাঃ॥ ৭॥

মানুষের নীচ দৃষ্টি, অল্প ভাগ্য, অধিক আহার, কাম ও ধনহীনত জন্মে এবং স্ত্রীসকল অসতী হয়।৪। নগরসকল দস্যুদলে পরিপূর্ণ এবং পাষণ্ডগণে কলঙ্কিত হয়। রাজারা প্রজাদিগের শোণিত শোষণ করেন। ব্রাহ্মণেরা শিশ্ন ও উদর চরিতার্থ করিতেই ব্যস্ত থাকে।৫। ব্রহ্মচারীর শৌচ থাকিবে না;—পরিবারীসকল ভিক্ষুক হইবে। তপস্বীসকল গ্রামবাসী এবং সন্ন্যাসী সকল লুব্ধাশয় হইবে।৬। রমণীগণ খর্ব্বাকার হইবে, অধিক ভোজন করিবে, বহুপুত্র প্রসব করিবে; কটু কথা কহিবে; চৌর্য্য-ছল যথেষ্ট-সাহসবতী হইবে; লজ্জা থাকিবে না।৭। নীচা-

পণয়িষ্যন্তি বৈ ক্ষুদ্রাঃ কিরাটাঃ কূটকারিণঃ।
অনাপদ্যপি মংস্যন্তে বার্ত্তাং সাধু জুগুপ্সিতাম্॥ ৮ ॥
পতিং ত্যক্ষ্যন্তি নির্দ্রব্যং ভৃত্যা অপ্যখিলোত্তমম্।
ভৃত্যং বিপন্নং পতয়ঃ কৌলং গাশ্চাপয়স্বিনীঃ ॥ ৯ ॥
পিতৃভ্রাতৃসুহৃজ্জ্ঞাতীন্ হিত্বা সৌরতসৌহৃদাঃ।
ননান্দৃ শ্যালসংবাদা দীনাঃ স্ত্রৈণাঃ কলৌ নরাঃ ॥ ১০॥
শূদ্রাঃ প্রতিগ্রহীষ্যন্তি তপোবেশোপজীবিনঃ।
ধর্ম্মং বক্ষ্যন্ত্যধর্ম্মজ্ঞা অধিরুহ্যোত্তমাসনম্॥ ১১ ॥

শয় প্রবঞ্চক বণিকসমূহ ক্রয়বিক্রয় করিবে ; লোকেরা বিপদে না পড়িলেও নিন্দিত জীবিকাকে উত্তম বলিয়া মানিবে। ৮। স্বামী সর্ব্বোত্তম হইয়াও নির্ধন হইলে, ভৃত্যেরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবে। প্রভু বিপদাপন্ন, কুলক্রমনিরত ভৃত্যকে এবং দুগ্ধহীনা গাভীকে ত্যাগ করিবে।৯। কলিতে মনুষ্যের স্ত্রৈণ্য ও দীনতা বাড়িবে এবং তাহাদিগের সৌহার্দ্দ সুরত-মূলক হইবে। যে কিছু মন্ত্রণা স্ত্রী ও ভ্রাতার ভগিনীর সহিত।১০। শূদ্রেরা তপোবেশধারী হইয়া প্রতিগ্রাহী হইবে। ধর্ম্মানভিজ্ঞ ব্যক্তিরা উত্তম ব্যক্তির আসন গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মকথা বলিতে থাকিবে। ১১।

নিত্যমুদ্বিগ্নমনসো দুর্ভিক্ষকরকর্শিতাঃ।
নিরন্নে ভূতলে রাজন্ অনাবৃষ্টিভয়াতুরাঃ ॥ ১২ ॥
বাসোঽন্নপানশয়নব্যবায়স্নানভূষণৈঃ।
হীনাঃ পিশাচসন্দর্শা ভবিষ্যন্তি কলৌ প্রজাঃ ॥ ১৩ ॥
কলৌ কাকিণিকেঽপ্যর্থে বিগৃহ্য ত্যক্তসৌহৃদাঃ।
ত্যক্ষ্যন্তি চ প্রিয়ান্ প্রাণান্ হনিষ্যন্তি স্বকানপি ॥১৪॥
ন রক্ষিষ্যন্তি মনুজাঃ স্থবিরৌ পিতরাবপি।
পুত্রান্ ভার্য্যাঞ্চ কুলজাং ক্ষুদ্রাঃ শিশ্নোদরম্ভরাঃ ॥ ১৫ ॥

রাজন্! কলিতে অন্নহীন প্রজাদিগের মন নিত্য উদ্বিগ্ন থাকিবে। তাহারা দুর্ভিক্ষে কষ্ট পাইবে। সকলে অনাবৃষ্টির ভয়ে কাতর হইবে।১২। তাহাদিগের বস্ত্র অন্ন-পান-শয্যা-ব্যবহার স্নান ভূষণ হীন হইয়া পিশাচাকার ধারণ করিবে।১৩। বিংশতি কপর্দ্দমাত্র অর্থের জন্য বিবাদ করিয়া সৌহার্দ্দ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রিয়প্রাণ এবং আত্মীয়দিগকেও নাশ করিবে।১৪। মানুষ নীচপ্রবৃত্তি এবং শিশ্ন ও উদর-পরায়ণণ হইয়া বৃদ্ধ পিতা মাতা পুত্র এবং সৎকুলজাতা পত্নীকেও ভরণ করিবে না।১৫। রাজন্! ত্রিলোক-নাথেরা যাঁহারা চরণকমলে প্রণত কলিতে অধিক মনুষ্য

কলৌ ন রাজন্ জগতাং পরং গুরুং
ত্রিলোকনাথানতপাদপঙ্কজম্।
প্রায়েণ মর্ত্ত্যা ভগবন্তমচ্যুতং
যক্ষ্যন্তি পাষণ্ডবিভিন্নচেতসঃ ॥ ১৬ ॥
যন্নামধেয়ং ম্রিয়মাণ আতুরঃ
পতন্ স্খলন্ বা বিবশো গৃণন্ পুমান্।
বিমুক্তকর্ম্মার্গল উত্তমাং গতিং
প্রাপ্নোতি যক্ষ্যন্তি ন তং কলৌ জনাঃ ॥ ১৭ ॥

পাষণ্ড কর্ত্তৃক বিকলচিত্ত হইয়া জগৎসকলের পরমগুরু সেই ভগবান্ অচ্যুতের পূজা করিবে না। ১৬। মৃতপ্রায়, আর্ত্ত, পতিত, স্খলিত বা বিবশ হইয়া যাঁহার নাম উচ্চারণ করিবামাত্র কর্ম্মরূপ প্রতিবন্ধ হইতে মুক্তি পাইয়া পুরুষ উত্তমা গতি লাভ করে, কলিতে মনুষ্যেরা তাঁহার পূজা করিবে না। ১৭।

ইতি ভাগবতোক্ত কলিমাহাত্ম্য সমাপ্ত।

দ্বিতীয়াংশ সম্পূর্ণ।

তৃতীয়াংশঃ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

সূত উবাচ।

কলেঃ স্থিতিং প্রবক্ষ্যামি শৃণুধ্বং সুসমাহিতাঃ ॥ ১ ॥
ধর্ম্মঃ কলিযুগে প্রাপ্তে ত্রিপাদোনঃ প্রবর্ত্ততে।
তামসং যুগমাসাদ্য হরিঃ কৃষ্ণত্বমাগতঃ ॥ ২ ॥
যঃ কশ্চিদপি ধর্ম্মাত্মা যজ্ঞং দানং করোতি চ।
যঃ কশ্চিদপি ধর্ম্মাত্মা ক্রিয়াযোগরতো ভবেৎ ॥ ৩ ॥
নরং ধর্ম্মরতং দৃষ্ট্বা সর্ব্বেঽসূয়াং প্রকুর্ব্বতে।
ব্রতাচারাঃ প্রণশ্যন্তি ধ্যানযজ্ঞাদয়স্তথা ॥ ৪ ॥

সূত কহিলেন, এক্ষণে কলিধর্ম্ম বলিতেছি, সুসমাহিতচিত্তে শ্রবণ করুন।১। উক্ত তমোগুণময় কলিযুগ উপস্থিত হইলে ধর্ম্ম ত্রিপাদহীন এবং নারায়ণ কৃষ্ণবর্ণ হন।২। কদাচিৎ কোন ধর্ম্মাত্মা দান বা যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকেন এবং কদাচিৎ কেহ কর্ম্মযোগে নিরত হন।৩। কলিকালে কোন ব্যক্তিকে ধর্ম্মরত দেখিলে সকলে অসূয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। ঐ সময়

উপদ্রবা ভবিষ্যন্তি চাধর্ম্মস্য প্রবর্ত্তনাৎ।
অসূয়ানিরতাঃ সর্ব্বে দম্ভাচারপরায়ণাঃ।
প্রজাশ্চাল্পায়ুষঃ সর্ব্বা ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে ॥ ৫ ॥

ঋষয় উচুঃ।

যুগধর্ম্মাঃ সমাখ্যাতাস্ত্বয়া সংক্ষেপতো মুনে।
কলিং বিস্তরতো হি ত্বং ব্রূহি সর্ব্ববিদাং বরঃ ॥ ৬ ॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ মুনিসত্তম।
কিমাহারাঃ কিমাচারা ভবিষ্যন্তি বদস্ব নঃ ॥ ৭ ॥

ব্রতাচরণ, দান ও যজ্ঞাদি সকল বিনষ্ট হয় এবং অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হেতু দৈবাদি উপদ্রব সকল প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। কলিযুগে নিখিল ব্যক্তি, অসূয়াপরায়ণ ও দম্ভাচারনিরত এবং সমুদয় প্রজাই অল্পায়ু হইবে। ৪-৫।

ঋষিগণ কহিলেন, হে মুনে! সংক্ষেপে যুগধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলেন, সম্প্রতি বিস্তাররূপে কলিধর্ম্ম বর্ণন করুন্। হে মুনিসত্তম! আপনি অখিল বেদবিদ্গণের অগ্রগণ্য, অতএব বলুন। ৬। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, ইহাদিগের কি প্রকার আহার ও কি প্রকার আচরণ হইবে?। ৭।

সূত উবাচ।

শৃণুধ্বং মুনয়ঃ সর্ব্বে নারদেন মহাত্মনা।
সনৎকুমারমুনয়ে কথিতং যদ্বদামি তৎ॥ ৮॥
সর্ব্বে ধর্ম্মা বিনশ্যন্তি কৃষ্ণে কৃষ্ণত্বমাগতে।
তস্মাৎ কলির্মহাঘোরঃ সর্ব্বপাপস্য সাধকঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রা ধর্ম্মপরাঙ্মুখাঃ॥ ৯॥
ঘোরে কলিযুগে প্রাপ্তে দ্বিজা বেদপরাঙ্মুখাঃ।
ব্যাধধর্ম্মরতাঃ সর্ব্বে দম্ভাচারপরায়ণাঃ॥ ১০॥

ঋষিগণের প্রশ্ন শুনিয়া সূত কহিলেন, হে মুনিগণ! পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ, মুনিবর সনৎকুমারকে এ বিষয় যেরূপ কহিয়াছিলেন, আমি তাহা বলিতেছি, আপনারা সকলে শ্রবণ করুন্। ৮। ভগবান্ হরি কৃষ্ণবর্ণ হইলে সমুদয় ধর্ম্মই বিনষ্ট হইয়া থাকে, এই জন্য কলিকাল অতি ভয়ঙ্কর; উহাতে সর্ব্ববিধ পাপই সাধিত হয়। ঘোর কলিযুগ উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সকলেই ধর্ম্ম-পরাঙ্মুখ এবং নিখিল দ্বিজগণই বেদপাঠে বিরত হইয়া থাকে। ঐ সময় সমুদয় মানব, ব্যাধবৃত্তিনিরত, দম্ভাচারপরায়ণ, লোভপরতন্ত্র, কৃতঘ্ন ও

লোলুপাশ্চ কৃতঘ্নাশ্চ তথা বৈ ভণ্ডকা নরাঃ।
অত স্বল্পায়ুষঃ সর্ব্বে ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে ॥ ১১ ॥
অল্পায়ুষ্ট্বান্মনুষ্যাণ্যাং ন বেদগ্রহণং দ্বিজাঃ।
বিদ্যাগ্রহণশূন্যত্বাদধর্ম্মো বর্ত্ততে পুনঃ ॥ ১২ ॥
ব্যুৎক্রমেণ প্রজাঃ সর্ব্বা ম্রিয়ন্তে পাপতৎপরাঃ।
ব্রাহ্মণাদ্যাস্তথা বর্ণাঃ সঙ্কীর্য্যন্তে পরস্পরম্ ॥ ১৩ ॥
কামক্রোধপরা মূঢ়া বৃথাহঙ্কারপীড়িতাঃ।
বদ্ধবৈরা ভবিষ্যন্তি পরস্য ধনলিপ্সবঃ। ১৪ ॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ সর্ব্বে ধর্ম্মপরাঙ্মুখাঃ।

ভণ্ড হয়। সেই জন্য, কলিযুগে সকলেই অল্পায়ুঃ হইবে। ৯-১১। আয়ুর অল্পতা প্রযুক্তই সম্যক্ বেদ গ্রহণে অপারগতা ঘটিবে; সুতরাং বিদ্যাগ্রহণের অভাব নিবন্ধন অধর্ম্ম প্রবৃত্ত হওয়ায় পাপনিরত সমুদয় প্রজা কনিষ্ঠক্রমে কালকবলে পতিত হইতে থাকিবে। কলিযুগের ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় পরস্পর সঙ্কীর্ণ, কামক্রোধপরায়ণ, জ্ঞানশূন্য, বৃথা অহঙ্কারে অভিভূত, পরস্পর বৈরাচরণে আসক্ত এবং পরধন গ্রহণে লোলুপ হইবে। ১২-১৪। এ সময়ে কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, সকলেই ধর্ম্ম-

অল্পার্থাশ্চ ভবিষ্যন্তি তপঃসত্যবিবর্জ্জিতাঃ॥ ১৫ ॥
সর্ব্বে জনা দয়াহীনা দাক্ষিণ্যপরিবর্জ্জিতাঃ।
উত্তমা নীচতাং যান্তি নীচাশ্চোত্তমতাং তথা॥ ১৬ ॥
রাজানশ্চার্থনিরতাস্তথা লোভপরায়ণাঃ।
ধর্ম্মকঞ্চুকসংবীতা ধর্ম্মবিধ্বংস কারিণঃ॥ ১৭ ॥
অস্মিন্ কলিযুগে ঘোরে সর্ব্বাধর্ম্মসমন্বিতে।
যো যো রথাশ্বনাগাঢ্যঃ স স রাজা ভবিষ্যতি॥ ১৮ ॥
কিঙ্করাশ্চ ভবিষ্যন্তি শূদ্রাণাঞ্চ দ্বিজাতয়ঃ।
ধর্ম্মস্ত্রিয়ং ন গচ্ছন্তি পতয়ো জারলক্ষণাঃ॥ ১৯ ॥

পরাঙ্মুখ, অল্পার্থ, তপস্যা ও সত্য-বিবর্জ্জিত এবং সমুদয় লোকই দয়াদাক্ষিণ্যশূন্য হইবে। উত্তম লোকেরা নীচতা এবং নীচলোক সকল উত্তমতা লাভ করিবে। ১৫-১৬। কলিকালের ভূপতিগণ ধনসংগ্রহে নিরত, লোভপরায়ণ, ধর্ম্মবিধ্বংসকারী এবং বাহিরে ধর্ম্মকঞ্চুকে আবৃতাঙ্গ হইবে। ১৭। সর্ব্বপ্রকার অধর্ম্মসঙ্কুল এই ঘোর কলিযুগে যাহার বহুল রথ, তুরঙ্গ ও মাতঙ্গ থাকিবে, তাহাকেই সকলে রাজা বলিবে। ১৮। দ্বিজাতিগণ, শূদ্রের দাসত্ব করিবে। পতিগণ ধর্ম্মপত্নীতে আসক্ত না হইয়া

দ্বিষন্তি পিতরং পুত্রা গুরুং শিষ্যা দ্বিষন্তি চ।
পতিঞ্চ বনিতা দ্বেষ্টি কৃষ্ণে কৃষ্ণত্বমাগতে ॥ ২০ ॥
লোভাভিভূতমনসঃ সর্ব্বে দুষ্কর্ম্মশীলিনঃ।
পরান্নলোলুপা নিত্যং ভবিষ্যন্তি দ্বিজাতয়ঃ ॥ ২১ ॥
পরস্ত্রীনিরতাঃ সর্ব্বে পরদ্রব্যপরায়ণাঃ।
মৎস্যামিষেণ জীবন্তি দুহন্তি চাপ্যজাবিকাঃ ॥ ২২ ॥
ঘোরে কলিযুগে প্রাপ্তে নরং ধর্ম্মপরায়ণম্।
অসূয়ানিরতাঃ সর্ব্বে উপহাসং প্রকুর্ব্বতে ॥ ২৩ ॥
সরিত্তীরে বদ্ধহালৈর্বাপয়িষ্যন্তি চৌষধীঃ।
অল্পমল্পং ফলং তাসাং ভবিষ্যতি কলৌ যুগে ॥ ২৪ ॥

উপপত্নীতে উপগত থাকিবে। ১৯। পুত্রেরা পিতাকে, শিষ্য সকল গুরুকে এবং বনিতাগণ পতিকে দ্বেষ করিবে। সমুদয় দ্বিজগণ দুষ্কর্ম্মশালী, লোভাক্রান্তচিত্ত এবং সতত পরান্নলোলুপ হইবে। নিখিল মানব পরস্ত্রীনিরত ও পরস্বহরণে আসক্ত থাকিবে। সকলেই মৎস্যামিষ ভোজন, অজা ও মেষ দোহন এবং অসূয়াপরবশ হইয়া ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিকে উপহাস করিবে। ২০-২৩। কলিযুগে মানবগণ নদীতীরে ভূমি-কর্ষণ-পূর্ব্বক ধান্যাদি রোপণ করিবে এবং ধান্যাদির ফলও অল্প পরিমাণে জন্মাইবে। ২৪।

বেশ্যালাবণ্যশীলেষু স্পৃহাং কুর্ব্বন্তি যোষিতঃ ।
ধর্ম্মবিঘ্না ভবিষ্যন্তি স্ত্রিয়ঃ স্বপুরুষেষু চ ॥ ২৫ ॥
প্রায়শঃ কৃপণানাঞ্চ বধূনাঞ্চ তথা দ্বিজাঃ ।
সাধূনাং বিধবানাঞ্চ বিত্তান্যপহরন্তি চ ॥ ২৬ ॥
ন ব্রতানি চরিষ্যন্তি ব্রাহ্মণা বেদনিন্দকাঃ ।
ন যক্ষ্যন্তি ন হোষ্যন্তি হেতুবাদৈর্বিনাশিতাঃ ॥ ২৭ ॥
দ্বিজাঃ কুর্ব্বন্তি দম্ভার্থং পিতৃযজ্ঞাদিকাঃ ক্রিয়াঃ ।
অপাত্রেষু চ দনানি কুর্ব্বন্তি চ তথা নরাঃ ॥ ২৮ ॥

যোষিদ্‌গণ বেশ্যাদিগের ন্যায় অঙ্গসৌষ্ঠব ও আচরণে অনুরাগবতী এবং স্বীয় স্বীয় স্বামীর প্রতি ধর্ম্মবিরুদ্ধাচারিণী হইবে ।২৫। দ্বিজগণ প্রায়ই কৃপণ, বন্ধু, সাধু ও বিধবাদিগের বিত্ত অপহরণ করিবে । ২৬ । ব্রাহ্মণেরা হেতুবাদে হতজ্ঞান হইয়া বেদের নিন্দা করত কোনরূপ ব্রতাচরণ, যাগযজ্ঞ ও অগ্নিতে আহুতিদানে বিরত থাকিবে।২৭। দ্বিজগণ কেবলমাত্র দম্ভার্থ পিতৃযজ্ঞাদিকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে । নিখিল মানবই অপাত্রে দান এবং দুগ্ধসঞ্চয় নিমিত্ত গোগণকে আদর করিবে । বিপ্রগণ স্নান-শৌচাদি কার্য্যানুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ থাকিবে এবং অকালে ধর্ম্মপরায়ণ, কূট-

ক্ষীরোপায়নিমিত্তেন গোষু প্রীতিঞ্চ কুর্ব্বতে।
ন কুর্ব্বন্তি তথা বিপ্রাঃ স্নানশৌচাদিকাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ২৯॥
অকালধর্ম্মনিরতাঃ কুটযুক্তিবিশারদাঃ।
ন কস্যচিদভিমতো বিষ্ণুভক্তিপরস্তথা ॥ ৩০ ॥
দেবপূজাপরান্ দৃষ্ট্বা উপহাসং প্রকুর্ব্বতে।
বধ্নন্তি চ দ্বিজানেব ধনার্থং রাজকিঙ্করাঃ।
তাড়য়ন্তি চ বিপ্রেন্দ্রাঃ কৃষ্ণে কৃষ্ণত্বমাগতে ॥ ৩১ ॥
দানযজ্ঞজপাদীনাং বিক্রীণন্তে ফলং দ্বিজাঃ।
প্রতিগ্রহং প্রকুর্ব্বন্তি চাণ্ডালাদ্যৈরপি দ্বিজাঃ ॥ ৩২ ॥
কলেঃ প্রথমপাদেঽপি বিনিন্দন্তি হরিং নরাঃ।

যুক্তিবিশারদ ও বেদ-ব্রাহ্মণগণগণের নিন্দায় নিরত হইবে। বিষ্ণু-ভক্ত ব্যক্তি কাহারও প্রিয়পাত্র হইবে না। ২৮-৩০। কাহাকেও দেবপূজায় আসক্ত দেখিলে সকলেই তাহাকে উপহাস করিবে। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! কলিযুগে রাজকিঙ্করেরা ধনের জন্য দ্বিজ গণকে বন্ধন ও প্রহার করিবে। দ্বিজগণ দান, যজ্ঞ ও জপাদি কার্য্যের ফল বিক্রয় এবং চণ্ডালাদির নিকটেও প্রতিগ্রহ করিবে।৩১-৩২। কলির প্রথমাংশেই মানবগণ হরিনিন্দা করিতে

যুগান্তেঽপি হরের্নাম নৈব কশ্চিৎ স্মরিষ্যতি ॥ ৩৩ ॥
শূদ্রস্ত্রীসঙ্গনিরতা বিধবাসঙ্গলোলুপাঃ।
শূদ্রান্নভোগনিরতা ভবিষ্যন্তি কলৌ দ্বিজাঃ ॥ ৩৪ ॥
কুহকৈরক্ষরৈস্তত্র হেতুবাদবিশারদৈঃ।
পাষণ্ডিনো ভবিষ্যন্তি চাতুরাশ্রম্যনিন্দকাঃ ॥ ৩৫ ॥
ন চ দ্বিজাতিশুশ্রূষাং ন স্বধর্ম্মপ্রবর্ত্তনম্।
করিষ্যন্তি তদা শূদ্রা প্রব্রজ্যালিঙ্গিনোঽধমাঃ।
শূদ্রা ধর্ম্মান্ প্রবক্ষ্যন্তি কূটযুক্তিবিশারদাঃ ॥ ৩৬ ॥
অশৌচযুক্তমতয়ঃ পরপক্বান্নভোজিনঃ।
ভবিষ্যন্তি দুরাত্মানঃ শূদ্রাঃ প্রব্রজিতাস্তথা ॥ ৩৭ ॥

থাকিবে এবং শেষাবস্থায় কেহই হরিনাম স্মরণ করিবে না।৩৩। কলিযুগে দ্বিজগণ শূদ্রা স্ত্রী ও বিধবা-সহবাসে এবং শূদ্রান্ন-ভোজনে নিরত থাকিবে। পাষণ্ডগণ যুক্তিযুক্ত কুহক বাক্য বলিয়া চারি প্রকার আশ্রমীর নিন্দা করিবে। অধম শূদ্রগণ সন্ন্যাসচিহ্ন ধারণ করত দ্বিজগণের শুশ্রূষা ও স্বধর্ম্ম প্রতিপালন করিবে না এবং কূটযুক্তিদানে পারদর্শী হইয়া ধর্ম্মকথা কীর্ত্তন করিবে।৩৪-৩৬। তাহারা দুরাত্মা, কলুষিতান্তঃকরণ, প্রব্রজিত,

উৎকোচজীবিনস্তত্র মহাপাপরতাস্তথা।
ভবিষ্যন্ত্যথ পাষণ্ডাঃ কাপালা ভিক্ষবস্তথা ॥ ৩৮ ॥
ধর্ম্মবিধ্বংসশীলানাং দ্বিজানাং বিপ্রসত্তমাঃ ॥ ৩৯ ॥
এতে চান্যে চ বহবঃ পাষণ্ডা বিপ্রসত্তমাঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে ॥ ৪০ ॥
গীতবাদ্যপরা বিপ্রা বৃথাহঙ্কারদূষিতাঃ।
হর্ত্তারো ন চ দাতারো ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে ॥ ৪১ ॥
প্রতিগ্রহপরা নিত্যং জগদুন্মার্গশীলিনঃ।
আত্মস্তুতিপরাঃ সর্ব্বে পরনিন্দাপরাস্তথা ॥ ৪২ ॥

পরপক্কান্নভোজী, উৎকোচজীবী, ঘোর পাপাচরণে নিরত ও পাষণ্ড হইবে এবং কাপালিক-ভিক্ষুকবৃত্তি অবলম্বন করিবে। ৩৭-৩৮। হে দ্বিজসত্তমগণ! কলিকালে সন্ন্যাস-চিহ্নধারী শূদ্রগণই ধর্ম্ম-ত্যাগী দ্বিজগণের ধর্ম্মোপদেষ্টা হইবে। হে বিপ্রসত্তমগণ! কলিযুগে এতদ্ভিন্ন অপরাপর বহুতর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যও পাষণ্ড হইবে। ৩৯-৪০। কলিযুগ উপস্থিত হইলে বিপ্রগণ (বেদপাঠ ও দেবার্চ্চনে পরাঙ্মুখ হইয়া শূদ্রমার্গপ্রবৃত্ত ও) গীতবাদ্য-পরায়ণ হইবে। এতদ্ব্যতীত কলিযুগে সকলেই বৃথা অহঙ্কারদুষিত

বিশ্বাসহীনাঃ পিশুনা বেদদেবদ্বিজাতিষু।
অসংস্কৃতোক্তিবক্তারো বহুদ্বেষরতাস্তথা ॥ ৪৩ ॥
পরমায়ুশ্চ ভবিতা তদা বর্ষাণি ষোড়শ।
ততঃ প্রাণান্ প্রহাস্যন্তি কৃষ্ণে কৃষ্ণত্বমাগতে ॥ ৪৪ ॥
পঞ্চমে বাথ ষষ্ঠে বা বর্ষে কন্যা প্রসূয়তে।
সপ্তবর্ষাশ্চাষ্টবর্ষাঃ প্রযাস্যন্তি নরাস্তথা ॥ ৪৫ ॥
স্বকর্ম্মত্যাগিনঃ সর্ব্বে কৃতঘ্না ভিন্নবৃত্তয়ঃ।
যাচকাঃ পিশুনাশ্চৈব ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে ॥ ৪৬ ॥

হইয়া সর্ব্বক্ষণ পরদ্রব্য অপহরণ ব্যতীত কখন কাহাকে দান করিবে না; সতত সকলেই প্রতিগ্রহপরায়ণ, জগতের অনিষ্ট-করকার্য্যে প্রবৃত্ত, আত্মশ্লাঘা-নিরত, পরনিন্দায় আসক্তচিত্ত, বিশ্বাসহীন, দেব ও দ্বিজগণের প্রতি অসদ্ব্যবহারী, কুৎসিত-বাদী এবং বহুলোকের দ্বেষক হইবে। ৪১-৪৩। তৎকালে মানবগণের পরমায়ুর পরিমাণ ষোড়শবর্ষ, অনন্তর তাহারা প্রাণ-ত্যাগ করিবে। পঞ্চম বা ষষ্ঠবর্ষেই কন্যাগণ প্রসব করিতে থাকিবে এবং প্রায় সকলেই সপ্তম কিম্বা অষ্টম বর্ষেই পরলোক গমন করিবে। কলিযুগে নিখিল মনুষ্যই স্বকর্ম্মত্যাগী, খল,

পরাপমাননিরতা আত্মস্তুতিপরায়ণাঃ ।
পরস্বহরণোপায়চিন্তকাঃ সর্ব্বদা জনাঃ ॥ ৪৭ ॥
অত্যাহ্লাদপরাস্তত্র ভুঞ্জতে পরবেশ্মনি ।
তথৈব নিন্দাপরতা বৃথাভিশস্তিনো জনাঃ ॥ ৪৮ ॥
নিন্দাং কুর্ব্বন্তি সততং পিতৃমাতৃসুতেষু চ ।
বদন্তি বাচা ধর্ম্মাংশ্চ চেতসা পাপলোলুপাঃ ॥ ৪৯ ॥
ধনবিদ্যাবয়োমত্তাঃ সর্ব্বদুঃখপরায়ণাঃ ।
ব্যাধিতস্করদুর্ভিক্ষৈঃ পীড়িতা অতিমায়িনঃ ॥ ৫০ ॥

কৃতঘ্ন, মর্য্যাদাবিহীন, যাচক, পরাপমানে নিরত, আপনার প্রশংসাবাদে তৎপর এবং সর্ব্বদা পরস্ব-অপহরণের উপায়-চিন্তায় নিমগ্ন হইবে। অতি আনন্দের সহিত পরগৃহে ভোজন, পরনিন্দা, পরের প্রতি বৃথা মিথ্যাপবাদ, পিতা মাতা ও পুত্রের নিন্দা, বাক্যে ধর্ম্মপ্রকাশ ও মনে মনে পাপচিন্তা করিবে। সর্ব্বদা ব্যাধি, তস্কর, দুর্ভিক্ষ ও নানা প্রকার দুঃখে প্রপীড়িত, বিদ্যা ধন ও যৌবন-মদে মত্ত এবং কপটাচারী হইবে। দুষ্কর্ম্ম বিচার না করিয়াই অপরকে দ্বেষ এবং সর্ব্ব প্রযত্নে স্বদোষ গোপন করিবে। পাপিষ্ঠ নরাধম সকল সম্যক্‌রূপে স্বীয় কপ-টতা বিস্তার এবং ধর্ম্মপথপ্রবর্ত্তক বা ধর্ম্মকার্য্যনিরতব্যক্তিকে

প্রদ্বিষন্তি তথৈবান্যমবিচার্য্য সুদুষ্কৃতম্ ।
ছাদয়ন্তি প্রযত্নেন স্বদোষং পাপকর্ম্মণঃ ॥ ৫১ ॥
স্বমায়াং দুষ্কৃতাঃ সম্যগ্ বিবৃণ্বন্তি নরাধমাঃ ।
ধর্ম্মমার্গপ্রণেতারং তিরস্কুর্ব্বন্তি পাপিনঃ ॥ ৫২ ॥
ধর্ম্মকার্য্যরতশ্চৈব বৃথা বিশ্রম্ভিণো জনাঃ ।
ভবিষ্যন্তি কলৌ প্রাপ্তে রাজানো ম্লেচ্ছজাতয়ঃ ॥ ৫৩ ॥
শূদ্রা ভৈক্ষ্যরতাশ্চৈব তেষাং শুশ্রূষবো দ্বিজাঃ ।
দ্বিজাশ্চ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চান্যাশ্চ জাতয়ঃ ।
অত্যন্তকামিনঃ সর্ব্বে সঙ্কীর্য্যন্তে পরস্পরম্ ॥ ৫৪ ॥
ন শিষ্যো ন গুরুঃ কশ্চিন্ন পুত্রো ন পিতা তথা ।

বৃথা তিরস্কার করিতেও ক্ষান্ত থাকিবে না। কলিযুগ উপস্থিত হইলে সমুদয় মানব স্বেচ্ছাচারী, ম্লেচ্ছগণ রাজা, শূদ্রগণ ভিক্ষারত এবং দ্বিজগণ শূদ্রগণের শুশ্রূষাপরায়ণ হইবে। কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র এবং কি অন্য জাতি, সকলেই অত্যন্ত কামাসক্ত হইয়া পরস্পর পরস্পরের পত্নীতে সন্তান উৎপাদন করিবে।৪৪-৫৪। তাহাদিগের শিষ্য, গুরু, পুত্র, পিতা এবং ভার্য্যা বা পতি কিছুই বিবেচনা থাকিবে না। কলিযুগে ধনাঢ্য-

ন ভার্য্যা ন পতিশ্চৈব ভবিতা তত্র সঙ্করে।
কলৌ যুগে ভবিষ্যন্তি ধনাঢ্যা অপি যাচকাঃ॥ ৫৫॥
রসবিক্রয়িণশ্চৈব ভবিষ্যন্তি দ্বিজাতয়ঃ।
ধর্ম্মকঞ্চুকসংবীতা মুনিবেশধরা দ্বিজাঃ।
অপণ্যবিক্রয়রতা ভবিষ্যন্তি দ্বিজাতয়ঃ॥ ৫৬॥
বেদনিন্দাপরাশ্চৈব ধর্ম্মশাস্ত্রবিনিন্দকাঃ।
শূদ্রবৃত্ত্যা চ জীবন্তি দ্বিজা নরকভাগিণঃ॥ ৫৭॥
অনাবৃষ্টিভয়প্রাপ্তা গগনাসক্তদৃষ্টয়ঃ।
ভবিষ্যন্তি তদা সর্ব্বে জনাঃ ক্ষুদ্ভয়কাতরাঃ॥ ৫৮॥
কন্দপর্ণফলাহারাস্তাপসা ইব মানবাঃ।

ব্যক্তিগণও যাচক হইবে। দ্বিজাতি সকল মুনিবেশ ধারণপূর্ব্বক উপরে ধর্ম্মের ভান করত রসাদি অ-পণ্যবস্তুর বিক্রয়, বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্রের নিন্দা এবং শূদ্রবৃত্তি অবলম্বনে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া পরিণামে নরকে বাস করিবে। ৫৫-৫৭। নিখিল মানবই ক্ষুধা ও অনাবৃষ্টিভয়ে কাতর হইয়া সতত আকাশপানে চাহিয়া থাকিবে। তপস্বীদিগের ন্যায় কন্দ পত্র ও ফলমাত্র আহার

আত্মানং ঘাতয়িষ্যন্তি অনাবৃষ্ট্যাতিদুঃখিতাঃ।
কামার্ত্তা হ্রস্বদেহাশ্চ বহ্বন্নাশনতৎপরাঃ॥ ৫৯ ॥
কলৌ সর্ব্বে ভবিষ্যন্তি অল্পভাগ্যা বহুপ্রজাঃ।
শূদ্রাস্ত্রীপোষণপরা বেশ্যালাবণ্যশীলিনঃ।
শ্রুতিবাক্যমনাদৃত্য সদা স্বগৃহতৎপরাঃ॥ ৬০ ॥
দুঃশীলা দুষ্টশীলেষু করিষ্যন্তি সদা স্পৃহাঃ।
অসদ্বৃত্তা ভবিষ্যন্তি পুরুষেষু কুলাঙ্গনাঃ।
পরুষানৃতভাষিণ্যো দেহসংস্কারবর্জ্জিতাঃ।
বাচালাশ্চ ভবিষ্যন্তি কলৌ প্রাপ্তে চ যোষিতঃ॥ ৬১ ॥

করিবে; অধিক কি, অনাবৃষ্ট্যাদিতে পীড়িত হইয়া আত্মঘাতী হইবে। কলিকালে সকলেই কামার্ত্ত, খর্ব্বাকৃতি, বহুভোজী, অল্পভাগ্য অথচ বহু সন্তানযুক্ত, শূদ্রস্ত্রী-পোষণপর, বেশ্যাসৌন্দর্য্যলোলুপ এবং বেদবাক্যে অনাদরপূর্ব্বক সতত কেবলমাত্র নিজ গৃহকার্য্যে তৎপর হইবে। ৫৮-৬০। কলিকাল উপস্থিত হইলে কুলকামিনীগণ দুঃশীলা, দুষ্টমতি, পুরুষের প্রতি সর্ব্বদা অনুরাগবতী, মিথ্যা ও কঠোরভাষিণী, দেহসংস্কার-বর্জ্জিতা এবং

নগরেষু চ গ্রামেষু প্রাকারেষধিকা জনাঃ।
চৌরাদিভয়ভীতাশ্চ কাষ্ঠযন্ত্রাণি কুর্ব্বতে ॥ ৬২ ॥
দুর্ভিক্ষকরপীড়াভিরতীবোপদ্রুতা জনাঃ।
গোধূমাঢ্যং যবান্নাঢ্যং দেশং যাস্যন্তি দুঃখিতাঃ ॥ ৬৩
নিধায় হৃদি কর্ম্মাণি ঈরয়ন্তি বচঃ শুভম্।
স্বকার্য্যসিদ্ধিপর্য্যন্তং বন্ধুত্বং কুর্ব্বতে জনাঃ ॥ ৬৪ ॥
ভিক্ষবশ্চাপি মিত্রাদি স্নেহসম্বন্ধযন্ত্রিতাঃ।

বহুভাষিণী হইয়া স্বামীর প্রতি অসদাচরণ করিবে। ৬১। অধিকাংশ মানব চৌরাদিভয়ে ভীত হইয়া নগর গ্রাম ও প্রাকারোপরি কাষ্ঠময় যন্ত্র সকল নির্ম্মাণ করিবে এবং দুর্ভিক্ষ ও রাজস্বে পীড়িত হইয়া দুঃখিতান্তঃকরণে যে দেশে প্রচুর পরিমাণে গোধূম, যব ও ধান্যাদি উৎপন্ন হয়, সেই দেশে গমন করিবে। ৬২-৬৩। সকলেই হৃদয়মধ্যে স্বীয় দুরভিসন্ধি গোপন রাখিয়া মৌখিক মিষ্টবাক্য প্রয়োগ এবং যাবৎকাল না নিজ কার্য্যসিদ্ধি হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত অপরের সহিত বন্ধুত্ব করিবে। ৬৪। ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াও মিত্রাদি স্নেহ ও সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকিবে

অন্নোপাধিনিমিত্তেন শিষ্যান্ গৃহ্নন্তি ভিক্ষবঃ ॥ ৬৫ ॥
উভাভ্যামপি হস্তাভ্যাং শিরঃকণ্ডূয়নং স্ত্রিয়ঃ।
কুর্ব্বন্ত্যো গুরুভর্ত্তৄণামাজ্ঞাং ভর্ৎসন্যনাদৃতাং ॥ ৬৬ ॥
পাপজালেন নিরতাঃ পাষণ্ডজনসঙ্গিনঃ।
যদা দ্বিজা ভবিষ্যন্তি তদা বৃদ্ধিং গতঃ কলিঃ ॥ ৬৭ ॥
যদা যদা ন যক্ষ্যন্তি ন হোষ্যন্তি দ্বিজাতয়ঃ।
তদা তদা কলের্ব্বৃদ্ধিরনুমেয়া বিচক্ষণৈঃ ॥ ৬৮ ॥
অধর্ম্মবৃদ্ধির্ভবিতা বালমৃত্যুরপি দ্বিজাঃ।

এবং খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহার্থ শিষ্য করিবে। ৬৫। যৎকালে নারীগণ উভয় হস্তে শিরঃকণ্ডূয়ন করিতে করিতে স্বামী ও গুরুজনদিগকে ভর্ৎসনা এবং তাহাদিগের আজ্ঞা অবহেলা করিবে; দ্বিজগণ পাপজালে জড়িত ও পাষণ্ডসহবাসে নিরত হইয়া অগ্নিতে আহুতি দান এবং দেবপূজাদি পরিত্যাগ করিবে; পণ্ডিতগণের অনুমান করিতে হইবে যে, সেই সময়ই প্রবল কলি। ৬৬-৬৮। তৎকালে অধর্ম্মের বৃদ্ধি ও বাল্য-মৃত্যু উপস্থিত হইবে। এইরূপে ক্রমে সর্ব্বধর্ম্ম বিলুপ্ত হইলে, জগতের আর শ্রী থাকিবে না। ৬৯। হে দ্বিজসত্তমগণ! এই ত আমি কলির

সর্ব্বধনেষু নষ্টেষু যাস্ত নিঃশ্রীকতাং জগৎ ॥ ৬৯ ॥
এবং কলেঃ স্বরূপঞ্চ কথিতং দ্বিজসত্তমাঃ।
হরিভক্তিপরাণাঞ্চ ন কলির্বাধতে কচিৎ ॥ ৭০ ॥
তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং ধ্যানমেব হি।
দ্বাপরে জ্ঞানমেবাহুর্দানমেকং কলৌ যুগে ॥ ৭১ ॥
যৎকৃতে দশভির্বর্ষৈস্ত্রেতায়াং হায়নেহপি তৎ।
দ্বাপরে তচ্চ মাসেন চাহোরাত্রেণ তৎ কলৌ ॥ ৭২ ।
ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেহর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্ত্য কেশবং ॥ ৭৩ ॥

স্বরূপ কীর্ত্তন করিলাম, কিন্তু কলি হরিভক্তি-পরায়ণ ব্যক্তিদিগের কোন প্রকার অনিষ্ট করিতে সক্ষম হইবে না। ৭০। জ্ঞানীগণ সত্যযুগে তপস্যা, ত্রেতায় ধ্যান, দ্বাপরে জ্ঞান এবং কলিতে কেবল দানই পরম ধর্ম্ম বলিয়া থাকেন।৭১। সত্যকালে দশবর্ষে, ত্রেতায় একবর্ষে এবং দ্বাপরে এক মাসে যে পুণ্যফল লাভ করা যায়, কলিকালে এক দিনেই সেই ফল লব্ধ হয়। ৭২। সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ এবং দ্বাপরযুগে অর্চ্চনা করিয়া যাদৃশ ফলভাগী হওয়া যায়, কলিকালে একবার মাত্র হরিনাম

অহোরাত্রং হরের্নাম কীর্ত্তয়ন্তি চ যে নরাঃ।
কুর্ব্বন্তি হরিপূজাঞ্চ ন কলির্বাধতে হি তান্ ॥ ৭৪ ॥
নমো নারায়ণায়েতি কীর্ত্তয়ন্তি চ যে নরাঃ।
নিষ্কামা বা সকামা বা ন কলির্বাধতে হি তান্ ॥ ৭৫॥
হরিনামপরা যে তু ঘোরে কলিযুগে দ্বিজাঃ।
ত এব কৃতকৃত্যাশ্চ ন কলির্বাধতে হি তান্ ॥ ৭৬ ॥
শিবপূজাপরা যে তু শিবনামপরায়ণাঃ।
ত এব শিবতুল্যাশ্চ ঘোরে কলিযুগে দ্বিজাঃ ॥ ৭৭ ॥

করিতে পারিলে, সেই ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৭৩। যে সকল মানব একদিন দিবারাত্রি হরিনাম সংকীর্ত্তন ও হরিপূজা করে, তাহাদিগের কলিভয় থাকে না। ৭৪। যাহারা সর্ব্বদা "নমো নারায়ণায়" এইরূপ কীর্ত্তন করে, তাহারা সকাম বা নিষ্কামই হউক, কলি তাহাদিগের কোনরূপ বাধা উৎপাদন করিতে সমর্থ নহে। ৭৫। হে দ্বিজগণ! ঘোর-কলিযুগে যে সকল মানব হরিনামে আসক্ত, তাহারাই কৃতকৃত্য হইয়া থাকে; তাহাদিগের কলিভয় থাকে না এবং যাহারা শিবনাম-পরায়ণ ও শিব-পূজায় নিরত, ঘোর কলিযুগে তাহারাই শিবতুল্য। ৭৬-৭৭।

সমস্তজগদাধারং পরমাত্মস্বরূপিণম্ ।
ঘোরে কলিযুগে প্রাপ্তে বিষ্ণুং ধ্যায়ন্ ন সীদতি ॥৭৮॥
পরমার্থমশেষস্য জগতামাদিকারণম্ ।
শরণ্যং শরণং যাতো গোবিন্দং নাববসীদতি ॥ ৭৯ ॥
হরত্যঘমশেষঞ্চ হরিঃ শ্রদ্ধাবতাং দ্বিজাঃ ।
তমাদিদেবমজরং নরো ধ্যায়ন্ ন সীদতি ॥ ৮০ ॥
অহোঽতীব সভাগ্যাস্তে সকৃদ্বা কেশবার্চ্চকাঃ ।
ঘোর কলিযুগে প্রাপ্তে সর্ব্বধনবিবর্জ্জিতে ॥ ৮১ ॥

ভীষণ কলিযুগ উপস্থিত হইলে নিখিল জগতের আধার, পরমাত্ম-স্বরূপ বিষ্ণুকে ধ্যান করিলে, মানবকে আর অবসন্ন হইতে হয় না। ৭৮। যে ব্যক্তি সকলের পরমার্থ, নিখিল জগতের আদিকারণ, ভক্তগণের আশ্রয়দাতা, ভগবান্ গোবিন্দের শরণাগত হইতে পারে, সে কখন অবসাদগ্রস্ত হয় না। ৭৯। হে দ্বিজগণ! ভগবান্ হরি শ্রদ্ধাশালী মানবগণের অখিল পাপরাশি দূর করিয়া থাকেন; যে মানব সেই অজর আদি-দেব ভগবান্‌কে ধ্যান করে, সে কখন অবসন্ন হয় না। ৮০। সর্ব্বধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত ঘোর কলিযুগে যে সকল ব্যক্তি একবার মাত্র

ন্যূনাতিরিক্ততা সিদ্ধা কলৌ বেদোক্তকর্ম্মণাম্।
হরিস্মরণমেবাত্র সম্পূর্ণফলদায়কম্॥ ৮২ ॥
হরে কেশব গোবিন্দ বাসুদেব জগন্ময়।
ইতীরয়ন্তি যে নিত্যং তে কৃতার্থা ন সংশয়ঃ॥ ৮৩ ॥
শিব শঙ্কর রুদ্রেশ নীলকণ্ঠ ত্রিলোচন।
ইতীরয়ন্তি যে নিত্যং ন হি তান্ বাধতে কলিঃ॥৮৪॥
মহাদেব বিরূপাক্ষ গঙ্গাধর মৃড়াব্যয়।
ইতীরয়ন্তি যে নিত্যং তে কৃতার্থা ন সংশয়ঃ॥ ৮৫ ॥
জনার্দ্দন জগন্নাথ পীতাম্বরধরাচ্যুত।

হরির অর্চ্চনা করে, তাহারাই মহাভাগ্যবান্।৮১। কলিতে বেদবিহিত যাবতীয় কর্ম্মফলেরই অন্যান্য যুগ অপেক্ষা তারতম্য আছে,- কেবল মাত্র হরি-স্মরণই সম্পূর্ণ ফলদায়ক।৮২। যাহারা নিত্য হে হরে! গোবিন্দ! কেশব! বাসুদেব! হে, জগন্ময়! কিম্বা 'হে শিব! হে নীলকণ্ঠ! হে রুদ্রেশ!' এইরূপ উচ্চারণ করে, তাহাদিগকে কলি কোনরূপ ক্লেশদান করিতে পারে না।৮৩-৮৪। যে মানবগণ 'হে মহাদেব! বিরূপাক্ষ! গঙ্গাধর! হে মৃড়! অব্যয়!' এবং 'হে জনার্দ্দন! জগন্নাথ!

ইতীরয়ন্তি যে নিত্যং তে কৃতার্থা ন সংশয়ঃ ॥ ৮৬ ॥

সনৎকুমার উবাচ ।

সত্যমুক্তং মহাভাগ ত্বয়া কারুণ্যবারিধে ।
পুনঃ শৃণোমি বিপ্রেন্দ্র তথাপি বদতাং বর ॥ ৮৭ ॥
ত এব মুনিশার্দ্দূল পাষণ্ডা বেদনিন্দকাঃ ।
সম্যক্‌শ্রদ্ধাবিহীনাশ্চ ইতি পূর্ব্বং ত্বয়োদিতম্ ॥ ৮৮ ॥
অধর্ম্মনিরতানাঞ্চ যাতনাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ।
ঘোরে কলিযুগে ব্রহ্মন্ জনানাং পাপকর্ম্মণাং ।

হে পীতাম্বরধর ! অচ্যুত !' সতত এবংবিধ কীর্ত্তন করে। তাহারা নিঃসন্দেহ কৃতার্থ হইয়া থাকে । ৮৫-৮৬ । সনৎকুমার কহিলেন,—"হে কারুণ্যবারিধে ! মহাভাগ ! আপনি যথার্থই বলিয়াছেন, হে বদতাংবর বিপ্রেন্দ্র ! তথাপি আমি পুনরায় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ৮৭। হে মুনিশার্দ্দূল ! আপনি পূর্ব্বেই বলিয়াছেন যে, যাহারা বেদনিন্দক ও ধর্ম্মের প্রতি সম্যক্ শ্রদ্ধাবিহীন, তাহারাই পাষণ্ড এবং অধর্ম্মনিরত ব্যক্তিদিগের নরকযাতনার বিষয়ও উল্লেখ করিয়াছেন ; অত-এব [illegible]বহিষ্কৃত ঘোর-কলিযুগ উপস্থিত হইলে, যখন

মনঃশুদ্ধিবিহীনানাং নিষ্কৃতিশ্চ কথং ভবেৎ ॥ ৮৯ ॥
মনঃশুদ্ধিবিহীনত্বাদ্বিপ্রাদীনাঞ্চ সত্তম।
স্বকর্ম্মাণি ন সিধ্যন্তি তেষাং কা গতিরুত্তমা ॥ ৯০ ॥

নারদ উবাচ।

সাধু সাধু মহাপ্রাজ্ঞ লোকানুগ্রহতৎপর।
উপায়ং তব বক্ষ্যামি শৃণুষ্ব সুসমাহিতাঃ ॥ ৯১ ॥
প্রবক্ষ্যামি সমাসেন সর্ব্বশাস্ত্রসুনিশ্চিতম্।

সমুদয় ব্যক্তিই পাপ-নিরত ও পাষণ্ড হইবে কথিত আছে। তখন হে ব্রহ্মন্! সেই সকল চিত্তশুদ্ধি-বিহীন জনগণের কি প্রকারে নিষ্কৃতি হইবে? ৮৯। হে সাধুবর! চিত্ত-শুদ্ধির অভাব হেতু ব্রাহ্মণাদির স্ব স্ব কার্য্যও সিদ্ধ হইবে না, সুতরাং তাহাদিগরই বা কিরূপে সদ্গতি হইবে?" ৯০।

নারদ কহিলেন, "হে মহাপ্রাজ্ঞ! উত্তম বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছ। তুমি জনগণের প্রতি পরম দয়াবান্; এজন্য আমি তাহাদিগের নিষ্কৃতির উপায় বলিতেছি, সম্যক্ একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। ৯১।

আমি সর্ব্বশাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট, গুহ্য হইতেও গুহ্যতর, সর্ব্বজন-

গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরঞ্চৈব সর্ব্বলোকোপকারকম্॥ ৯২ ॥
দৈবাধীনমিদং সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্।
যথৈব প্রেরিতং তেন তথৈব ঘটতে জগৎ ॥৯৩॥
শক্তিতঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি বেদোক্তানি সমাচরেৎ।
তান্সর্পয়েন্মহাবিষ্ণৌ নারায়ণপরায়ণঃ ॥ ৯৪ ॥
সমর্পিতানি কর্ম্মাণি মহাবিষ্ণোঃ পরাত্মনঃ।
সম্পূর্ণতাং প্রয়ান্ত্যেব হরিস্মরণমাত্রতঃ ॥ ৯৫ ॥
ঘোরে কলিযুগে প্রাপ্তে হরিরেব পরা গতিঃ।
মহারিষ্টোপশান্ত্যর্থং হরিভক্তিঃ কলৌ যুগে ॥ ৯৬ ॥

হিতকর বিষয় সবিস্তার বলিতেছি। ৯২। এই স্থাবর জীবনাত্মক অখিল বিশ্বই দৈবাধীন। দৈব যে ভাবে প্রেরণ করে, সেইরূপই ঘটিয়া থাকে। ৯৩। শক্ত্যনুসারে বেদোক্ত কার্য্য করিবে এবং নারায়ণ-পরায়ণ হইয়া তাহা মহাবিষ্ণুতে অর্পণ করিবে। ৯৪। পরমাত্মস্বরূপ মহাবিষ্ণুতে অর্পিত হইলে হরিস্মরণমাত্র তাহা সম্পূর্ণ হয়। ৯৫। ঘোর কলিযুগ উপস্থিত হইলে হরিই একমাত্র পরম গতি। কলিযুগে মহা অরিষ্ট শান্ত্যর্থ হরিভক্তি আশ্রয় করিবে। ৯৬। হরিভক্তিপরায়ণ-

হরিভক্তিরতানাঞ্চ পাপবন্ধো ন জায়তে।
হরিস্মরণনিষ্ঠানাং শিবনামরতাত্মনাম্।
সত্যং সমস্তকর্ম্মাণি যান্তি সম্পূর্ণতাং দ্বিজাঃ॥ ৯৭॥
অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং হরিভক্তিরতাত্মনাম্।
ত্রিদশৈরপি পূজ্যন্তে কিমন্যৈর্ব্বহুভাষিতৈঃ॥ ৯৮॥
তস্মাৎ সমস্তলোকানাং হিতমেব ময়োচ্যতে।
হরিনামপরান্ মর্ত্ত্যান্ ন কলির্বাধতে ক্বচিৎ॥ ৯৯॥
হরের্নামৈব নামৈব নামৈব মম জীবনম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥ ১০০॥

দিগের পাপ হয় না। হরিস্মরণনিষ্ঠ ও শিবনামরত ব্যক্তি-দিগের সমস্ত কার্য্যই সুসিদ্ধ হয়। ৯৭। অহো! হরিভক্ত-দিগের কি সৌভাগ্য! অধিক কি বলিব, দেবগণও তাঁহাদিগের পূজা করেন। ৯৮। অতএব আমি সর্ব্বজনহিত-কর বাক্য বলিতেছি। কলি হরিপরায়ণদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না। ৯৯। হরিনামই আমার একমাত্র জীবন। কলিকালে হরিনাম ব্যতীত নিস্তারের অন্য উপায় নাই ১০০

সূত উবাচ।

এবং সনৎকুমারস্তু নারদেন মহাত্মনা।
সম্যক্ প্রবোধিতঃ সত্যং পরাং নির্ব্বৃতিমাপ হ ১০১॥
তস্মাচ্ছৃণুত বিপ্রেন্দ্রা হরিনিষ্ঠিতমানসাঃ।
প্রয়ান্তি পরমং স্থানং পুনরাবৃত্তিদুর্ল্লভম্॥ ১০২ ॥
ঘোরে কলিযুগে প্রাপ্তে হরিনামপরায়ণাঃ।
সমস্তপাপনির্ম্মুক্তা যাস্যন্তি পরমাং গতিম্॥ ১০৩॥
হরিপূজাপরাণাঞ্চ শিবপূজারতাত্মনাম্।
ন্যূনাতিরিক্ততা ন স্যাৎ সর্ব্বকর্ম্মসু পণ্ডিতাঃ॥ ১০৪ ॥

সূত কহিলেন, সনৎকুমার মহাত্মা নারদ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া প্রবোধ লাভ পূর্ব্বক পরমা নির্ব্বৃতি প্রাপ্ত হইলেন। ১১০। অতএব হে বিপ্রগণ! শ্রবণ কর। হরি-গতচিত্ত ব্যক্তিরা পরম স্থান প্রাপ্ত হয়েন, আর তাঁহাদিগকে সংসারে পুনরাগমন করিতে হয় না। ১০২। ঘোর কলিযুগ উপস্থিত হইলে হরিনামপরায়ণ ব্যক্তিরা সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরমা গতি লাভ করেন। ১০৩। হে দ্বিজগণ! হরিপূজাপরায়ণ ও শিবপূজারত ব্যক্তিদিগের পরস্পর কোন-

সকৃদুচ্চারয়ন্ত্যেব হরের্নাম কলৌ যুগে।
তে কৃতার্থা মহাত্মানস্তেষাং নিত্যং নমো নমঃ ॥১০৫॥

রূপ ন্যূনাতিরিক্ততা নাই।১০৪। কলিযুগে একবারমাত্র হরিনাম উচ্চারণ করিলে সেই সকল মহাত্মারা কৃতার্থ হয়েন, অতএব তাঁহাদিগকে পুনঃপুনঃ নমস্কার। ১০৫।

তৃতীয়াংশ সমাপ্ত।

ইতি বৃহন্নারদীয়-পুরাণোক্ত কলিমাহাত্ম্য সম্পূর্ণ।

চতুর্থাংশঃ।

—:•:—

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

যুধিষ্ঠিরস্তু কৌন্তেয়ো মার্কণ্ডেয়ং মহামুনিম্।
পুনঃ পপ্রচ্ছ সাম্রাজ্যে ভবিষ্যাং জগতো গতিম্॥ ১ ॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

আশ্চর্য্যভূতং ভবতঃ শ্রুতং নো বদতাম্বর।
মুনে ভার্গব যদ্বৃত্তং যুগাদৌ প্রভবাত্যয়ম্॥ ২ ॥
অস্মিন্ কলিযুগে ত্বস্তি পুনঃ কৌতূহলং মম।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কুন্তী-নন্দন যুধিষ্ঠির মহামুনি মার্কণ্ডেয়কে জগতে সাম্রাজ্যবিষয়ক ভবিষ্যৎ অবস্থা পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন। ১।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে বাগ্মিবর ভার্গব! যুগাদিতে যে উৎপত্তি বিনাশ হইয়াছিল, সেই আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত আপনার নিকটে শ্রুত হইলাম। ২। পরন্ত কলিযুগ-বিষয়ক বিবরণ শ্রবণ

সমাকুলেষু ধর্ম্মেষু কিন্নু শেষং ভবিষ্যতি ॥ ৩ ॥
কিংবীর্য্যা মানবাস্তত্র কিমাহারবিহারিণঃ।
কিমায়ুষঃ কিংবসনা ভবিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে ॥ ৪ ॥
কাঞ্চ কাষ্ঠাং সমাসাদ্য পুনঃ সম্প্রবৎস্যতে কৃতম্‌।
বিস্তরেণ মুনে ব্রূহি বিচিত্রাণীহ ভাষসে ॥ ৫ ॥
ইত্যুক্তঃ স মুনিশ্রেষ্ঠঃ পুনরেবাভ্যভাষত।
রময়ন্ বৃষ্ণিশার্দ্দূলং পাণ্ডবাংশ্চ মহানৃষিঃ ॥ ৬ ॥

করিতে আমার পুনর্ব্বার কৌতূহল হইতেছে। তৎকালে ধর্ম্ম সমাকুল হইলে কি অবশিষ্ট থাকিবে? ৩। এবং মানবদিগের পরমায়ু, বল, আহার, বিহার ও পরিচ্ছদাদি কিরূপ হইবে? ৪। কি পর্য্যন্ত সীমা প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় সত্যযুগ প্রবৃত্ত হইবে? হে মহর্ষে! যেহেতু আপনি এই স্থলে বিচিত্র কথা সকল ব্যক্ত করিতেছেন, অতএব এ সকলও বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণন করুন্‌। ৫। সেই মুনিপ্রধান মহর্ষিকে এইরূপ বলিলে তিনি বৃষ্ণি-কুলেন্দ্র কৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণের সন্তোষার্থ পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৬।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! আমি দেবদেব-প্রসাদে

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

শৃণু রাজন্ময়া দৃষ্টং যৎ পুরা শ্রুতমেব চ।
অনুভূতঞ্চ রাজেন্দ্র দেবদেবপ্রসাদজম্ ॥ ৭ ॥
ভবিষ্যং সর্ব্বলোকস্য বৃত্তান্তং ভরতর্ষভ।
কলুষং কালমাসাদ্য কথ্যমানং নিবোধ মে ॥ ৮ ॥
কৃতে চতুষ্পাৎ সকলো নির্ব্ব্যাজোপাধিবর্জ্জিতঃ।
বৃষঃ প্রতিষ্ঠিতো ধর্ম্মো মনুষ্যে ভরতর্ষভ ॥ ৯ ॥
অধর্ম্মপাদবিদ্ধস্তু ত্রিভিরংশৈঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।
ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্দ্ধেন ব্যমিশ্রো ধর্ম্ম উচ্যতে ॥ ১০ ॥

যে কিছু দেখিয়াছি, শুনিয়াছি ও অনুভব করিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর। ৭। হে ভরতকুলেন্দ্র! আমি সর্ব্বলোকের কলিকালীন ভবিষ্য বৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৮। হে ভরতেন্দ্র! পূর্ব্বকালে সত্যযুগে ছল ও লোভাদির সংস্রবরহিত ষোড়শ কলায় পরিপূর্ণ চারিপোয়া ধর্ম্ম মনুষ্য-দিগের প্রতি প্রতিষ্ঠিত ছিল। ৯। ত্রেতাযুগে একপোয়া অধর্ম্মে পরিবিদ্ধ, সুতরাং ত্রিপাদ ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত ছিল। দ্বাপরে অর্দ্ধ অধর্ম্মে মিশ্রিত, সুতরাং দ্বিপাদ ধর্ম্ম কথিত

ত্রিভিরংশৈরধর্ম্মস্তু লোকানাক্রম্য তিষ্ঠতি।
তামসং যুগমাসাদ্য তদা ভরতসত্তম ॥ ১১ ॥
চতুর্থাংশেন ধর্ম্মস্তু মনুষ্যানুপতিষ্ঠতি।
আয়ুর্ব্বীর্য্যমথো বুদ্ধির্ব্বলন্তেজশ্চ পাণ্ডব ॥ ১২ ॥
মনুষ্যাণামনুযুগং হ্রসতীতি নিবোধ মে।
রাজানো ব্রাহ্মণা বৈশ্যা শূদ্রাশ্চৈব যুধিষ্ঠির ॥ ১৩ ॥
ব্যাজৈর্ধর্ম্মঞ্চরিষ্যন্তি ধর্ম্মবৈতংসিকা নরাঃ।
সত্যং সংক্ষেপ্স্যন্তে লোকে নরৈঃ পণ্ডিতমানিভিঃ ॥১৪
সত্যহান্যা ততস্তেষামায়ুরল্পং ভবিষ্যতি।

হইয়াছে; এবং তামস কলিযুগে ধর্ম্ম তিন অংশ অধর্ম্মে মিশ্রিত হইয়া মনুষ্যদিগকে আক্রমণপূর্ব্বক অবস্থিতি করে, সুতরাং একপোয়া ধর্ম্ম মনুষ্যদিগের আয়ু, বীর্য্য, আশ্রয় করে। ১০-১২। হে পাণ্ডব! শ্রবণ কর, মনুষ্যদিগের আয়ু, বীর্য্য, বুদ্ধি, বল ও তেজ যুগে যুগে হ্রাস হইয়া থাকে। হে যুধিষ্ঠির! কলিযুগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রেরা ছলপূর্ব্বক ধর্ম্মাচরণ করিবে। মনুষ্যেরা ধর্ম্মজাল বিস্তার করিয়া লোকদিগকে বঞ্চনা করিবে এবং পণ্ডিতম্মন্য হইয়া সত্যকে সংক্ষিপ্ত করিবে; অনন্তর

আয়ুষঃ প্রক্ষয়াদ্বিদ্যাং ন শক্ষ্যন্ত্যপজীবিতুম্ ॥ ১৫ ॥
বিদ্যাহীনানবিদ্যানাল্লোভোহপ্যভিভবিষ্যতি।
লোভক্রোধপরা মূঢ়াঃ কামাসক্তাশ্চ মানবাঃ ॥ ১৬ ॥
বৈরবন্ধা ভবিষ্যন্তি পরস্পরবধৈষিণঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ সংকীর্য্যন্তে পরস্পরম্।
শূদ্রতুল্যা ভবিষ্যন্তি তপঃসত্যবিবর্জিতাঃ ॥ ১৭ ॥
অন্ত্যা মধ্যা ভবিষ্যন্তি মধ্যাশ্চান্ত্যা ন সংশয়ঃ ॥ ১৮ ॥
ঈদৃশো ভবিতা লোকো যুগান্তে পর্য্যুপস্থিতে।
বস্ত্রাণাং প্রবরা শাণী ধান্যানাং কোরদূষকাঃ ॥ ১৯ ॥

তাহাদিগের সত্যহানি হেতু আয়ু অল্প হইবে; আয়ু অল্প হইলে বিদ্যোপজীবী হইতে সমর্থ হইবে না; বিদ্যাহীন হইলে বিজ্ঞানের অভাবহেতু লোভকর্ত্তৃক অভিভূত হইবে; এবং লোভ-ক্রোধ-পরায়ণ, মূঢ় ও কামাসক্ত হইয়া পরস্পর শত্রুতা নিবন্ধন বধৈষী হইবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরা পরস্পর সঙ্কীর্ণ ও তপস্যা-সত্যবিবর্জ্জিত হইয়া শূদ্রতুল্য হইবে।১৩-১৭। অন্ত্যজ ব্যক্তিরা মধ্যম ও মধ্যম জনেরা অন্ত্যজ হইবে, সংশয় নাই। যুগান্ত উপস্থিত হইলে লোক সকল এই প্রকার হইবে। তৎ-

ভার্য্যামিত্রাশ্চ পুরুষা ভবিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে।
মৎস্যামিষেণ জীবন্তো দুহন্তশ্চাপ্যজৈড়কম্॥ ২০ ॥
গোষু নষ্টাসু পুরুষা যেঽপি নিত্যং ধৃতব্রতাঃ।
তেঽপি লোভসমাযুক্তা ভবিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে॥ ২১ ॥
অন্যোঽন্যং পরিমুষ্ণন্তো হিংসয়ন্তশ্চ মানবাঃ।
অজপা নাস্তিকা স্তেনা ভবিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে॥ ২২ ॥
সরিত্তীরেষু কুদ্দালৈর্ব্বাপয়িষ্যন্তি চৌষধীঃ।
তাশ্চাপ্যল্পফলাস্তেষাং ভবিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে॥ ২৩ ॥
শ্রাদ্ধং দৈবেঽপি পুরুষা যেঽপি নিত্যং ধৃতব্রতাঃ।
তেঽপি লোভসমাযুক্তা ভোক্ষ্যন্তীহ পরস্পরম্॥ ২৪ ॥

কালে বস্ত্রের মধ্যে শণ-সূত্রের বস্ত্র ও ধান্যের মধ্যে কোরদূষক ধান্য শ্রেষ্ঠ হইবে। পুরুষেরা ভার্য্যাকেই মিত্র বলিয়া গণ্য করিবে। লোক মৎস্যামিষ দ্বারা জীবন ধারণ করিবে। গো-জাতি বিনষ্ট হইলে ছাগ মেষ দোহন করিবে। পরস্পর পরি-মোষণ ও হিংসা করিবে। জপহীন, নাস্তিক ও চৌর্য্যরত হইবে; এবং নদীতীরেও কুদ্দাল দ্বারা ওষধি বপন করিবে, তাহাও তাঁহাদের পক্ষে অল্প ফলবতী হইবে। ১৮-২৩। যে সকল

পিতা পুত্রস্য ভোক্তা চ পিতুঃ পুত্রস্তথৈব চ।
অতিক্রান্তানি ভোজ্যানি ভবিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে ॥ ২৫ ॥
ন ব্রতানি চরিষ্যন্তি ব্রাহ্মণা বেদনিন্দকাঃ।
ন যক্ষ্যন্তি ন হোষ্যন্তি হেতুবাদবিমোহিতাঃ ॥ ২৬ ॥
নিম্নেষ্বীহাং করিষ্যন্তি হেতুবাদবিমোহিতাঃ।
নিম্নে কৃষিং করিষ্যন্তি যোক্ষ্যন্তি ধুরি ধেনুকাঃ ॥ ২৭ ॥
একহায়নবৎসাংশ্চ যোজয়িষ্যন্তি মানবাঃ।
পুত্রঃ পিতৃবধং কৃত্বা পিতা পুত্রবধং তথা।

পুরুষেরা শ্রাদ্ধ ও দৈবকর্ম্মে ধৃত-ব্রত, তাহারাও পরস্পর লোভী হইয়া পরস্পরের ভোজ্যবস্তু ভোগ করিবে। পিতা পুত্রের ও পুত্র পিতার ভোজ্য বস্তু ভোগ করিবে। যুগক্ষয়ে অতিক্রান্ত বস্তুও ভোগ হইবে। ব্রাহ্মণেরা ব্রতাচরণ করিবে না ও বেদনিন্দক হইবে এবং হেতুবাদে বিমোহিত হইয়া হোম যজ্ঞ করিবে না ও নীচ বিষয়ে স্পৃহা করিবে। মনুষ্যেরা নিম্ন ভূমিতে কৃষি করিবে। ধেনু ও একবর্ষীয় বৎস সকলকে ভার বহনে নিয়োজিত করিবে। পুত্র পিতাকে ও পিতা পুত্রকে বধ করিয়া নিন্দাভাজন হইবে না; প্রত্যুত তাহাতে নিরুদ্বেগ

নিরুদ্বিগো বৃহদ্বাদী ন নিন্দামুপলপ্স্যতে ॥২৮॥
ম্লেচ্ছভূতং জগৎ সর্ব্বং নিষ্ক্রিয়ং যজ্ঞবর্জ্জিতম্ ॥ ২৯ ॥
ভবিষ্যন্তি নিরানন্দমনুৎসবমথো তথা।
প্রায়শঃ কৃপণানাং হি তথা বন্ধুমতামপি ॥ ৩০ ॥
বিধবানাঞ্চ বিত্তানি হরিষ্যন্তীহ মানবাঃ।
স্বল্পবীর্য্যবলাস্তব্ধা লোভমোহপরায়ণাঃ ॥ ৩১ ॥
তৎকথাদানসন্তুষ্টা দুষ্টানামপি মানবাঃ।
প্রতিগ্রহং করিষ্যন্তি মায়াচারপরিগ্রহাঃ ॥ ৩২ ॥
সমাহ্বয়ন্তঃ কৌন্তেয় রাজানঃ পাপবুদ্ধয়ঃ।
পরস্পরবধোদ্যুক্তা মূর্খাঃ পণ্ডিতমানিনঃ ॥ ৩৪ ॥

ও অতিরিক্ত বাদী হইবে। ২৪-২৮। সকল জগৎ নিষ্ক্রিয়, যজ্ঞ-বর্জ্জিত, নিরানন্দ ও উৎসবহীন হইয়া ম্লেচ্ছভূত হইবে। মনুষ্যেরা প্রায় বন্ধুহীন, দীন ও বিধবাদিগেরও ধন হরণ করিবে এবং স্বল্প-বীর্য্যবল, জ্ঞানহীন, লোভমোহ-পরায়ণ ও পাপাচার-পরিগ্রহ হইয়া দুষ্টদিগের অসৎ বাক্য পূর্ব্বক দানেও সন্তোষ প্রকাশ করিয়া প্রতিগ্রহ স্বীকার করিবে। হে কৌন্তেয়! পাপবুদ্ধি মূর্খ ভূপতিগণ পণ্ডিতাভিমানী হইয়া পরস্পরকে আহ্বান করত

ভবষ্যন্তি যুগস্যান্তে ক্ষত্রিয়া লোককণ্টকাঃ।
অরক্ষিতারো লুব্ধাশ্চ মানাহঙ্কারদর্পিতাঃ॥ ৩৪॥
কেবলং দণ্ডরুচয়ো ভবিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে।
আক্রম্যাক্রম্য সাধূনাং দারাংশ্চাপি ধনানি চ॥ ৩৬॥
ভোক্ষ্যন্তে নিরনুক্রোশা রুদতামপি ভারত।
ন কন্যাং যাচতে কশ্চিন্নাপি কন্যা প্রদীয়তে॥ ৩৬॥
স্বয়ংগ্রাহা ভবিষ্যন্তি যুগান্তে সমুপস্থিতে।
রাজানশ্চাপ্যসন্তুষ্টাঃ পরার্থান্ মূঢ়চেতসঃ॥ ৩৭॥

পরস্পরবধে উদ্‌যুক্ত হইবে। ২৯-৩৪। ক্ষত্রিয়েরা লোকরক্ষিতা হইবে না, প্রত্যুত লোকের কণ্টকস্বরূপ হইবে এবং অভিমান ও অহঙ্কারে দর্পিত ও লুব্ধ হইয়া কেবল দণ্ডবিধানেই অনুরাগী হইবে। হে ভারত! তাহারা সাধু ব্যক্তিদিগের প্রতি বারংবার আক্রমণ করিয়া তাঁহারা ক্রন্দন করিলেও নির্দ্দয় হইয়া তাঁহাদিগের কলত্র বিত্ত গ্রহণ-পূর্ব্বক ভোগ করিবে। কেহ্ কাহারও নিকট কন্যা প্রার্থনা বা কাহাকে কন্যা প্রদান করিবে না।৩৫-৩৬। কন্যাগণ স্বয়ংই পতি গ্রহণ করিবে। মূঢ়চেতা অসন্তুষ্ট রাজারা সর্ব্ববিধ উপায়ে পরধন হরণ করিবে। তৎকালে

সর্ব্বোপায়ৈর্হরিষ্যন্তি যুগান্তে পর্য্যুপস্থিতে।
ম্লেচ্ছীভূতং জগৎ সর্বং ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৩৮ ॥
হস্তো হস্তং পরিমুষেদ্‌যুগান্তে সমুপস্থিতে।
সত্যং সংক্ষিপ্যতে লোকে নরৈঃ পণ্ডিতমানিভিঃ ॥ ৩৯
স্থবিরা বালমতয়ো বালাঃ স্থবিরবুদ্ধয়ঃ।
ভীরুস্তথা শূরমানী শূরা ভীরুবিষাদিনঃ ॥ ৪০ ॥
ন বিশ্বসন্তি চান্যোঽন্যং যুগান্তে পর্য্যুপস্থিতে।
একহার্য্যং যুগং সর্ব্বং লোভমোহব্যবস্থিতম্ ॥ ৪১ ॥
অধর্ম্মো বর্দ্ধতে তত্র ন তু ধর্ম্মঃ প্রবর্ত্ততে।

সমুদায় জগৎ ম্লেচ্ছীভূত হইবে, সংশয় নাই। ৩৭-৩৮। সহোদরও সহোদরকে প্রবঞ্চনা করিবে। এই সংসারে মনুষ্যেরা পণ্ডিত-মন্য হইয়া সত্যকে স্বল্প করিবে। বৃদ্ধেরা বালক-মতি ও বালকেরা স্থবিরমতি হইবে। ভীরু ব্যক্তিরা শূরাভিমানী ও শূর ব্যক্তিরা ভীরুর ন্যায় বিষণ্ণ হইবে। ৩৯-৪০। মনুষ্যেরা পরস্পর পরস্পরকে বিশ্বাস করিবে না। রথ-যুগাদি সমস্ত যুগই লোভ মোহপ্রযুক্ত হইয়া একবাহন দ্বারা বাহিত হইবে। ৪১। তৎকালে অধর্ম্ম বর্দ্ধিত হইবে, ধর্ম্ম প্রবর্ত্তমান থাকিবে না।

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা ন শিষ্যন্তি জনাধিপ ॥ ৪২ ॥
একবর্ণস্তদা লোকো ভবিষ্যতি যুগক্ষয়ে ।
ন ক্ষংস্যতি পিতা পুত্রং পুত্রশ্চ পিতরং তথা ॥ ৪৩ ॥
ভার্য্যাশ্চ পতিশুশ্রূষাং ন করিষ্যন্তি সংক্ষয়ে ।
যে যবান্না জনপদা গোধূমান্নাস্তথৈব চ ॥ ৪৪ ॥
তান্ দেশান্ সংশ্রয়িষ্যন্তি যুগান্তে পর্য্যুপস্থিতে ।
স্বৈরাচারাশ্চ পুরুষা যোষিতশ্চ বিশাম্পতে ॥ ৪৫ ॥
অন্যোন্যং ন সহিষ্যন্তি যুগান্তে সমুপস্থিতে ।
ম্লেচ্ছীভূতং জগৎ সর্ব্বং ভবিষ্যতি যুধিষ্ঠির ॥ ৪৬ ॥
ন শ্রাদ্ধৈস্তর্পয়িষ্যন্তি দেবতানীহ মানবাঃ ।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অবশিষ্ট থাকিবে না, লোকমাত্রই একবর্ণ হইবে। পিতা পুত্রকে ও পুত্র পিতাকে ক্ষমা করিবে না।৪২-৪৩। ভার্য্যা পতিশুশ্রূষায় রত হইবে না। যে সকল দেশে যবান্ন ও গোধূমান্ন প্রধান ভক্ষ্য, লোকে সেই সকল দেশ আশ্রয় করিবে। হে নরনাথ! স্ত্রী ও পুরুষ সকলেই স্বেচ্ছাচারী হইবে এবং পরস্পর কাহারও কোন বিষয় সহ্য করিবে না! সকল জগৎ ম্লেচ্ছীভূত হইবে।৪৪-৪৬। মানবেরা শ্রাদ্ধ দ্বারা

ন কশ্চিৎ কস্যচিচ্ছ্রোতা ন কশ্চিৎ কস্যচিদ্গুরুঃ॥ ৪৭
তমোগ্রস্তস্তদা লোকো ভবিষ্যতি জনাধিপ।
পরমায়ুশ্চ ভবিতা তদা বর্ষাণি ষোড়শ॥ ৪৮॥
ততঃ প্রাণান্ বিমোক্ষ্যন্তি যুগান্তে সমুপস্থিতে।
পঞ্চমে বাথ ষষ্ঠে বা বর্ষে কন্যা প্রসূয়তে॥ ৪৯॥
সপ্তবর্ষাষ্টবর্ষাশ্চ প্রজাস্যন্তি নরাস্তদা।
পত্যৌ স্ত্রী তু তদা রাজন্ পুরুষো বা স্ত্রিয়ম্প্রতি॥৫০
যুগান্তে রাজশার্দ্দূল ন তোষমুপযাস্যতি।
অল্পদ্রব্যা বৃথালিঙ্গা হিংসা চ প্রভবিষ্যতি॥ ৫১॥

দেবগণের তৃপ্তি সাধন করিবে না, কেহ কাহারও সকাশে শ্রোতা হইবে না, কেহ কাহারও গুরু হইবে না। ৪৭। সমস্ত লোক তমোগুণগ্রস্ত হইবে। তৎকালে লোকের পরমায়ু ষোড়শবর্ষ। তাহার পরেই প্রাণ পরিত্যাগ হইবে; পঞ্চম বা ষষ্ঠবয়স্কা কন্যার এবং সপ্তম বা অষ্টম বর্ষ বয়স্ক পুরুষের সন্তান হইবে। হে রাজেন্দ্র! সেই যুগান্তকালে স্ত্রী পতির প্রতি ও পতি স্ত্রীর প্রতি পরিতুষ্ট থাকিবে না।৪৮-৫০। লোকের অল্প সম্পত্তি, বৃথা ধর্ম্মচিহ্ন ধারণ ও হিংসায় প্রবৃত্তি হইবে। কেহ কাহারও দাতা হইবে

ন কশ্চিৎ কস্যচিদ্দাতা ভবিষ্যতি যুগক্ষয়ে।
অট্টশূলা জনপদাঃ শিবশূলাশ্চতুষ্পদঃ ॥ ৫২ ॥
কেশশূলাঃ স্ত্রিয়শ্চাপি ভবিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে।
ম্লেচ্ছাচারাঃ সর্ব্বভক্ষা দারুণাঃ সর্ব্বকর্ম্মসু ॥ ৫৩ ॥
ভাবিনঃ পশ্চিমে কালে মনুষ্যা নাত্র সংশয়ঃ।
ক্রয়বিক্রয়কালে চ সর্ব্বঃ সর্ব্বস্য বঞ্চনম্ ॥ ৫৪ ॥
যুগান্তে ভরতশ্রেষ্ঠ বিত্তলোভাৎ করিষ্যতি।
জ্ঞানানি চাপ্যবিজ্ঞায় করিষ্যন্তি ক্রিয়াস্তথা ॥ ৫৫ ॥
আত্মচ্ছন্দেন বর্ত্তন্তে যুগান্তে সমুপস্থিতে।
স্বভাবাৎ ক্রূরকর্ম্মাণশ্চাগোহন্যমভিশংসিনঃ ॥ ৫৬ ॥

না। জনপদ অন্নকষ্টে আর্ত্ত, চতুষ্পথ লম্পট ও বেশ্যাতে পরিব্যাপ্ত ও পত্নী পতিদ্বেষিণী হইবে। মনুষ্যেরা ম্লেচ্ছাচা- সর্ব্বভক্ষ্য ও সকল কর্ম্মেতে নিষ্ঠুর হইবে সংশয় নাই। সক লেই ধনলোভী হইয়া ক্রয়-বিক্রয়-কালে সকলকে বঞ্চনা করিবে। শাস্ত্র না জানিয়া ক্রিয়া-কলাপ করিবে ও স্বেচ্ছাচারী হইবে।৫১-৫৫। সকলে স্বভাবতই নিষ্ঠুর কর্ম্ম ও পরস্পর পর- স্পরের নিন্দাবাদ করিবে। ব্যথারহিত হইয়া আরাম ও বৃক্ষ

ভবিতারো জনাঃ সর্ব্বে সংপ্রাপ্তে তু যুগক্ষয়ে।
আরামাংশ্চৈব বৃক্ষাংশ্চ নাশয়িষ্যন্তি নির্ব্ব্যথাঃ ॥ ৫৭ ॥
ভবিতা সংশয়ো লোকে জীবিতস্য হি দেহিনাম্।
তথা লোভাভিভূতাশ্চ ভবিষ্যন্তি নরা নৃপ ॥ ৫৮ ॥
ব্রাহ্মণাংশ্চ হনিষ্যন্তি ব্রাহ্মণস্বোপভোগিনঃ।
হাহাকৃতা দ্বিজাশ্চৈব ভয়ার্ত্তা বৃষণার্দ্দিতাঃ ॥ ৫৯ ॥
ত্রাতারমলভন্তো বৈ ভ্রমিষ্যন্তি মহীমিমাম্।
জীবিতান্তকরাঃ ক্রূরা রৌদ্রাঃ প্রাণিবিহিংসকাঃ ॥ ৬০
যদা ভবিষ্যন্তি নরাস্তদা সংক্ষেপ্স্যতে যুগম্।
আশ্রয়িষ্যন্তি চ নদীঃ পর্ব্বতান্ বিষমাণি চ ।। ৬১ ।।

বিনষ্ট করিবে। ৫৬-৫৭। দেহীদিগের জীবনের সংশয় হইবে। হে নৃপ! নৃপতিগণ লোভাভিভূত হইয়া ব্রহ্মস্ব উপভোগ ও ব্রাহ্মণগণকে নিহিত করিবে। দ্বিজগণ ভয়ার্ত্ত ও শূদ্রপীড়িত হইয়া রক্ষিতার অলাভে হাহাকার করিয়া এই পৃথিবীতে ভ্রমণ করিবে। যখন মনুজগণ জীবনান্তকারী, নিষ্ঠুর, ভীষণ-স্বভাব ও প্রাণিহিংসক হইয়া উঠিবে, তখন যুগের শেষ হইবে। হে কুরুকুল-নন্দন! দ্বিজগণ দস্যুগণকর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া কাকের

প্রধাবমানা বিত্রস্তা দ্বিজাঃ কুরুকুলোদ্বহ ।
দস্যুভিঃ পীড়িতা রাজন্ কাকা ইব দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৬২
কুরাজভিশ্চ সততং করভারপ্রপীড়িতাঃ ।
ধৈর্য্যং ত্যক্ত্বা মহীপাল দারুণে যুগসংক্ষয়ে ।। ৬৩ ।।
বিকর্ম্মাণি করিষ্যন্তি শূদ্রাণাং পরিচারকাঃ ।
শূদ্রা ধর্ম্মং প্রবক্ষ্যন্তি ব্রাহ্মণাঃ পর্য্যুপাসকাঃ ।। ৬৪ ।।
শ্রোতারশ্চ ভবিষ্যন্তি প্রামাণ্যেন ব্যবস্থিতাঃ ।
বিপরীতশ্চ লোকোঽয়ং ভবিষ্যত্যধরোত্তরঃ ।। ৬৫ ।।
এডুকান্ পূজয়িষ্যন্তি বর্জয়িষ্যন্তি দেবতাঃ ।
শূদ্রাঃ পরিচরিষ্যন্তি ন দ্বিজান্ যুগসংক্ষয়ে ।। ৬৬ ।।

ন্যায় শঙ্কিত ও ত্রাসযুক্ত হইয়া ধাবনপূর্ব্বক নদী, পর্ব্বত ও বিষম স্থান আশ্রয় করিবে। প্রধান ব্রাহ্মণেরাও সতত কু-রাজার করভারে প্রপীড়িত হইবে এবং ধৈর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক শূদ্রের পরিচারক হইয়া নিন্দিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। শূদ্রেরা ধর্ম্মোপদেশ করিবে এবং ব্রাহ্মণেরা তাহাতে প্রামাণ্য নিশ্চয় করিয়া উপাসক ও শ্রোতা হইবে। নীচ ব্যক্তি বড় হইবে, সকল সংসার বিপরীত ধর্ম্মে সমাক্রান্ত হইবে। লোকে দেবতা

আশ্রমেষু মহর্ষীণাং ব্রাহ্মণাবসথেষু চ।
দেবস্থানেষু চৈত্যেষু নাগানামালয়েষু চ ॥ ৬৭ ॥
এডুকচিহ্না পৃথিবী ন দেবগৃহভূষিতা।
ভবিষ্যতি যুগে ক্ষীণে তদ্‌যুগান্তস্য লক্ষণম্ ॥ ৬৮ ।
যদা রৌদ্রা ধর্ম্মহীনা মাংসাদাঃ পানপাস্তথা।
ভবিষ্যন্তি নরা নিত্যং তদা সংক্ষেপ্স্যতে যুগম্ ॥ ৬৯
পুষ্পং পুষ্পে যদা রাজন্ ফলে বা ফলমাশ্রিতম্।
প্রজাস্যতি মহারাজ তদা সংক্ষেপ্স্যতে যুগম্ ॥৭০॥

ত্যাগ করিয়া ভিত্তির অভ্যন্তরে অস্থি ন্যস্ত করত তাহার পূজা করিবে। শূদ্রেরা দ্বিজগণের পরিচর্য্যা করিবে না। মহর্ষিগণের আশ্রমে, ব্রাহ্মণগণের চতুষ্পাঠীতে, দেবস্থানে, যজ্ঞায়তনে ও নাগালয়ে পৃথিবী অস্তচ্ছন্তকীকস ভিত্তিদ্বারা অঙ্কিতা হইবে, দেবগৃহ দ্বারা ভূষিতা হইবে না। তাহাই যুগান্তের লক্ষণ জানিবে। যখন মনুষ্যেরা নিষ্ঠুর, ধর্ম্মহীন,মাংসাশী ও পানপায়ী হইবে, তখন যুগের উপসংহার হইবে। যখন পুষ্পে পুষ্প ও ফলে ফলে জন্মিবে, তখন যুগের উপসংহার হইবে। ৫৮-৭০। তখন

অকালবর্ষ্য পর্জন্যো ভবিষ্যতি গতে যুগে।
আক্রমেণ মনুষ্যাণাং ভবিষ্যন্তি তদা ক্রিয়াঃ ॥ ৭১ ॥
বিরোধমথ যাস্যন্তি বৃষলা ব্রাহ্মণৈঃ সহ।
মহী ম্লেচ্ছজনাকীর্ণা ভবিষ্যতি ততাঽচিরাৎ ॥ ৭২॥
করভারভয়াদ্বিপ্রা ভজিষ্যন্তি দিশো দশ।
নির্ব্বিশেষা জনপদাস্তদা বিষ্টিকরাদিতাঃ ॥ ৭৩ ॥
আশ্রমানুপলপ্স্যন্তি ফলমূলোপজীবিনঃ।
এবং পর্য্যাকুলে লোকে মর্য্যাদা ন ভবিষ্যতি ॥ ৭৪॥

পর্জন্য অকালবর্ষী হইবে, মনুষ্যদিগের সহিত বিরোধ করিবে। তদনন্তর অচিরকালেই পৃথিবী ম্লেচ্ছজনে সমাকীর্ণা হইবে। বিপ্রেরা করভারভয়ে দিক্ বিদিক্ গমন করিবে। সমস্ত দেশীয় লোক আচার-ব্যবহারে প্রভেদ-রহিত হইবে এবং অবৈধ কর্ম্মকরণে পীড়িত হইয়া আশ্রমকে আশ্রয় করত ফল-মূলোপজীবী হইবে। লোক সকল এইরূপ পর্য্যাকুল হইলে কোন নিয়ম অবধারিত থাকিবে না। শিষ্যগণ বিপ্রিয়কারী হইয়া গুরুর উপদেশে বর্ত্তমান থাকিবে না। আচার্য্য নির্ধন

ন স্থাস্যন্ত্যপদেশে চ শিষ্যা বিপ্রিয়কারিণঃ।
আচার্য্যোঽপনিধিশ্চৈব ভৎর্সস্যতে তদনন্তরং॥ ৭৫॥
অর্থযুক্ত্যা প্রবৎস্যন্তি মিত্রসম্বন্ধিবান্ধবাঃ।
অভাবঃ সর্ব্বভূতানাং যুগান্তে সম্ভবিষ্যতি॥ ৭৬॥
দিশঃ প্রজ্বলিতাঃ সর্ব্বা নক্ষত্রাণ্যপ্রভাণি চ।
জ্যোতীংষি প্রতিকূলানি বাতাঃ পর্য্যাকুলাস্তথা॥৭৭॥
উল্কাপাতাশ্চ বহবো মহাভয়নিদর্শকাঃ।
ষড়্ভিরন্যৈশ্চ সহিতো ভাস্করঃ প্রতপিষ্যতি॥ ৭৮॥
তুমুলাশ্চাপি নির্হ্রাদা দিগ্দাহাশ্চাপি সর্ব্বশঃ।
কবন্ধান্তর্হিতো ভানুরুদয়াস্তমনে তদা॥ ৭৯॥

হইয়া লোকের নিকট ধিক্কৃত হইবে। মিত্র, সম্বন্ধী ও বান্ধবগণ অর্থযোগেই মিত্রতাদির কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। কোন প্রাণীরই অভাব মোচন হইবে না। দিক্ সকল প্রজ্বলিত, জ্যোতির্গণ প্রখর, নক্ষত্রমণ্ডল প্রভাহীন, সমীরণ পর্য্যাকুল ও মহাভয়সূচক বহুসংখ্য উল্কাপাত হইবে। সপ্ত সূর্য্য উত্তাপ প্রদান করিবে এবং সর্ব্বত্র তুমুল নির্ঘোষ ও

অকালবর্ষী ভগবান্ ভবিষ্যতি সহস্রদৃক্।
শস্যানি চ ন রোক্ষ্যন্তি যুগান্তে পর্য্যুপস্থিতে॥ ৮০
অভীক্ষ্ণং ক্রূরবাদিন্যঃ পরুষা রুদিতপ্রিয়াঃ।
ভর্তৃণাং বচনে চৈব ন স্থাস্যন্তি তদা স্ত্রিয়ঃ॥ ৮১॥
পুত্রাশ্চ মাতাপিতরৌ হনিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে।
সূদয়িষ্যন্তি চ পতীন্ স্ত্রিয়ঃ পুত্রানপাশ্রিতাঃ॥ ৮২॥
অপর্ব্বণি মহারাজ সূর্য্যং রাহুরুপেষ্যতি।
যুগান্তে হুতভুক্ চাপি সর্ব্বতঃ প্রজ্বলিষ্যতি॥ ৮৩॥

দিগ্দাহ হইতে থাকিবে। তৎকালে দিবাকর উদয়াস্তমনে রাহু দ্বারা আচ্ছাদিত হইবে। ভগবান্ সহস্রলোচন ইন্দ্র অকালবর্ষী হইবেন, শস্য জন্মিবে না। স্ত্রীগণ পুনঃপুনঃ নিষ্ঠুরভাষিণী, নির্দ্দয়া ও রোদন-প্রিয়া হইবে এবং পতি-বাক্য গ্রহণ করিবে না। পুত্রগণ পিতা ও মাতাকে বধ করিবে। স্ত্রীগণ কাহারও আশ্রিতা না হইয়া পতি ও পুত্রগণের হিংসা করিবে। ৭১-৮২। মহারাজ! রাহু অপর্ব্ব-দিনেও দিবাকরকে গ্রাস করিবে। অগ্নি সর্ব্বত্র প্রজ্বলিত

পানীয়ং ভোজনঞ্চাপি যাচমানাস্তদাধ্বগাঃ।
ন লপ্স্যন্তে নিবাসঞ্চ নিরস্তাঃ পথি শেরতে ॥ ৮৪ ॥
নির্ঘাতা বায়সা নাগাঃ শকুনাঃ সমৃগদ্বিজাঃ।
রুক্ষা বাচো বিমোক্ষ্যন্তি যুগান্তে পর্য্যুপস্থিতে ॥ ৮৫
মিত্রং সম্বন্ধিনশ্চাপি সন্ত্যক্ষ্যন্তি নরাস্তদা।
জনং পরিজনঞ্চাপি যুগান্তে পর্য্যুপস্থিতে ॥ ৮৬ ॥
অথ দেশান্ দিশশ্চাপি পত্তনানি পুরাণি চ।
ক্রমশঃ সশ্রয়িষ্যন্তি যুগান্তে পর্য্যুপস্থিতে ॥ ৮৭ ॥

হইতে থাকিবে। পথিকেরা অন্ন, পান ও বাসস্থান যাচ্ঞা করিয়াও প্রাপ্ত হইবে না, পরিশেষে নিরস্ত হইয়া পথিমধ্যে শয়ন করিয়া থাকিবে। কাক, শকুন, নাগপ্রভৃতি পশুপক্ষিগণ ভীষণ শব্দের সহিত রুক্ষ বাক্য প্রয়োগ করিবে। মনুষ্যেরা মিত্র, সম্বন্ধী ও পরিজনকে পরিত্যাগ করিবে এবং দেশ হইতে দেশান্তর, দিক্ হইতে দিগন্তর ও নগর হইতে নগরান্তর ক্রমশঃ আশ্রয় করিবে। পরস্পর পরস্পরকে, হা তাত! হা পুত্র! এইরূপ সুদারুণ বাক্য বলিয়া

হা তাত হা সুতেত্যেবং তদা বাচঃ সুদারুণাঃ।
বিক্রোশমানশ্চান্যোঽন্যং জনো গাং পর্য্যটিষ্যতি ।।৮৮।
ততস্তুমুলসঙ্ঘাতে বর্ত্তমানে যুগক্ষয়ে।
দ্বিজাতিপূর্ব্বকো লোকঃ ক্রমেণ প্রভবিষ্যতি ।। ৮৯ ।
ততঃ কালান্তরেঽন্যস্মিন্ পুনর্লোকবিবৃদ্ধয়ে।
ভবিষ্যতি পুনর্দৈবমনুকূলং যদৃচ্ছয়া ।। ৯০ ।।
যদা সূর্য্যশ্চ চন্দ্রশ্চ তথা তিষ্যবৃহস্পতী।
একরাশৌ সমেষ্যন্তি প্রবৎস্যতি তদা কৃতম্ ।। ৯১ ।

রোদন করত পৃথিবী পর্য্যটন করিতে থাকিবে। ৮৩-৮৮ সেই তুমুল-সংঘাত যুগান্তসময় অতীত হইলে পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি ক্রমশঃ হইবে। সেই তুমুল যুগক্ষয়ের পর কালান্তরের পুনর্ব্বার লোক-বৃদ্ধি নিমিত্ত, যদৃচ্ছানুসারে দৈব অনুকূল হইবে। যখন চন্দ্র, সূর্য্য ও বৃহস্পতি পুষ্যা নক্ষত্রে একরাশিগত হইবে, তখন সত্যযুগ প্রবৃত্ত হইবে। তখন পর্জন্য যথাকালে বর্ষণ করিবে। নক্ষত্র সকল শুভ-জনক হইবে। গ্রহগণ যথাক্রমে গমন করত অনুকূল হইবে; সুভিক্ষ, আরোগ্য, নিরাময় ও সমস্ত শুভ হইবে। বিষ্ণু-

কালবর্ষী চ পর্জ্জন্যো নক্ষত্রাণি শুভানি চ ।
প্রদক্ষিণা গ্রহাশ্চাপি ভবিষ্যন্ত্যনুলোমগাঃ ।। ৯২ ।।
ক্ষেমং সুভিক্ষমারোগ্যং ভবিষ্যতি নিরাময়ম্ ।
কল্কী বিষ্ণুযশা নাম দ্বিজঃ কালপ্রচোদিতঃ ।। ৯৩ ।।
উপৎস্যতে মহাবীর্য্যো মহাবুদ্ধিপরাক্রমঃ ।
সম্ভূতঃ সম্ভলগ্রামে ব্রাহ্মণাবসথে শুভে ।। ৯৪ ।।
মনসা তস্য সর্ব্বাণি বাহনান্যায়ুধানি চ ।
উপস্থাস্যন্তি যোধাশ্চ শস্ত্রাণি কবচানি চ ।। ৯৫ ।।
স ধর্ম্মবিজয়ী রাজা চক্রবর্ত্তী ভবিষ্যতি ।
স চেমং সংকুলং লোকং প্রসাদমুপনেষ্যতি ।। ৯৬ ।।

যশাবংশীয় কল্কী নামে দ্বিজ কাল-প্রেরিত হইয়া উৎপন্ন হইবেন। সম্ভল গ্রামে ব্রাহ্মণগৃহে উৎপন্ন সেই কল্কী মহা-বুদ্ধিমান্ মহাপরাক্রম মহাবলবান্ হইবেন। তাঁহার সঙ্কল্প দ্বারা বাহন, অস্ত্র, শস্ত্র, কবচ ও যোধগণ সমস্ত উপস্থিত হইবে। তিনি ধর্ম্মবিজয়ী চক্রবর্ত্তী রাজা হইয়া এই সঙ্কুল লোকের প্রতি প্রসন্ন হইবেন। তিনি উদারবুদ্ধি দীপ্তিমান্ ব্রাহ্মণ

উত্থিতো ব্রাহ্মণো দীপ্তঃ ক্ষয়ান্তকৃদুদারধীঃ।
সংক্ষেপকো হি সর্ব্বস্য যুগস্য পরিবর্ত্তকঃ। ৯৭।।
স সর্ব্বত্র গতান্ ক্ষুদ্রান্ ব্রাহ্মণৈঃ পরিবারিতঃ।
উৎসাদয়িষ্যতি তদা সর্ব্বম্লেচ্ছগণান্ দ্বিজঃ।। ৯৮।।

রূপে উত্থিত হইয়া সমস্ত জগতের উপসংহারের পর যুগক্ষয়ে অন্তকারী হইয়া যুগের পরিবর্ত্তক হইবেন। তৎকালে তিনি ব্রাহ্মণগণে পরিবৃত হইয়া সর্ব্বত্রস্থ সর্ব্ব-ম্লেচ্ছগণকে উৎসাদিত করিবেন। ৮৯-৯৮।

চতুর্থাংশ সম্পূর্ণ।

মহাভারতোক্ত কলি-মাহাত্ম্য সমাপ্ত।

পঞ্চমাংশঃ।

—:*:—

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

শক্র উবাচ।

ভিন্যে মায়ামসূয়াঞ্চ বধঞ্চৈব তপস্বিনাম্।
সাধয়ন্তি নরাস্তত্র তমসা ব্যাকুলেন্দ্রিয়াঃ ॥ ১ ॥
কলৌ প্রমাদকো রোগঃ সততং ক্ষুদ্ভয়ানি চ।
অনাবৃষ্টিভয়ং ঘোরং দেশানাঞ্চ বিপর্য্যয়ঃ ॥ ২ ॥
ন প্রামাণ্যং শ্রুতেরস্তি নৃণাঞ্চাধর্ম্মসেবনং।
অধার্ম্মিকাস্ত্বনাচারা মহাকোপাল্পচেতসঃ ॥ ৩ ॥

ইন্দ্র বলিলেন, কলিযুগে মনুষ্যেরা তমোগুণে ব্যাকুলেন্দ্রিয় হইয়া মায়া ও অসূয়াতে অভিভূত হইবে এবং তপস্বিগণের বধে নিয়ত রত থাকিবে; কলিকালে প্রমাদ, সতত রোগ, ক্ষুধা, ভয়, ঘোর অনাবৃষ্টি ভয়, ও দেশের বিপর্য্যয় ঘটিবে। কলিকালে শাস্ত্রের আর প্রামাণ্য থাকিবে না, মনুষ্যেরা নিয়ত অধর্ম্মপরায়ণ হইবে এবং সকলে অধার্ম্মিক, অনাচার, মহাক্রোধী ও নীচচেতা হইবে। কলি-

অনৃতং ব্রুবতে লুব্ধাস্তিষ্যে জাতাশ্চ দুষ্প্রজাঃ।
দুরিষ্টৈর্দুরধীতৈশ্চ দুরাচারৈর্দুরাগমৈঃ॥ ৪ ॥
বিপ্রাণাং কর্ম্মদোষেণ প্রজানাং জায়তে ভয়ম্।
নাধীয়ন্তে তদা বেদান্ ন যজন্তি দ্বিজাতয়ঃ॥ ৫ ॥
উৎসীদন্তি নরাশ্চৈব ক্ষত্রিয়াশ্চ বিশঃ ক্রমাৎ।
শূদ্রাণাং মন্ত্রযোগেন সম্বন্ধো ব্রাহ্মণৈঃ সহ॥ ৬॥
ভবতীহ কলৌ তস্মিন্ শয়নাশনভোজনৈঃ।
রাজানঃ শূদ্রভূয়িষ্ঠা ব্রাহ্মণান্ বাধয়ন্তি তে॥ ৭ ॥

কালোৎপন্ন নিন্দিত প্রজাগণ দুরভিসন্ধি ও দুরভিলাষই আশ্রয় করিবে এবং দুরাচার ও দুরাগমসম্পন্ন হইয়া নিয়ত অনৃত-বাক্য প্রয়োগ করিবে, লোভী হইবে। ঐ কলি-যুগে ব্রাহ্মণের কর্ম্মদোষেই প্রজাদিগের ভয় জন্মিবে এবং সে সময় ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যয়ন পরিত্যাগ করিবেন এবং যাজনকার্য্যও পরিত্যাগ করিবেন। ক্ষত্রিয় বৈশ্যগণ ক্রমশঃ উৎসাদ প্রাপ্ত হইবে। শূদ্রগণের ব্রাহ্মণের সহিত মন্ত্রোপ-দেশ যোগে সম্বন্ধ জন্মিবে; এবং একত্র শয়ন-ভোজনাদিতেও [illegible] সম্বন্ধ থাকিবে। নৃপতিগণ

ভ্রূণহত্যা বীরহত্যা প্রজায়ন্তে প্রজাসু বৈ।
শূদ্রাশ্চ-ব্রাহ্মণাচারাঃ শূদ্রাচারাশ্চ ব্রাহ্মণাঃ ॥ ৮
রাজবৃত্তিস্থিতাশ্চৌরাশ্চৌরাচারাশ্চ পার্থিবাঃ।
একপত্ন্যো ন শিষ্যন্তি বর্দ্ধিষ্যন্ত্যভিসারিকাঃ ॥ ৯
বর্ণাশ্রমপ্রতিষ্ঠা নো জায়তে নৃষু সর্ব্বতঃ।
তদা স্বল্পফলা ভূমিঃ ক্বচিচ্চাপি মহাফলা ॥ ১০
অরক্ষিতারো হর্ত্তারঃ পার্থিবাশ্চ শিলাশন।
শূদ্রা ব জ্ঞানিনঃ সর্ব্বে ব্রাহ্মণৈরভিবন্দিতাঃ ১১ ॥

প্রায়ই শূদ্র হইবেন এবং তাঁহারা নিয়ত ব্রাহ্মণের পীড়া দিবেন। কলিকালে এই ভারতভূমিতে প্রজাতে ভ্রূণহত্যা বীরহত্যা প্রভৃতি দোষ জন্মিবে; এবং শূদ্রেরা ব্রাহ্মণের আচার ও ব্রাহ্মণগণ শূদ্রের আচার অবলম্বন করিবেন। চোরেরা রাজার বৃত্তি অবলম্বন করিবে, আর রাজারা চৌরাচার অবলম্বন করিবেন। পতিব্রতার ভাগ কম হইবে আর ব্যভিচারিণীর অংশ বৃদ্ধি পাইবে। মনুষ্য আর বর্ণাশ্রমের নিয়মে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে না। ঐ কলি-কালে পৃথিবী অল্পফলা হইবেন, কোন কোন স্থলে বা বহুফল

অক্ষত্রিয়াশ্চ রাজানো বিপ্রাঃ শূদ্রোপজীবিনঃ।
আসনস্থা দ্বিজান্ দৃষ্ট্বা ন চলন্ত্যল্পবুদ্ধয়ঃ ॥ ১২ ॥
তাড়য়ন্তি দ্বিজেন্দ্রাংশ্চ শূদ্রা বৈ স্বল্পবুদ্ধয়ঃ।
আস্যে নিধায় বৈ হস্তং কর্ণে শূদ্রস্য বৈ দ্বিজাঃ ॥১৩॥
নীচস্যেব তদা বাক্যং বদন্তি বিনয়েন তম্।
উচ্চাসনস্থান্ শূদ্রাংশ্চ দ্বিজমধ্যে দ্বিজর্ষভ ॥ ১৪ ॥
জ্ঞাত্বা ন হিংসতে রাজা কলৌ কালবশেন তু।
পুষ্পৈশ্চ বাসিতৈশ্চৈব তথান্যৈর্মঙ্গলৈঃ শুভৈঃ ॥১৫॥

জন্মিবে। রাজারা আর রক্ষক থাকিবে না, কেবল হরণ করিতেই রত থাকিবেন। শূদ্রসকল জ্ঞানী হইবে ও ব্রাহ্মণগণ নিয়ত তাহাদিগকে বন্দনা করিবেন; রাজা অক্ষত্রিয় হইবেন এবং বিপ্রগণ শূদ্রোপজীবী হইবেন। উচ্চাসনোপবিষ্ট অল্পবুদ্ধি শূদ্রগণ ব্রাহ্মণকে দেখিয়াও উচ্চাসন হইতে চলিত হইবে না; স্বল্পবুদ্ধি শূদ্রগণ দ্বিজেন্দ্রগণকে নিয়ত তাড়না করিবে। ব্রাহ্মণগণ নীচ ব্যক্তির ন্যায় শূদ্রের কর্ণের নিকটে মুখ রাখিয়া আপন মুখের নিকটে হাত রাখিয়া বিনীতভাবে সেই শূদ্রের সহিত কথোপকথন করি

শূদ্রানভ্যর্চ্চয়ন্ত্যল্প-শ্রুতভাগ্যবলান্বিতাঃ
ন প্রেক্ষন্তে গর্ব্বিতাশ্চ শূদ্রা দ্বিজবরান্ দ্বিজ ।। ১৬।।
সেবাবসরমালোক্য দ্বারে তিষ্ঠন্তি বৈ দ্বিজাঃ।
বাহনস্থান্ সমাবৃত্য শূদ্রান্ শূদ্রোপজীবিনঃ ।। ১৭।।
সেবন্তে ব্রাহ্মণাস্তত্র স্তুবন্তি স্তুতিভিঃ কলৌ ।
তপোযজ্ঞফলানাঞ্চ বিক্রেতারো দ্বিজোত্তমাঃ ।। ১৮ ।।
যতয়শ্চ ভবিষ্যন্তি বহবোঽস্মিন্ কলৌ যুগে ।

বেন। কালের প্রভাবে ঐ কলিকালে রাজা ব্রাহ্মণের মধ্য-স্থলে উচ্চাসনারূঢ় শূদ্রকে জানিতে পারিয়াও দণ্ড করিবেন। না। যাহাদিগের অল্প শাস্ত্রজ্ঞান এবং অল্প সামর্থ্য ও ভাগ্য, তাহারা সুগন্ধিপুষ্পে ও অন্যান্য শুভ মঙ্গল দ্রব্য দ্বারা শূদ্রগণকে পূজা করিবে। গর্ব্বিত শূদ্রগণ ব্রাহ্মণগণকে কটাক্ষেও অবলোকন করিবে না। ১-১৬। ঐ কলিকালে শূদ্রোজীবী ব্রাহ্মণগণ বাহনারূঢ় শূদ্রগণকে বেষ্টন করিয়া সেবায় তৎপর থাকিবে ও নানাবিধ স্তুতিতে স্তব করিবে। ঐ কলিতে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ তপোযজ্ঞ ফলের বিক্রেতা হইবেন এবং কলিতে অনেকানেক সন্ন্যাসীবেশধারীও দেখা যাইবে। কলিতে পুরুষের ভাগ অল্প হইবে, আর স্ত্রীর ভাগ অধিক

পুরুমাল্পং বহুস্ত্রীকং যুগান্তে সমুপস্থিতে ।। ১৯ ।।
নিন্দন্তি বেদবিদ্যাঞ্চ দ্বিজাঃ কর্ম্মাণি বৈ কলৌ।
কলৌ দেবো মহাদেবঃ শঙ্করো নীললোহিতঃ ।। ২০।।
প্রকাশতে প্রতিষ্ঠার্থং ধর্ম্মস্য বিকৃতাকৃতিঃ।
যে তং বিপ্রা নিষেবন্তে যেন কেনাপি শঙ্করম্ ।।২১॥
কলিদোষান্ বিনির্জ্জিত্য প্রয়ান্তি পরমং পদম্।
শ্বাপদপ্রবলত্বঞ্চ গবাঞ্চৈব পরিক্ষয়ঃ ।। ২২ ।।

হইবে। ব্রাহ্মণগণ বেদাদি বিদ্যা ও শ্রৌতস্মার্ত্তাদি কর্ম্মের নিন্দা করিবেন। ঐ কলিকালে দেবদেব শঙ্কর নীললোহিত মহাদেব ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত বিকৃতাকৃতি অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন লিঙ্গ-স্বরূপ হইয়া প্রকাশ পাইবেন। যে বিপ্রগণ সেই বিকৃতাকৃতি শঙ্করকে যে কোনরূপেও পূজা করিবেন, তাঁহারা কলিদোষনিচয় জয় করিয়া পরম শিবপদ লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। ঐ কলিযুগে শ্বাপদ সকল প্রবল হইবে, গো-গণ কেবল ক্ষয় পাইতে থাকিবে এবং সাধুলোকের বিনাশই হইতে থাকিবে। ঐ কলিতে আশ্রম-চতুষ্টয়ের শৈথিল্য হইবে; মহোদর্ক সূক্ষ্মদানমূল ধর্ম্ম প্রচলিত হইবে। নৃপতিগণ প্রজারক্ষণে অবহেলা করিবেন, কেবল করগ্রহ-

সাধূনাং বিনিবৃত্তিশ্চ বেদ্যা তস্মিন্ যুগক্ষয়ে।
তদা সূক্ষ্মো মহোদর্কো দুর্লভো দানমূলবান্।। ২৩
চাতুরাশ্রমশৈথিল্যে ধর্ম্মঃ প্রতিচলিষ্যতি।
অরক্ষিতারো হর্ত্তারো বলিভাগস্য পার্থিবাঃ ॥ ২৪ ॥
যুগান্তেষু ভবিষ্যন্তি স্বরক্ষণপরায়ণাঃ।
অট্টশূলা জনপদাঃ শিবশূলাশ্চতুষ্পথাঃ ॥ ২৫ ॥
প্রমদাঃ কেশশূলিন্যো ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে।
চিত্রবর্ষী তদা দেবো যদা প্রাহুর্যুগক্ষয়ম্ ॥ ২৬ ॥

ণেই তৎপর হইবেন। ঐ কলিতে সকলে স্ব স্ব রক্ষণে তৎপর থাকিবেন, জনপদে কেবল অন্ন ও কন্যা বিক্রয় হইতে থাকিবে, চতুষ্পথে বেদবিক্রয় হইবে, স্ত্রীগণ বেশ্যাবৃত্তি আচরণে পণ্যস্বরূপ হইবে এবং আশ্চর্য্য বৃষ্টি হইবে অর্থাৎ কথন কথন উত্তমরূপ বৃষ্টি হইবে। ঐ কলিকালে সকলেই বার্দ্ধুষিক (অর্থাৎ সুদখোর) হইবে ; কুৎসিত স্বভাবে ও আচরণে নিয়ত আসক্ত থাকিবে এবং বৈদিক মার্গ পরিত্যাগ করিয়া কেবল দাম্ভিকগণের সহিত পরিবৃত থাকিবে, পরস্পরে বহুযাজন হইবে, সদাসর্ব্বদা ক্রূরবাক্য প্রয়োগ করিবে, ঋজুতা পরিত্যাগ করিয়া কেবল অসূয়াতে অভিভূত হইবে এবং

সর্ব্বে বণিগ্‌জনাশ্চাপি ভবিষ্যন্ত্যধমে যুগে।
কুশীলচর্য্যাঃ পাষণ্ডৈর্ব্বৃথারূপৈঃ সমাবৃতাঃ ॥ ২৭ ॥
বহুযাজনকো লোকো ভবিষ্যতি পরস্পরম্।
নাব্যাহৃতক্রূরবাক্যো নার্জ্জবী নানসূয়কঃ ॥ ২৮ ॥
ন কৃতে প্রতিকর্ত্তা চ যুগক্ষীণে ভবিষ্যতি।
নিন্দকাশ্চৈব পতিতা যুগান্তস্য চ লক্ষণম্ ॥ ২৯ ॥
নৃপশূন্যা বসুমতী ন চ ধান্যধনাবৃতা।
মণ্ডলানি ভবিষ্যন্তি দেশেষু নগরেষু চ ॥ ৩০ ॥

ঐ যুগে কেহ প্রত্যুপকর্ত্তা থাকিবে না। কেবল সক নিন্দুক ও পতিত হইবে। বসুমতী আর ধনধান্যপরিপূর্ণা না হইয়া স্বীয় অন্বর্থনাম পরিত্যাগ করিবেন ও পতিবিহীনা হইবেন। দেশে দেশে নগরে নগরে কেবল জনশূন্য স্থান হইবে। পৃথিবী অল্পজলা ও অল্পফলা হইবেন। যাহারা রক্ষক, তাহারা রক্ষণাবেক্ষণ করিবে না। ঐ যুগের শেষে পৃথিবীতে পুরুষগণ অশাসন হইয়া পড়িবে, কেবল পরবিত্ত হরণ, পরস্ত্রী-ধর্ষণ, সাহসপ্রিয়তা প্রভৃতি অবলম্বন করিবে। সকলই কামাভিভূতচেতা, অধম ও দুরাত্মা হইবে। কাহারও

অল্পোদকা চাল্পফলা ভবিষ্যতি বসুন্ধরা।
গোপ্তারশ্চাপ্যগোপ্তারঃ সম্ভবিষ্যন্ত্যশাসনাঃ ॥ ৩১ ॥
হর্ত্তারঃ পরবিত্তানাং পরদারপ্রধর্ষকাঃ।
কামাত্মানো দুরাত্মানো হ্যধমাঃ সাহসপ্রিয়াঃ ॥ ৩২ ॥
প্রনষ্টচেষ্টনাঃ পুংসো মুক্তকেশাশ্চ শূলিনঃ।
জনাঃ ষোড়শবর্ষাশ্চ প্রজায়ন্তে যুগক্ষয়ে ॥ ৩৩ ॥
শুক্লদন্তাজিনাক্ষাশ্চ মুণ্ডাঃ কাষায়বাসসঃ।
শূদ্রা ধর্ম্মং চরিষ্যন্তি যুগান্তে সমুপস্থিতে ॥ ৩৪ ॥
শস্যচৌরা ভবিষ্যন্তি দৃষ্টচৈলাভিলাষিণঃ।
চৌরাশ্চৌরস্বহর্ত্তারো হর্ত্তুর্হর্ত্তা তথাপরঃ ॥ ৩৫ ॥

আর উদ্যোগ থাকিবে না, সকলেই রোগী, বেশ্যাসমন্বিত ও নির্লজ্জ হইবে এবং তাহাদের আয়ুর পরিমাণ ষোড়শ বৎসর হইবে। শূদ্রগণ মুণ্ডিতমস্তক ও শুভ্রদন্ত হইয়া রুদ্রাক্ষ কৃষ্ণসার চর্ম্ম ও কাষায় বসন ধারণে যতিবেশ অবলম্বন করত ধর্ম্মাচরণ করিবে। ১৭-৩৪। ঐ কলিকালে সকলে শস্যচোর হইবে ও বস্ত্র দেখিলেই তাহার গ্রহণে অভিলাষী হইবে। চোরেরা চোরগণের পর্য্যন্ত সম্পত্তি

যোগ্যকর্ম্মণ্যুপরতে লোকে নিষ্ক্রিয়তাং গতে।
কীট-মূষক-সর্পাশ্চ ধর্ষয়িষ্যন্তি মানবান্ ॥ ৩৬ ॥
সুভিক্ষং ক্ষেমমারোগ্যং সামর্থ্যং দুর্লভং তদা।
কৌশিকীং প্রতিপৎস্যন্তে দেশান্ ক্ষুদ্ভয়পীড়িতাঃ ॥ ৩৭
দুঃখেনাভিপ্লুতানাঞ্চ পরমায়ুঃ শতং তদা।
দৃশ্যন্তে ন চ দৃশ্যন্তে বেদাঃ কলিযুগেঽখিলাঃ ॥ ৩৮ ॥
উৎসীদন্তি তদা যজ্ঞাঃ কেবলা ধর্ম্মপীড়িতাঃ।
কাষায়িণোঽপ্যনির্গ্রন্থাঃ কাপালিবহুলাস্ত্বিহ ॥ ৩৯ ॥
বেদবিক্রয়িণশ্চান্যে তীর্থবিক্রয়িণঃ পরে।
বর্ণাশ্রমাণাং যে চান্যে পাষণ্ডাঃ পরিপন্থিনঃ ॥ ৪০ ॥

অপহরণ করিবে। আর হরণকারীর দ্রব্যও অপরে হরণ করিবে। যখন যোগ্য কর্ম্ম সকল বিনষ্ট হইবে ও লোক সকল নিষ্ক্রিয় হইবে, তখন কীট, মূষিক ও সর্প মানবগণকে হিংসা করিতে থাকিবে। ঐ সময়ে কি সুভিক্ষ, কি মঙ্গল, কি আরোগ্য, কি সামর্থ্য সকলই দুর্লভ হইবে। তখন প্রজাগণ ক্ষুধায় ও ভয়ে কাতর হইয়া আপন দেশ হইতে কৌশিকী নদীতে গমন করিবে। ৩৫-৩৭। ঐ কলিতে

উৎপদ্যন্তে তদা তে বৈ সম্প্রাপ্তে তু কলৌ যুগে।
অধীয়ন্তে তদা বেদাচ্ছূদ্রা ধর্ম্মার্থকোবিদাঃ ॥ ৪১
যজন্তে চাশ্বমেধেন রাজানঃ শূদ্রয়োনয়ঃ।
স্ত্রী-বাল-গোবধং কৃত্বা হত্বা চৈব পরস্পরম্ ॥ ৪২ ॥
উপদ্রবাংস্তথান্যোন্যং সাধয়ন্তি সদা প্রজাঃ।
দুঃখপ্রভূত মল্পায়ুর্দেহোৎসাদঃ সরোগতা ॥ ৪৩ ॥
অধর্ম্মাভিনিবেশিত্বাৎ তমোবৃত্তং কলৌ স্মৃতম্।
প্রজাসু ব্রহ্মহত্যাদি তদা বৈ সম্প্রবর্ত্ততে ॥ ৪৪ ॥

দুঃখাভিভূত মনুষ্যগণের একশত বৎসর পর্য্যন্ত পরমায়ু ও ঐ কলিতে সমগ্র বেদ প্রায়ই সম্পূর্ণ ভাবে দৃষ্ট হইবে না। যজ্ঞ কেবল অধর্ম্মে পীড়িত হইয়া উৎসাদ প্রাপ্ত হইবে। ঐ যুগে মানবেরা কাষায় বসন পরিধানাদিতে যতিবেশধারী হইয়াও মূর্খ এবং অধিক সংখ্যকই কাপালী, আর কেহ কেহ বা বেদবিক্রয়ী ও কেহ কেহ বা শাস্ত্রবিক্রয়ী হইবে। যে যে অবৈদিক মার্গ বর্ণাশ্রমের পরিপন্থী, ঐ কলিযুগ উপস্থিত হইলেই সেই সকল উৎপন্ন হইবে। সেই সময় শূদ্রগণ ধর্ম্মার্থবেত্তা হইয়া বেদাধ্যয়নেও রত থাকিবে; এবং ঐ

তস্মাদায়ুর্ব্বলং রূপং কলিং প্রাপ্য প্রহীয়তে।
তদা স্বল্পেন কালেন সিদ্ধিং গচ্ছন্তি মানবাঃ ॥ ৪৫ ॥
ধন্যা ধর্ম্মং চরিষ্যন্তি যুগান্তে দ্বিজসত্তমাঃ।
শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং ধর্ম্মং যে চরন্ত্যনসূয়কাঃ ॥ ৪৬ ॥
ত্রেতায়াং বার্ষিকো ধর্ম্মো দ্বাপরে মাসিকঃ স্মৃতঃ।
যথাক্লেশং চরন্ প্রাজ্ঞস্তদহ্না প্রাপ্নুতে কলৌ ॥ ৪৭ ॥
এষা কলিযুগাবস্থা সন্ধ্যাংশন্তু নিবোধ মে।
যুগে যুগে চ হীয়ন্তে ত্রীংস্ত্রীন্ পাদাংস্তু সিদ্ধয়ঃ ॥ ৪৮॥

শূদ্রেরাই রাজা হইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবে। তখন প্রজাগণ স্ত্রী বালক গো প্রভৃতি হনন করিয়া এবং পরস্পর পরস্পরের হত্যা করিয়া পরস্পরের উপদ্রব করিতে থাকিবে। কলিতে প্রজাগণের অধর্ম্মে অভিনিবেশ থাকিবে বলিয়া প্রভূত দুঃখ, অল্প আয়ু, দেহের উৎসাদ, নিয়ত রোগ এই সকল তমোগুণের কার্য্য হইবে। তখন প্রজারা ব্রহ্মহত্যাদি করিতে থাকিবে; অতএব কলিকালে সকলেরই রূপ, বল, আয়ুঃ প্রভৃতি সকল বিনষ্ট হইবে। কিন্তু ঐ কলিতে মানবেরা অল্প কালেই সিদ্ধি লাভ করিতে সক্ষম হইবে। ৩৮ ৪৫

যুগস্বভাবাঃ সন্ধ্যাস্তু তিষ্ঠন্তীহ তু পাদশঃ।
স্বন্ধ্যাস্বভাবাঃ স্বাংশেষু পাদশস্তে প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ৪৯।
এবং সন্ধ্যাংশকে কালে সম্প্রাপ্তে তু যুগান্তিকে।
তেষাং শাস্তা হ্যসাধূনাং ভূতানাং নিধনোত্থিতঃ ॥ ৫০
গোত্রেঽস্মিন্ বৈ চন্দ্রমসো নাম্না প্রমিতিরুচ্যতে।
মানবস্য তু সোঽংশেন পূর্ব্বং স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে ॥ ৫১ ॥

ঐ কলিকাল আগত হইলে যে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে রত থাকিবে ও যাহারা অসূয়া পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতিস্মৃতি কথিত ধর্ম্ম আচরণ করিবে, তাহারাই ধন্য। কারণ ত্রেতাযুগে এক বর্ষে ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়া যে ফল পাওয়া যায়, দ্বাপরে তাহা এক মাসে পাওয়া যায় এবং কলিতে এক দিন নিয়মিত ক্লেশ করিয়া ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে, তাহার ফল পাওয়া যাইবে। ৪৬-৪৭। ইহাই কলিযুগের অবস্থা; এক্ষণে সন্ধ্যাংশের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ করুন। প্রতি যুগে যুগস্বভাব সিদ্ধি সকল তিন পাদ করিয়া ক্ষয় হইয়া আইসে, আর যুগসন্ধ্যায় ঐ যুগসিদ্ধি মাত্র এক পাদে অবশিষ্ট থাকে এবং সন্ধ্যাংশে সেই সন্ধ্যাসিদ্ধির এক পাদ মাত্র প্রতিষ্ঠিত থাকে। ৪৮-৪৯।

সমাঃ স বিংশতিঃ পূর্ণাঃ পর্য্যটন্ বৈ বসুন্ধরাম্।
অনুকষন্ স বৈ সেনাং সবাজি-রথ-কুঞ্জরাম্ ॥ ৫২ ॥
প্রগৃহীতায়ুধৈর্ব্বিপ্রৈঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
স তদা তৈঃ পরিবৃতো ম্লেচ্ছান্ হন্তি সহস্রশঃ। ৫৩॥
স হত্বা সর্ব্বশশ্চৈব রাজ্ঞস্তান্ শূদ্রযোনিজান্।
পাষণ্ডাস্তু ততঃ সর্ব্বান্ নিঃশেষং কৃতবান্ প্রভুঃ ॥ ৫৪

কলিযুগের অন্তে যখন এইরূপ সন্ধ্যাংশ কাল উপস্থিত হইবে, তখন স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে যিনি প্রমিতি নামে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি অসাধু ভূতগণের নিধন নিমিত্ত শাস্তা হইয়া সোমশর্ম্ম নামক ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিবেন। তিনি পূর্ণ বিংশতি বৎসর পৃথিবীতে ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া রথবাজি-কুঞ্জর-সমন্বিত সৈন্য সংগ্রহ করিবেন। পরে গৃহীতাস্ত্র ব্রাহ্মণগণ ও সেই সকল সৈন্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সহস্র সহস্র ম্লেচ্ছ-গণকে নিহত করিবেন এবং শূদ্র রাজগণকে ও সকল বৈদিক-মার্গবিহীনগণকে নিঃশেষ করিবেন এবং যাহারা অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ নহে, তাহাদিগকেও নিহত করিবেন। আর যাহারা বর্ণবিপর্য্যয়ে জন্মিয়াছে দেখিবেন, তাহাদিগকে ও

নাত্যর্থং ধার্ম্মিকা যে চ তান্ সর্ব্বান্ হন্তি সর্ব্বতঃ।
বর্ণব্যত্যাসজাতাশ্চ যে চ তাননুজীবিনঃ ॥ ৫৫ ॥
প্রবৃত্তচক্রো বলবান্ ম্লেচ্ছানামন্তকৃৎ স তু।
অধৃষ্যঃ সর্ব্বভূতানাং চচারাথ বসুন্ধরাম্ ॥ ৫৬ ॥
মানবস্য তু সোঽংশেন দেবস্যেহ বিজজ্ঞিবান্।
পূর্ব্বজন্মনি বিষ্ণোস্তু প্রমিতির্নাম বীর্য্যবান্ ॥ ৫৭ ॥
গোত্রতো বৈ চন্দ্রমসঃ পূর্ণে কলিযুগে প্রভুঃ।
দ্বাত্রিংশেঽভ্যুদিতে বর্ষে প্রক্রান্তো বিংশতিঃ সমাঃ ॥৫৮

তাহাদিগের অনুজীবিগণকে বিনাশ করিয়া চতুর্দ্দিকে স্বীয় আজ্ঞা প্রচারিত করিয়া, ম্লেচ্ছগণের বিনাশ সাধন করিবেন। পরে সকল ভূতগণের অধৃষ্য হইয়া, পৃথিবী পরিচরণ করিবেন।৫০-৫৬। যিনি পূর্ব্বজন্মে প্রমিতি নামে ছিলেন, তিনি বিষ্ণু ও মানবের অংশে কলিযুগ পূর্ণ হইলে, সোমশর্ম্মনামক ব্রাহ্মণগোত্রে জন্ম গ্রহণ করিবেন। তিনি এইরূপে বিংশতি বৎসর পর্য্যটন করিয়া, শত সহস্র প্রাণীর বিনাশ সাধন করিবেন এবং পরস্পর নিমিত্তভূত আকস্মিক কোপ উৎপাদনে সকল শূদ্র প্রভৃতি অধার্ম্মিকগণকে সংহার করতঃ পৃথি-

বিনিঘ্নন্ সর্ব্বভূতানি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
কৃত্বা বীজাবশেষান্তু পৃথিবীং ক্রূরকর্ম্মণা॥ ৫৯॥
পরস্পরনিমিত্তেন কোপেনাকস্মিকেন তু।
স সাধয়িত্বা বৃষলান্ প্রায়শস্তানধার্ম্মিকান্॥ ৬০॥
গঙ্গা-যমুনয়োর্ম্মধ্যে স্থিতিং প্রাপ্তঃ সহানুগঃ॥ ৬১॥
ততো ব্যতীতে কালে তু সামাত্যঃ সহসৈনিকঃ।
উৎসাদ্য পার্থিবান্ সর্ব্বান্ ম্লেচ্ছাংশ্চৈব সহস্রশঃ।
তত্র সন্ধ্যাংশকে কালে সম্প্রাপ্তে তু যুগান্তিকে॥ ৬২॥

বীকে বীজশেষ করিয়া গঙ্গা যমুনার মধ্যস্থলে সানুচরে অবস্থান করিবেন।৫৭-৬১। তাহার পর কিছু দিন গত হইলে, অমাত্য ও সৈনিকগণের সহিত মিলিত হইয়া সহস্র সহস্র ম্লেচ্ছ ও রাজগণকে উৎসাদিত করিবেন। এইরূপে কোনও স্থলে প্রজা অল্পমাত্র অবশিষ্ট থাকিলে, যখন সন্ধ্যাংশ উপস্থিত হইবে; তখন সেই অবশিষ্ট প্রজাগণ উচ্ছৃঙ্খল ও লোভাবিষ্ট হইয়া পরস্পর পরস্পরের বিশ্বাস জন্মাইয়া পরস্পরের হিংসায় প্রবৃত্ত হইবে। যুগের প্রভাববলে পৃথিবী অরাজক হইলে চতুর্দ্দিকে সংশয় উপস্থিত হইবে; তখন অবশিষ্ট

স্থিতাস্বল্পাবশিষ্টাসু প্রজাস্বিহ ক্বচিৎ ক্বচিৎ।
অপ্রগ্রহাস্ততস্তা বৈ লোভাবিষ্টাস্তু কৃৎস্নশঃ॥ ৬৩॥
উপহিংসন্তি চান্যোন্যং প্রণিপত্য পরস্পরম্।
অরাজকে যুগবশাৎ সংশয়ে সমুপস্থিতে॥ ৬৪॥
প্রজাস্তা বৈ ততঃ সর্ব্বাঃ পরস্পরভয়ার্দ্দিতাঃ।
ব্যাকুলাশ্চ পরিভ্রান্তাস্ত্যক্ত্বা দারান্ গৃহাণি চ॥ ৬৫॥
স্বান্ প্রাণাননপেক্ষন্তো নিষ্কারুণ্যাঃ সুদুঃখিতাঃ।
নষ্টে শ্রৌতে স্মার্ত্তধর্ম্মে পরস্পরহতাস্তদা॥ ৬৬॥

প্রজাগণ পরস্পরে ভয়ার্ত্ত হইয়া, স্বীয় পত্নী গৃহ প্রভৃতি পরিত্যাগ করতঃ নির্দ্দয় হৃদয়ে আপন প্রাণে পর্য্যন্ত আস্থা পরিত্যাগ করিয়া ব্যাকুল হৃদয়ে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে থাকিবে। সে সময় শ্রৌত-স্মার্ত্তাদি ধর্ম্ম বিনষ্ট হইবে, সুতরাং তখন পরস্পরে নিহত হইতে থাকিবে ও আপন মর্য্যাদাবিহীন হইবে। তাহাদিগের স্নেহ বা লজ্জা কিছুই থাকিবে না, ধর্ম্ম বিনষ্ট হইলে তাহারা নিস্তেজ হইয়া পড়িবে ও এতাদৃশ হ্রস্ব হইবে যে, পঞ্চবিংশতি অঙ্গুলি পরিমিত তাহাদের আকার হইবে এবং স্বীয় পুত্রদারাদি পরিত্যাগ করিয়া নিয়ত বিবাদে

নির্ম্মর্য্যাদা নিরাক্রান্তা নিঃস্নেহা নিরপত্রপাঃ ।
নষ্টে ধর্ম্মে প্রতিহতা হ্রস্বকাঃ পঞ্চবিংশকাঃ ॥ ৬৭ ॥
হিত্বা পুত্ত্রাংশ্চ দারাংশ্চ বিবাদব্যাকুলেন্দ্রিয়াঃ ।
অনাবৃষ্টিহতাশ্চৈব বার্ত্তামুৎসৃজ্য দূরতঃ ॥ ৬৮ ॥
প্রত্যন্তানুপসেবন্তে হিত্বা জনপদান্ স্বকান্ ।
সরিৎসাগরকূপাংস্তে সেবন্তে পর্ব্বতাংস্তথা ॥ ৬৯ ॥
ইতি পঞ্চমোঽংশঃ ॥ ৫ ॥

ব্যাকুলেন্দ্রিয় হইবে। তখন অনাবৃষ্টি হইতে থাকিবে; তাহাতে তাহারা সাতিশয় পীড়িত হইয়া স্ব স্ব বৃত্তি পরিত্যাগ করতঃ স্বীয় জনপদ ত্যাগ করিয়া ম্লেচ্ছ দেশে গমন করিবে এবং সরিৎসাগর কূপ পর্ব্বত প্রভৃতি আশ্রয় করিবে। ৬২-৬৯।

পঞ্চম অংশ সমাপ্ত ।

ইতি লিঙ্গপুরাণোক্ত কলি-মাহাত্ম্য সম্পূর্ণ।

ষষ্ঠোঽংশঃ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

কলেঃ পঞ্চসহস্রঞ্চ বর্ষং স্থিত্বা চ ভারতে।
জগ্মুস্তত্র সরিদ্রূপং বিহায় শ্রীহরেঃ পদং॥ ১॥
যানি সর্ব্বাণি তীর্থানি কাশীবৃন্দাবনং বিনা।
যাস্যন্তি সার্দ্ধং তাভিশ্চ বৈকুণ্ঠং স্বাজ্ঞয়া হরেঃ॥ ২॥
শালগ্রামহরের্মূর্ত্তির্জগন্নাথশ্চ ভারতং।
কলের্দ্দশসহস্রান্তে যযৌ ত্যক্ত্বা হরেঃ পদং॥ ৩॥

নারায়ণ কহিলেন, বৎস নারদ! সরস্বতী, গঙ্গা, প্রভৃতি যাঁহারা নদীরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহাঁরা সকলেই কলির পঞ্চসহস্র বৎসর পর্য্যন্ত ভারতে অবস্থান করিয়া তৎপরে সরিৎরূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই পরাৎপর পরব্রহ্ম দয়াময় শ্রীহরির সমীপে গমন করিবেন। ১। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য সমস্ত তীর্থই শ্রীহরির আজ্ঞাক্রমে বৈকুণ্ঠধামে গমন করিবে, কেবল কাশী ও বৃন্দাবন মাত্র স্থায়ী হইবে। ২। শ্রীহরির মূর্ত্তিময়ী যে শালগ্রামশিলা ও দেব জগন্নাথ ভারতে অবস্থান

বৈষ্ণবাশ্চ পুরাণানি শঙ্খাশ্চ শ্রাদ্ধতর্পণং ।
বেদোক্তানি চ কর্ম্মাণি যযুস্তৈঃ সার্দ্ধমেব চ ॥ ৪ ॥
হরিপূজা হরের্নাম তৎকীর্ত্তিগুণকীর্ত্তনং ।
বেদাঙ্গানি চ শাস্ত্রাণি যযুস্তৈঃ সার্দ্ধমেব চ ॥ ৫ ॥
সত্ত্বঞ্চ সত্যং ধর্ম্মশ্চ বেদাশ্চ গ্রাম্যদেবতাঃ ।
ব্রতং তপস্যানশনং যযুস্তৈঃ সার্দ্ধমেব চ ॥ ৬ ॥
বামাচাররতাঃ সর্ব্বে মিথ্যা কাপট্যসংযুতাঃ ।

করিতেছেন, ইঁহারাও কলির দশ সহস্র বর্ষ পূর্ণ হইলেই ভারতভূমি পরিত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠধামে গমন করিবেন। ৩। কি বিষ্ণুপরায়ণ মানবগণ, কি অষ্টাদশ পুরাণ, কি শঙ্খ, কি শ্রাদ্ধ, কি তর্পণ, কি অন্যান্য বেদোক্ত কর্ম্ম সমস্তই ভারতকে পরিত্যাগ করিবে। ৪। অধিক কি, হরিপূজার প্রসঙ্গও থাকিবে না। হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন, হরিগুণ গান ও বেদাঙ্গ শাস্ত্র সমুদায় কিছুই থাকিবে না। ৫। সত্বগুণ, সত্য, ধর্ম্ম, বেদ, গ্রাম্য দেবতা, ব্রত, কোন পুণ্যকার্য্যার্থ উপবাস ও সর্ব্বপ্রকার তপস্যা সমস্তই বিরলপ্রচার হইবে। ৬। লোকমাত্রেই আচারভ্রষ্ট, মিথ্যা ও কপটতায় পরিপূর্ণ,

তুলসীবর্জ্জিতা পূজা ভবিষ্যন্তি ততঃপরং ॥ ৭ ॥
একাদশীবিহীনাশ্চ সর্ব্বে ধর্ম্মবিবর্জ্জিতাঃ।
হরিপ্রসঙ্গবিমুখাঃ ভবিষ্যন্তি ততঃপরং ॥ ৮ ॥
শঠাঃ ক্রূরা দাম্ভিকাশ্চ মহাহঙ্কারসংযুতাঃ।
চৌরাশ্চ হিংসকাঃ সর্ব্বে ভবিষ্যন্তি ততঃপরং ॥ ৯ ॥
পুংসো ভেদশ্চ স্ত্রীভেদো বিবাহো বাপি নির্ণয়ঃ।
স্বস্বামিভেদা বস্তূনাং ন ভবিষ্যতি তৎপরঃ ॥ ১০ ॥
সর্ব্বে জনা স্ত্রীবশাশ্চ পুংশ্চল্যশ্চ গৃহে গৃহে।

এবং তুলসী পরিত্যাগপূর্ব্বক পূজায় আসক্ত হইবে। ৭। একাদশীর প্রসঙ্গও থাকিবে না। সত্য ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইবে। হরিকথার উল্লেখ হইলে মুখ পরিবর্ত্তন করিবে। ৮। ব্যক্তিমাত্রেই শঠ, ক্রূর, দাম্ভিক, অত্যন্ত অহঙ্কারী হইবে এবং চৌর্য্যব্রতপরায়ণ ও পরশ্রীকাতর হইয়া দুঃখে কালযাপন করিবে। ৯। স্ত্রীপুরুষ ভেদ তিরোহিত হইবে, সুতরাং বিবাহে ব্যতিক্রম ঘটিয়া উঠিবে। কে কোন্ বস্তুর স্বামী, তাহার কিছুই নির্ণয় থাকিবে না। ১০। পুরুষমাত্রেই স্ত্রীজনের একান্ত বশীভূত হইবে। কোন গৃহেই পুংশ্চলীর

তর্জ্জনৈর্ভৎর্সনৈঃ শশ্বৎ স্বামিনং তাড়য়ন্তি চ ॥ ১১ ॥
গৃহেশ্বরী চ গৃহিণী গৃহীভৃত্যাধিকোঽধমঃ।
চেটীভৃত্যসমৌ বধ্বাঃ শশ্রূ চ শ্বশুরস্তথা ॥ ১২ ॥
কর্ত্তারো বন্দিনো গেহে যোনিসম্বন্ধবান্ধবঃ।
বিদ্যাসম্বন্ধিভিঃ সার্দ্ধং সম্ভাষোপি ন বিদ্যতে ॥ ১৩ ॥
যথা পরিচিতা লোকাস্তথা পুংসশ্চ বান্ধবাঃ।
সর্ব্বকর্ম্মাক্ষমাঃ পুংসো যোষিতামাজ্ঞয়া বিনা ॥ ১৪ ॥

অভাব থাকিবে না। প্রত্যুত তাহারা নিয়ত স্বীয় স্বীয় স্বামিগণের উপর তর্জ্জন গর্জ্জন এবং ভৎর্সনা করিবে। ১১। গৃহিণী গৃহের ঈশ্বরী অর্থাৎ সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইবেন এবং গৃহস্থ ভৃত্যাপেক্ষাও অধম হইয়া থাকিবেন। বধূর নিকট শ্বশুরকে ভৃত্যভাবে এবং শশ্রূকে চেটীভাবে অবস্থান করিতে হইবে। ১২। গৃহস্বামী কেবল গৃহে বসিয়া কর্ত্তৃত্ব প্রকাশ করিতে সক্ষম হইবেন। যোনি সম্বন্ধ ভিন্ন অর্থাৎ স্ত্রীপুত্র কন্যা নিবন্ধন সম্বন্ধ ভিন্ন আর কাহারও সহিত বন্ধুত্ব থাকিবে না। বিদ্যাসম্বন্ধী অর্থাৎ যথার্থ বন্ধুপদবাচ্য যে সহাধ্যায়ী তাহার সহিত আলাপমাত্র থাকিবে না। ১৩। যাহার সহি

ম্লেচ্ছশাস্ত্রং পঠিষ্যন্তি স্বশাস্ত্রাণি বিহায় চ।
ব্রহ্মক্ষত্রবিশাং বংশাঃ শূদ্রাণাং সেবকাঃ কলৌ ॥১৫॥
সূপকারা ভবিষ্যন্তি ধাবকা বৃষবাহকাঃ।
সত্যহীনা জনাঃ সর্ব্বে শস্যহীনা চ মেদিনী ॥ ১৬ ॥
ফলহীনাশ্চ তরবোঽপত্যহীনাশ্চ যোষিতঃ।
ক্ষীরহীনাস্তথা গাব ক্ষীরং সর্পির্ব্বিবর্জ্জিতং ॥ ১৭ ॥

যেমন পরিচয় থাকিবে, সে সেইরূপ বান্ধব হইবে। অর্থাৎ তদ্ভিন্ন আর কাহারও সহিত কোন বিষয়ে উপকার্য্যকারিতা থাকিবে না। স্ত্রীজনের অনুমতি ভিন্ন পুরুষ কোন কার্য্য করিতে সমর্থ হইবে না। ১৪। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবংশীয়েরা স্ব স্ব ধর্ম্মশাস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক অতি হেয় ম্লেচ্ছ শাস্ত্র পাঠ এবং শূদ্রের দাসত্ব স্বীকার করিবে। ১৫। উহারা পাচক, পত্রবাহক ও বৃষবাহক হইবে। সত্যের প্রসঙ্গও থাকিবে না। পৃথিবী শস্যহীনা হইবেন। তরুগণ ফলহীন হইবে। যোষিৎগণ অপত্যধনে বঞ্চিত হইবেন। ধেনুগণ আর দুগ্ধ প্রদান করিবে না। যাহাও দুগ্ধ হইবে, তাহাও ঘৃতশূন্য হইবে। দম্পতিপ্রণয় বিরল প্রচার হইবে। গৃহস্থ-

দম্পতী প্রীতিহীনৌ চ গৃহিনঃ সুখবৰ্জ্জিতাঃ।
প্রতাপহীনা ভূপাশ্চ প্রজাশ্চ করপীড়িতাঃ॥ ১৮॥
জলহীনা নদাঃ সদ্যো দীর্ঘিকাঃ কন্দরাদয়ঃ।
ধর্ম্মহীনা পুণ্যহীনা বর্ণাশ্চত্বার এব চ॥ ১৯॥
লক্ষেষু পুণ্যবান্ কোপি ন তিষ্ঠতি ততঃপরং।
কুৎসিতা বিকৃতাকারা নরা নার্য্যশ্চ বালকাঃ॥ ২০॥
কুবার্ত্তা কুৎসিতশব্দা ভবিষ্যন্তি ততঃপরং।
কেচিদ্গ্রামাশ্চ নগরা নরশূন্যা ভয়ানকাঃ॥ ২১॥

গণের সুখের লেশমাত্র থাকিবে না। ভূপালগণ প্রতাপপরিশূন্য হইবেন। অধিক আর কি বলিব, করভারে প্রজাগণের কষ্টের পরিসীমা থাকিবে না। ১৬-১৮। নদ নদী ও দীর্ঘিকা প্রভৃতি সমস্ত জলশূন্য হইবে। কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, এই চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে কাহারও কোন ধর্ম্ম থাকিবে না। সকলেই একেবারে পুণ্যবর্জ্জিত হইবে। ১৯। এমন কি, সে সময় এই জগৎ-সংসার-ভিতরে এক লক্ষের মধ্যে এক জন মনুষ্য পুণ্যবান্ থাকিবে কি না, সন্দেহস্থল। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি বালক সকলেই অতি কুৎসিতাকার হইবে। ২০। লোকমুখে সর্ব্বদাই কুকথা ও কুৎসিত শব্দ

কেচিৎ স্বল্পকুটীরেণ নরেণ চ সমন্বিতাঃ।
অরণ্যানি ভবিষ্যন্তি গ্রামেষু নগরেষু চ ॥ ২২ ॥
অরণ্যবাসিনঃ সর্ব্বে জনাশ্চ করপীড়িতাঃ।
শস্যানি চ ভবিষ্যন্তি তড়াগেষু নদীষু চ ॥ ২৩ ॥
প্রকৃষ্টানি চ ক্ষেত্রাণি শস্যহীনানি তৎপরং।
হীনাঃ প্রকৃষ্টা ধনিনো বলদর্পসমন্বিতাঃ ॥ ২৪ ॥
প্রকৃষ্টবংশজা হীনা ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে।

প্রযুক্ত হইবে। কোন কোন গ্রাম একেবারে মানব-সমাগম-শূন্য হইয়া ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিবে অর্থাৎ কোন ব্যক্তি প্রবেশ করিতে সাহস করিবে না। ২১। কোন কোন গ্রাম একমাত্র পর্ণকুটীরে এবং একমাত্র লোকে পর্য্যবসিত হইবে, এবং গ্রাম ও নগর সকল দুর্গম অরণ্য হইয়া উঠিবে। ২২। লোক সকল অরণ্যবাস আশ্রয় করিয়াও করভারে নিতান্ত নিপীড়িত হইবে। ক্ষেত্রে শস্যের প্রসঙ্গও থাকিবে না। কেবল তড়াগ ও নদ নদীর উপকূলে শস্য উৎপন্ন হইবে। ২৩। অতি উর্ব্বর ক্ষেত্রসকল শস্যহীন হইবে। প্রবলপ্রতাপ প্রকৃষ্ট ধনিগণ একেবারে হীনবল ও নির্ধন হইয়া পড়িবে। ২৪। এই কলিযুগে যাঁহারা উন্নতকুলে জন্মগ্রহণ করিবেন, তাঁহারাই

অলীকবাদিনো ধূর্ত্তাঃ শঠাশ্চ সত্যবাদিনঃ ॥ ২৫ ॥
পাপিনঃ পুণ্যবন্তশ্চাপ্যাশিষ্টঃ শিষ্ট এব চ।
জিতেন্দ্রিয়া লম্পটাশ্চ পুংশ্চলী চ পতিব্রতা ॥ ২৬ ॥
তপস্বিনঃ পাতকিনো বিষ্ণুভক্তা অবৈষ্ণবাঃ।
অহিংসকা দয়াযুক্তা চৌরাশ্চ নরঘাতিনঃ ॥ ২৭ ॥
ভিক্ষুবেশধরা ধূর্ত্তা নিন্দন্ত্যপহসন্তি চ।
ভূতাদিসেবানিপুণা জনানাং মন্দকারিণঃ ॥ ২৮ ॥

নিতান্ত হেয় বলিয়া বিখ্যাত হইবেন এবং যাঁহারা ব্রহ্মবাদী তাঁহারাই মিথ্যাবাদী, ধূর্ত্ত ও শঠ, বলিয়া পরিগণিত হইবেন। ২৫। যাঁহারা পুণ্যবান্, তাঁহারাই পাপী এবং যাঁহারা শিষ্ট, তাঁহারাই অশিষ্ট হইবে। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ লাম্পট্য কার্য্যে ব্রতী হইবেন এবং পতিপরায়ণা সাধ্বীরা বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিবে। ২৬। যাঁহারা নিরন্তর তপোনুষ্ঠানে তৎপর, যাঁহারা বিষ্ণুভক্ত ও যাঁহারা পরম বৈষ্ণব, তাঁহারাই পাপাচরণ করিবেন। যাঁহারা হিংসাধর্ম্মবর্জ্জিত এবং যাঁহাদিগের হৃদয় দয়াধর্ম্মে পরিপূর্ণ, তাঁহারাই চৌর্য্যব্রতে দীক্ষিত এবং নরঘাতক হইয়া উঠিবেন। ২৭। ভিক্ষুকবেশধারী ধূর্ত্তগণ অন্যকে নিন্দা ও উপহাস করিবে এবং ভূত ও পিশাচাদি সিদ্ধ হইয়া

পূজিতাস্তে ভবিষ্যন্তি বঞ্চকা জ্ঞানদুর্ব্বলাঃ।
বামনা ব্যাধিযুক্তাশ্চ নরা নার্য্যশ্চ সর্ব্বতঃ॥ ২৯॥
অল্পায়ুষো জরাযুক্তো যৌবনেষু কলৌ যুগে।
পলিতাঃ ষোড়শে বর্ষে মহান্ বৃদ্ধস্তু বিংশতৌ॥ ৩০
অষ্টবর্ষা চ যুবতী রজোযুক্তা চ গর্ভিণী।
বৎসরান্তে প্রসূতা স্ত্রী ষোড়শেন জরান্বিতা॥ ৩১।
এতাঃ কাচিৎ সহস্রেষু বন্ধ্যাশ্চাপি কলৌ যুগে।

লোকের অনিষ্টকারী হইবে। ২৮। জ্ঞানদুর্ব্বল অর্থাৎ জ্ঞান-হীন বঞ্চকগণ জনসমাজে বিশেষ সমাদৃত হইবে এবং কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেই ব্যাধিযুক্ত হইয়া নিতান্ত খর্ব্বাকৃতি হইয়া দিনাতিপাত করিবে। ২৯। ফলতঃ লোক সকল এই কলি-যুগে অল্পজীবী হইয়া অল্পবয়সেই জরাগ্রস্ত হইয়া উঠিবে। এমন কি ষোড়শবর্ষে কেশ সকল শুক্লবর্ণ হইবে এবং বিংশতি-বর্ষে বার্দ্ধক্যের পরসীমা থাকিবে না। ৩০। কন্যাগণ অষ্টম-বর্ষে পদার্পণ করিলে রজস্বলা যুবতী ও গর্ভবতী হইবে। সংবৎ-সর অতীত না হইতে হইতেই আর একটী সন্তান প্রসব করিবে এবং ষোড়শবর্ষে শরীর জরাজীর্ণ হইয়া পড়িবে। ৩১। এই যুগে

কন্যাবিক্রয়িনঃ সর্ব্বে বর্ণাশ্চত্বার এব চ ॥ ৩২ ॥
মাতৃজায়াবধূনাঞ্চ জারোপার্জ্জনভক্ষকাঃ।
কন্যানাং ভগিনীনাঞ্চ জারোপার্জ্জনজীবিনঃ ॥ ৩৩ ॥
হরের্নামবিক্রয়িনো ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে।
স্বয়ম্ভুংস্বজ্য দানঞ্চ কীর্ত্তির্ব্বর্দ্ধনহেতবে ॥ ৩৪ ॥

সহস্রের মধ্যে একটী রমণী বন্ধ্যা হয় কি না সন্দেহস্থল। বিশেষতঃ চারিবর্ণের মধ্যে কেহই কন্যাবিক্রয়ে বিমুখ থাকিবে না। ৩২। অধিক কি, প্রায় অধিকাংশই জননী, নিজপত্নী, নিজবধূ নিজকন্যা ও নিজভগিনীর জারসংযোগের লব্ধধন লইয়া জীবন যাপন করিবে, তাহাতে কিছুমাত্র মান হানি বোধ করিবে না। ৩৩। কলিযুগে হরিনাম বিক্রয় করিয়া অর্থাৎ হরিসঙ্কীর্ত্তন জন্য অর্থ লইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। যশস্বী হইব বলিয়া লোককে ধনাদি দান করিবে; কিন্তু তৎপরক্ষণেই আবার মনে মনে আন্দোলন করিয়া তাহার অন্যথাচরণে প্রবৃত্ত হইবে। দেবতার নিমিত্ত, ব্রাহ্মণের নিমিত্ত ও গুরু-কুলের নিমিত্ত অন্যের কৃত বৃত্তিচ্ছেদের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং যে বৃত্তি নির্দ্দেশ করিবে, তাহাও ছেদন করিবে।

তৎপশ্চান্মনসালোচ্য স্বয়মুল্লঙ্ঘয়িষ্যতি।
দেববৃত্তিং ব্রহ্মবৃত্তিং বৃত্তীং গুরুকুলস্য চ ॥ ৩৫ ॥
স্বদত্তাং পরদত্তাম্বা সর্ব্বমুল্লঙ্ঘয়িষ্যতি।
কন্যকাগামিনঃ কেচিৎ কেচিচ্চ শ্বশ্রূগামিনঃ ॥ ৩৬ ॥
কেচিদ্বধূগামিনশ্চ কেচিচ্চ সর্ব্বগামিনঃ।
ভগিনীগামিনঃ কেচিৎ সপত্নীমাতৃগামিনঃ ॥ ৩৭ ॥
ভ্রাতৃজায়াগামিনশ্চ ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে।
অগম্যাগমনঞ্চৈব করিষ্যন্তি গৃহে গৃহে ॥ ৩৮ ॥
আত্মযোনিং পরিত্যজ্য বিহরিষ্যন্তি সর্ব্বতঃ।
পত্নীনাং নির্ণয়ো নাস্তি ভর্ত্তৃণাঞ্চ কলৌ যুগে ॥ ৩৯ ॥

সকলেই পাপী হইবে অর্থাৎ কেহ কন্যাগামী, কেহ বা শ্বশ্রূগামী হইবে। ৩৪-৩৬। কেহ পুত্রবধূ গমন করিবে, কাহারও কোন গমনই অবশেষ থাকিবে না। কেহ ভগিনী গমন, কেহ বা বিমাতৃহরণ, কেহ বা ভ্রাতৃজায়া গমন ; এইরূপে প্রতিগৃহেই সকলে অগম্যাগমন করিবে। ৩৭-৩৮। স্বীয় ভার্য্যাগমন পরিত্যাগ করিয়া সকলে পরদার হরণে প্রবৃত্ত হইবে। ইহাও সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নয় যে, কে কাহার

প্রজানাঞ্চৈব গ্রামাণাং বস্তূনাঞ্চ বিশেষতঃ।
অলীকবাদিনঃ সর্ব্বে সর্ব্বে চৌরাশ্চ লম্পটাঃ॥ ৪০॥
পরস্পরং হিংসকাশ্চ সর্ব্বে চ নরঘাতিনঃ।
ব্রহ্মক্ষত্রবিশাং বংশা ভবিষ্যন্তি চ পাপিনঃ॥ ৪১॥
লাক্ষা লৌহরসানাঞ্চ ব্যাপারং লবণস্য চ।
বৃষবাহা বিপ্রবংশাঃ শূদ্রানাং শবদাহিনঃ॥ ৪২॥

পত্নী এবং কে কাহার স্বামী, এ যুগে তাহার কিছুই নির্ণয় থাকিবে না। ৩৯। বিশেষতঃ কে কাহার প্রজা এবং কোন্ গ্রাম কাহার অধিকৃত, তাহার স্থিরতা থাকা সুকঠিন হইবে। সকলেই মিথ্যাবাদী. সকলেই তস্কর এবং সকলেই লম্পট হইয়া উঠিবে। ৪০। অধিক কি. কলিযুগে কেহ কাহার দ্বেষ করিতে ত্রুটি করিবে না। সকলেই হত্যাকারী হইয়া উঠিবে। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবংশীয়দিগের পাপের আর পরিসীমা থাকিবে না। ৪১। ব্রাহ্মণবংশীয়েরা লাক্ষা, লৌহ, তৈল ও লবণ বিক্রয় আরম্ভ করিয়া যৎ-পরোনাস্তি বিলুপ্ত হইয়া পড়িবে এবং বৃষ চালনে ও শূদ্রদিগের শব বহনে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইবে না। ৪২।

শূদ্রান্নভোজিনঃ সর্ব্বে সর্ব্বে চ বৃষলীরতা।
পঞ্চপর্ব্বপরিত্যক্তাঃ কুহূরাত্রৌ চ ভোজিনঃ ॥ ৪৩ ॥
যজ্ঞসূত্রবিহীনাশ্চ সন্ধ্যাশৌচবিহীনকাঃ।
পুংশ্চলীর্বৃদ্ধা বাবীরা কুটনী চ রজস্বলা ॥ ৪৪ ॥
বিপ্রাণাং রন্ধনাগারে ভবিষ্যন্তি চ পাচিকাঃ।
অন্নানাং নির্ণয়ো নাস্তি যোনীনাঞ্চ বিশেষতঃ ॥ ৪৫ ॥
আশ্রমানাং জনানাঞ্চ সর্ব্বে স্বেচ্ছাঃ কলৌ যুগে ॥ ৪৬ ॥

বিপ্রগণ সকলেই শূদ্রান্ন ভোজন ও বেশ্যাগমন করিবেন। পঞ্চ পর্ব্বদিনে ভোজন করা দূরে থাকুক্ অমাবস্যা রজনীও পরিত্যক্ত হইবে না; সুতরাং নানাবিধ পাপগ্রস্ত হইয়া কালযাপন করিবে। ৪৩। যজ্ঞসূত্র ধারণ ব্রাহ্মণের পক্ষে নিতান্ত কষ্টজনক হইয়া উঠিবে, কি প্রাতঃকাল, কি সায়ংকাল কোন কালেই সন্ধ্যোপাসনার প্রসঙ্গও থাকিবে না, সর্ব্বদা শুচি অর্থাৎ পবিত্রভাব একেবারে তিরোহিত হইবে। পুংশ্চলী অর্থাৎ বেশ্যা, একান্ত বৃদ্ধা, অবীরা, কুটনী ও রজস্বলা স্ত্রী, ইহারাই ব্রাহ্মণগণের রন্ধনাগারে পাচিকা হইবে। বিশেষতঃ অন্নবিচার বা যোনিবিচার কিছুই থাকিবে না। কি আশ্রমবাসী, কি অপর, সাধারণতঃ সকলেই ম্লেচ্ছাচারী হইয়া উঠিবে। ৪৪-৪৬।

এবং কলৌ সংপ্রবৃত্তে সর্বে [illegible] ভবেৎ ।
হস্তপ্রমাণে বৃক্ষে চাঙ্গুষ্ঠমাত্রে চ মানবে ॥ ৪৭ ॥
বিপ্রস্য বিষ্ণুযশসঃ পুত্রঃ কল্কি [illegible] ।
নারায়ণকলাংশশ্চ ভগবান্ [illegible] বলী ॥ ৪৮ ॥
দীর্ঘেন করবালেন দীর্ঘঘোটক [illegible] ।
ম্লেচ্ছশূন্যাঞ্চ পৃথিবীং ত্রিরাত্রেণ করিষ্যতি ॥ ৪৯ ॥
নির্ম্লেচ্ছাং বসুধাং কৃত্বা অন্তর্ধানং করিষ্যতি ।

হে বৎস নারদ ! এইরূপে কলি, স্বীয় অধিকার বিস্তার করিলে জগৎসংসার ম্লেচ্ছসমূহে পরিপূর্ণ হইবে, বৃক্ষসকল হস্তপ্রমাণ হইবে এবং মানব সকল অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ হইবে। ৪৭। ঐ সময় কলিগণের অগ্রগণ্য ভগবান্ নারায়ণ কল্কীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সম্ভলগ্রামনিবাসী বিষ্ণুযশা নামক ব্রাহ্মণের পুত্র হইয়া স্বীয় অংশে ভূতলে অবতীর্ণ হইবেন। ৪৮। কল্কিদেব এই প্রকারে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াই সুদীর্ঘ এক ঘোটকে আরোহণ পূর্ব্বক দীর্ঘাকার এক করবাল ধারণ করিয়া ত্রিরাত্রমধ্যে একেবারে সমস্ত পৃথিবী ম্লেচ্ছশূন্য করিতে ত্রুটি করিবেন না। ৪৯। এই-রূপে ধরা ম্লেচ্ছশূন্য হইলে তিনি অন্তর্দ্ধান করিবেন। পৃথিবী

অরাজকা চ বসুধা দস্যুগ্রস্তা ভবিষ্যতি ॥ ৫০ ॥
স্থূলপ্রমাণং ষড়্ রাত্রং বর্ষধারাপ্লুতা মহী।
লোকশূন্যা বৃক্ষশূন্যা গৃহশূন্যা ভবিষ্যতি ॥ ৫১ ॥
ততশ্চ দ্বাদশাদিত্যাঃ করিষ্যন্ত্যুদয়ং মুনে।
প্রাপ্নোতি শুষ্কতাং পৃথ্বী সমা তেষাঞ্চ তেজসা ॥ ৫২ ।
কলৌ গতে চ দুর্দ্ধর্ষে সংপ্রাপ্তে কৃতে যুগে।
তপঃ সত্যসমাযুক্তো ধর্ম্মঃ পুনো ভবিষ্যতি ॥ ৫৩ ॥

অরাজক এবং ঘোরতর দস্যুহস্তে পতিতা হইবেন। ৫০। তখন উপর্য্যুপরি অনবরত ছয়রাত্র মুষলধারে বৃষ্টি হইয়া পৃথিবী প্লাবিত হইবে। লোক, লোকালয় ও বৃক্ষাদি কিছুই থাকিবে না। ৫১। তৎপরে দ্বাদশ দিবাকর সমুদিত হইবে। ঐ দ্বাদশ আদিত্যের করজালে পুনরায় পৃথিবী শুষ্ক হইয়া যাইবে। ৫২। এইরূপে অতি ভীষণ কলিকাল অতীত হইলে পুনর্ব্বার কৃত-যুগের অর্থাৎ সত্য যুগের আবির্ভাব হইবে। তখন পুনরায় তপোনুষ্ঠান, সত্যকথন প্রভৃতি ধর্ম্মকার্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে। ৫৩।

নারায়ণ উবাচ।

ইত্যেতৎ কথিতং বৎস কলিমাহাত্ম্যমুত্তমং।
পঠেদ্বা পাঠয়েদ্বাপি কলিদোষৈর্ন বাধ্যতে॥ ৫৪॥
প্রাতরি পঠিতে বৎস নক্তজং পাতকং হরেৎ।
সন্ধ্যায়াং পঠিতে চৈব দিবাপাপবিনাশনং॥ ৫৫॥

ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তোক্তকলিমাহাত্ম্যং॥

নারায়ণ কহিলেন, হে বৎস নারদ! এই আমি তোমার নিকট অত্যুত্তম কলিমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। ইহা পাঠ করিলে অথবা অন্য দ্বারা পাঠ করাইলে তাহাকে কলিদোষে লিপ্ত হইতে হয় না। ৫৪। হে বৎস! ইহা প্রভাতে পাঠ করিলে রাত্রিকৃত পাপ এবং সন্ধ্যাকালে পাঠ করিলে দিবাকৃত পাতক বিনষ্ট হইয়া থাকে। ৫৫।

ইতি ষষ্ঠ অংশ সমাপ্ত।

ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তোক্ত কলিমাহাত্ম্য